পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 22 Sunday, 22 December, 2024 ✱ ৩০ বর্ষ, ২২ সংখ্যা ✱ ৬ পৌষ ১৪৩১, রবিবার, ২২ ডিসেম্বর, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

সিবিআই হেফাজতে অনশনে ‘কালীঘাটের কাকু’!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ ডিসেম্বর ঃ সিবিআই হেফাজতে অনশনে ‘কালীঘাটের কাকু’! যার প্রকৃত নাম সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হেফাজতে রয়েছেন। সেখানে তিনি ওষুধ, খাবার কিছুই খাচ্ছেন না বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। যার জেরে তাঁর সুগার বেড়েছে। তৈরি হচ্ছে মেডিক্যাল এর্মাজেন্সি। শনিবার আদালতে এমনই দাবি করলেন সিবিআইয়ের আইনজীবী। নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে জেল থেকে তাকেকে গ্রেপ্তার করেছে সিবিআই। শারীরিক পরীক্ষার পর গত চারদিন নিজাম প্যালেসে রয়েছেন তিনি। হেফাজতে থাকাকালীন খাবার এবং কোনও ওষুধ খাননি সুজয়কৃষ্ণ। আদালতে সিবিআইয়ের অভিযোগ, অকারণে মেডিক্যাল এর্মাজেন্সি তৈরির চেষ্টা করেছেন। এই অবস্থায় তাঁকে সিবিআই হেফাজতে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ। তাই ‘কালীঘাটের কাকু’র জেল হেফাজতের আবেদন করেন তদন্তকারী সংস্থার আইনজীবী। এদিন সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে তদন্তকারী সংস্থার আইনজীবীর মন্তব্য, ওঁ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। ওঁ জানেন অনশন করলে অনেক সুবিধা পাওয়া যায়। পাল্টা সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রর আইনজীবীর আবেদন, ওঁ অসুস্থ। রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নন। ওঁকে হাউস অ্যারেস্ট বা গৃহবন্দি করে রাখা হোক। দুপক্ষের সওয়াল জবাব শোনার পর বিচারক তাকেকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতে পাঠান। পাশাপাশি, তার কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহের সিবিআইয়ের আবেদন মঞ্জুর করে আদালত। প্রসঙ্গত, ২৫ নভেম্বর ইডি মামলায় হাই কোর্টে জামিনের আবেদনের শুনানির শেষের পরই জেল থেকে সিবিআই সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রকে গ্রেপ্তার করতে চায়। ৬৩ বছরের বৃদ্ধ সুজয়কৃষ্ণবাবু খুবই অসুস্থ। এর আগে তাঁর বাড়িতে সিবিআই অভিযান চালিয়েছে। জেরা করেছে। এবার তাকে গ্রেপ্তার করেছে সিবিআই।

পূর্ব মেদিনীপুরে আরও ২ সমবায় তৃণমূলের দখলে, ভরাডুবি বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, কাঁথি, ২১ ডিসেম্বর ঃ আবার পূর্ব মেদিনীপুরের দুটি সমবায় নির্বাচনে ভরাডুবি বিজেপির। নিরঙ্কুশ জয় পেল তৃণমূল। শুক্রবার এগরার জুমকি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি এবং ভগবানপুর ১ ব্লকের শটুপুর কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচনে বিজেপিকে পরাস্ত করে জয়ী হয়েছে তৃণমূল শিবির। জানা গিয়েছে, জুমকি সমবায় সমিতির ১২টি আসনের মধ্যে সবকটি আসনেই জয়ী হয় ঘাসফুল শিবির। তার ফলে সমবায়টির দখল নেয় তৃণমূল। শাসকদলের দাবি, বিজেপির ‘ সাংগঠনিক দুর্বলতা’ প্রমাণ করেছে এদিনের ফলাফল। বিজেপির দাবি, কী কারণে এমনটা হয়েছে, সেই বিষয়ে খোঁজ নেওয়া হবে। বিজেপির দখলে থাকা জুমকি গ্রাম পঞ্চায়েতের জুমকি, মাণিকাদিঘি, বিশ্বনাথপুর, সিমুলিয়া গ্রামকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে জুমকি সমবায় সমিতি। ১২টি আসনের সমবায়ে ভোটারের সংখ্যা প্রায় ৫৮০। ভোট পড়েছে ৫২৬। শুক্রবার দিনভর চরম উত্তেজনার মধ্যেই ভোটগ্রহণ হয়। এদিনের নির্বাচনে সমবায়ের বোর্ডটি দখল করে তৃণমূল কংগ্রেস। গেরুয়া শিবিরকে কটাক্ষ করে স্থানীয় তৃণমূল নেতা ইন্দুভূষণ প্রধান বলেন, বিজেপির সঙ্গে যে সাধারণ মানুষের কোনও যোগাযোগ নেই, তা আজকের সমবায়ের ফলাফলেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। এর থেকে পরিষ্কার বিজেপি কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভরসাতেই টিকে আছে। ভোটে লড়াই করার ক্ষমতা ওদের নেই। বিজেপির এগরা ১ পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা তাপস দে বলেন, এটা সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় নেতৃত্বের দেখার বিষয়। তবে ঠিক কোন কারণে এমন ফলাফল হল, তা খোঁজ নিয়ে দেখা হবে। অপরদিকে, ভগবান ১ ব্লকের শটুপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির পরিচালন কমিটির ১২টি আসনে ভোট হয়। মোট ভোটার ৫৭১ জন। ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পরে দেখা যায়, ৯টি আসনে জয়লাভ করে তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থিত প্রার্থীরা। বাকি ৩টি আসনে ‘প্রার্থী’রা জয়লাভ করে। অভিযোগ উঠেছে, তৃণমূলকে পরাজিত করার জন্য সিপিএম ও বিজেপি গোপন আঁতাঁত করে। ফলে তৃণমূলের সঙ্গে সরাসরি লড়াই হয় বিরোধীদের। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই কন্টাই কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের নির্বাচনে বিজেপির ভরাডুবি ঘটে। এদিনের সমবায় ভোটেও ফের হার বিজেপিকে ভাবাচ্ছে বলেই দাবি রাজনৈতিক মহলের। ভগবানপুর ১ ব্লক তৃণমূলের সভাপতি রবীনচন্দ্র মণ্ডল বলেন, সিপিএম-বিজেপি সম্মিলিতভাবে তৃণমূলকে পরাজিত করার লড়াইয়ে নেমেছিল। কিন্তু মানুষ উত্তর দিয়েছেন। কারণ, বাংলার মানুষ উন্নয়নের পাশে রয়েছে বলেই বারবার তৃণমূলকে সমর্থন করে বার্তা দিয়েছেন। কাঁথি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক চন্দ্রশেখর মণ্ডল বলেন, সমবায় ভোটে জোটের কোনও বিষয় নেই। বিজেপি সমবায় ভোট নিয়ে ভাবছে না। মাটি ধরে রাখতে তৃণমূলের এখন ভরসা সমবায়।

সংসদ-মারপিট মামলায় রাহুলের বিরুদ্ধে সিবিআই, তুঙ্গে জল্পনা

নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর ঃ ভারতীয় রাজনীতিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল গুলোর একে অপরের প্রতি আক্রমণ এবং পাল্টা আক্রমণের ঘটনা নতুন নয়। তবে সম্প্রতি, কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে কেন্দ্র করে এক নতুন বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। সংসদীয় অধিবেশনের সময় এক কিছু মন্তব্যের জন্য তাকে কেন্দ্র করে সিবিআই তদন্ত শুরু করার সংবাদ সামনে এসেছে। এই তদন্তের সূত্রপাত তীব্র রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব এবং কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে সরকারের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযোগের কারণ বলে ধরা হচ্ছে। রাহুল গান্ধী, ভারতের কংগ্রেস পার্টির সভাপতি তথা সাংসদ, গত কয়েক মাস ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে নানান ধরনের সমালোচনা করছেন। বিশেষ করে, তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারের বিভিন্ন নীতির বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য করেছেন। তার অভিযোগ, সরকারের নীতির কারণে দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং মানুষের মৌলিক অধিকারের উপর আঘাত আসছে। সংসদের বিভিন্ন

অধিবেশনে রাহুল গান্ধী সরকারকে একাধিক বার চ্যালেঞ্জ করেছেন এবং কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে একাধিক বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়েছে। সিবিআই তদন্তের সূত্রপাত সেই সময়ে, যখন রাহুল গান্ধী সংসদে তার ভাষণে কিছু মন্তব্য করেছিলেন, যা সরকারের পক্ষ থেকে যথেষ্ট বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। বিশেষত, কিছু ক্ষেত্রে তার মন্তব্যগুলোকে অযাচিত এবং সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করার চেষ্টা হিসেবে দেখানো হয়েছে। সিবিআই এই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যদিও কংগ্রেস নেতা তার বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগকে ভিত্তিহীন ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করেছেন, তবুও সরকার এবং তার সমর্থকরা মনে করছেন, রাহুল গান্ধীর ভাষণ দেশবিরোধী শক্তিকে উৎসকে দেওয়ার চেষ্টা। এদিকে, কংগ্রেসের তরফে এই তদন্তকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কংগ্রেস নেতা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভদ্রা এবং অন্যান্য সদস্যরা বলছেন, ‘ শুধুমাত্র বিজেপি সরকারের একটি ষড়যন্ত্র, যা আমাদের দলের বিরুদ্ধে।’’ তারা মনে করেন যে, রাহুল গান্ধীকে নিশানা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণের দৃষ্টি অন্য দিকে ফিরিয়ে নেওয়া, যাতে সরকারের বিভিন্ন নীতি বা ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনা না হয়। রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের ঘটনাটি কেবল রাজনৈতিক মহলে নয়, সাধারণ জনগণের মধ্যেও ব্যাপক আলোচনা সৃষ্টি করেছে।

৪৩ বছর পর প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কুয়েত সফরে মোদি, নজরে একগুচ্ছ কর্মসূচি

নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর ঃ শেষবার গিয়েছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। ৪৩ বছর পর প্রথম ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কুয়েত যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর এই সফরকে নতুন অধ্যায়ের সূচনা বলে জানিয়েছে বিদেশমন্ত্রক। এর মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যের দেশটির সঙ্গে ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক অন্য মাত্রা পাবে বলেও আশাবাদী নয়াদিল্লি। কুয়েতে প্রবাসী ভারতীয়দের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া থেকে ফুটবল টুর্নামেন্ট উদ্বোধন-সহ একগুচ্ছ কর্মসূচি রয়েছে মোদির। শনিবার সকালে কুয়েতের উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন মোদি। তাঁর এই সফর দুদিনে। এনিয়ে বিদেশমন্ত্রকের সেক্রেটারি অরুণকুমার চ্যাটার্জি জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কুয়েত সফর ঐতিহাসিক। এর মাধ্যমে দুদেশের মধ্যে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব গতি পাবে। ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা, শিল্প, কর্মসংস্থান নিয়ে প্রধানমন্ত্রী আলোচনা করবেন। ফলে ভবিষ্যতে ভারত-কুয়েতের বন্ধন আরও মজবুত হবে। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, আজ থেকেই মোদির ঠাসা কর্মসূচির সূচনা হবে।

প্রকাশ্যে আসবে না ভোট সংক্রান্ত সব নথি, ‘স্ক্রুটিনি’ এড়াতে নিয়ম বদল করল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর ঃ ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থায় ব। বদল! এবার থেকে আর ভোট সংক্রান্ত সব নথি জনসমক্ষে আনবে না নির্বাচন কমিশন। নিয়ম বদলের বিজ্ঞপ্তি জারি করল কেন্দ্র। মোদি সরকারের নয়া বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আদালতও চাইলে নির্বাচন কমিশনকে ভোট সংক্রান্ত সব নথি প্রকাশ্যে আনার নির্দেশ দিতে পারবে না। সম্প্রতি হরিয়ানা এবং মহারাষ্ট্রের নির্বাচনে গোটা ভোটপ্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল কংগ্রেস। হাত শিবিরের দাবি, ভোটার তালিকা তৈরি থেকে ভোটগ্রহণের হার পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে বেনিয়ম হচ্ছে। হরিয়ানার ফলপ্রকাশের পর ভোট সংক্রান্ত সমস্ত নথি দেখতে চেয়ে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাই কোর্টে মামলাও হয়। গত ৯ ডিসেম্বর পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাই কোর্ট নির্দেশ দেয়, হরিয়ানা নির্বাচনে বুথের ভিডিও, নিরাপত্তা ক্যামেরার ফুটেজ, বুথ থেকে প্রাপ্ত ভোটের হারের তথ্য মামলাকারীদের হাতে তুলে দিতে হবে। নির্বাচন কমিশনকে ওই নথি তুলে দেওয়ার জন্য ৬ সপ্তাহ সময় দিয়েছিল হাই কোর্ট। সেই ৬ সপ্তাহ মেয়াদ শেষের আগেই আইন বদলে দিল কেন্দ্র। শুক্রবার কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রকের তরফে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হল, ভোট সংক্রান্ত সব নথি আর জনসমক্ষে আনা হবে না। ১৯৬১

সালের নির্বাচনী বিধির ৯৩(২) ধারা অনুযায়ী, এতদিন ভোট সংক্রান্ত সব নথি জনসমক্ষে আনতে বাধ্য থাকত নির্বাচন কমিশন। সেই আইন বদলে কেন্দ্র জানাল, ভোটের নিয়ম সংক্রান্ত নথিগুলিই এবার থেকে প্রকাশ্যে আনা হবে। নির্বাচনী প্রক্রিয়া সংক্রান্ত সব নথি আর প্রকাশ্যে আনা হবে না। কেন এই সিদ্ধান্ত? বিরোধীদের দাবি, কেন্দ্র তথা নির্বাচন কমিশন ভোট প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা চাইছে না। সেকারণেই ভোট সংক্রান্ত সব তথ্য প্রকাশ্যে আনতে আপত্তি। কারণ ওই তথ্য প্রকাশ্যে এলে ভোট প্রক্রিয়ার যাবতীয় বেনিয়ম প্রকাশ্যে চলে আসবে। নির্বাচন কমিশন অবশ্য বলছে, হরিয়ানা নির্বাচনের পর ভোট তথ্য চেয়ে হাজার হাজার আর্জি জমা পড়ছে। সব আর্জির উত্তর দেওয়া পদ্ধতিগতভাবেও ভীষণ কঠিন। সেকারণেই নিয়ম বদল।

৯ / ১১-র ধাঁচে রাশিয়ার বহুতলে হামলা ইউক্রেনের!

কিয়েভ, ২১ ডিসেম্বর ঃ ঠিক ৯ / ১১-র হামলার মতো। রুশ শহর কাজানের ৬টি বহুতলে একসঙ্গে আছড়ে পড়ল ইউক্রেনের ড্রোন। নেট ভুবনে ছড়িয়ে পড়েছে ভয়ংকর হামলার একটি ভিডিও। সেই ভিডিওয় দেখা যাচ্ছে ৯ / ১১-র ধাঁচেই এক বহুতলের ছাদে আছড়ে পড়ছে ড্রোন। প্রায় তিন বছর ধরে যুদ্ধ চলছে দুই দেশের মধ্যে। শুরুতে মনে করা হয়েছিল, মস্কোর কাছে সহজেই হারবে কিয়েভ। কিন্তু এখন পাশা উল্টেছে। এই লড়াইয়ে শেষপর্যন্ত কি ইউক্রেন শেষ হাসি হাসবে? এমন সম্ভাবনাকে উৎসকে দিচ্ছে এমন হামলা। প্রসঙ্গত, ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকার টুইন টাওয়ারে হামলা চালিয়েছিল আল কায়দা। গোটা বিশ্ব শিউরে উঠেছিল আত্মঘাতী বিমানের বহুতলের পেটে ঢুকে যাওয়ার দৃশ্য দেখে। সেই হামলায় প্রায় ৩ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। জখম হন প্রায় ৬ হাজার। সেই বীভস ইতিহাসই ফিরে এল রাশিয়ায়। তবে এই হামলায় হতাহতের কথা জানা যায়নি। কিন্তু বিমান আছড়ে পড়ার পর খালি করে

দেওয়া হয় বাড়িগুলি। বন্ধ স্কুল-কলেজ, বিমানবন্দরও। মাটির নিচের সুড়ঙ্গে আশ্রয় নিয়েছেন বহু মানুষ। সব মিলিয়ে তৈরি হয়েছে আতঙ্কের আবহ। আসলে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ চললেও মেঘনাদের মতো এই যুদ্ধে জেলেনস্কির পাশে দাঁড়িয়েছে আমেরিকা। রাশিয়ায় হামলা চালাতে ইউক্রেনকে অস্ত্রের জোগান দিয়ে চলেছেন জো বাইডেন। এমনকী প্রেসিডেন্ট পদ থেকে বিদায় নেওয়ার আগে রাশিয়াকে ধরাশায়ী করতে ব। পদক্ষেপ করেছেন বাইডেন। ইউক্রেনকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে রাশিয়ার বিরুদ্ধে দূরপাল্লার মার্কিন অস্ত্র ব্যবহারের। গত নভেম্বরেই স্কোয় বৃহত্তম ড্রোন হামলা চালায় কিয়েভ। মোট ৩৪টি ড্রোন ছোড়া হয়। আরও ৩৬ ড্রোন ছোড়া হয় রাশিয়ার অন্যত্র। সম্প্রতি বিদায় নিয়েছেন ডেমোক্র্যাট বাইডেন। নতুন মার্কিন প্রেসিডেন্ট হয়েছেন রিপাবলিকান ডোনল্ড ট্রাম্প। এর পর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ কোন দিক বাঁক নেয় সেদিকে নজর ছিল গোটা বিশ্বের। এবার বহুতলে ড্রোন হামলায় নতুন করে ছড়াল চাঞ্চল্য।

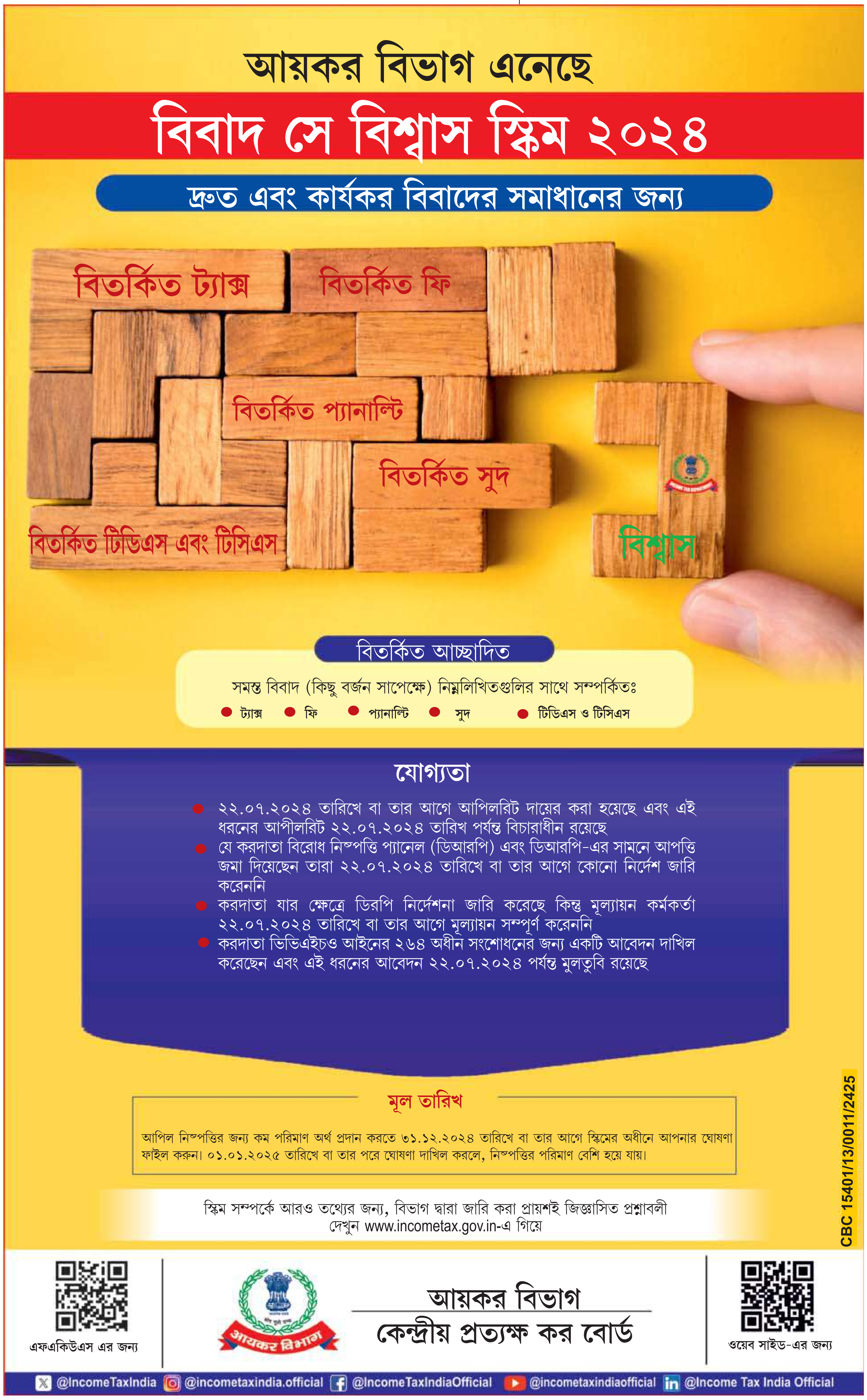

আয়ুষ্মান বয়ো বন্দনা কার্ডের জন্য আবেদন করেছেন ২৫ লক্ষ নাগরিক

নয়াদিল্লি(পিআইবি),২১ডিসেম্বরঃ আয়ুষ্মান বয়ো বন্দনা কার্ড প্রকল্পের সূচনা হওয়ার ২ মাসের মধ্যে ২৫ লক্ষ নাগরিক এর জন্য আবেদন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২৯ অক্টোবর এই প্রকল্পের সূচনা করেন।ইতোমধ্যে ৭০ এবং তার অধিক বয়সের ২২,০০০-এর বেশি প্রবীণ নাগরিক এই প্রকল্পের সুবিধা লাভ করেছেন। এর আওতায় ৪০ কোটি টাকার বেশি চিকিৎসা হয়েছে। মূলত করোনারি অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি, হিপ ফ্র্যাকচার রিপ্লেসমেন্ট, গল ব্লাডার অপারেশন, চোখের ছানির অপারেশন, প্রস্টেট গ্লান্ড, স্ট্রোক, হেমোডায়ালিসিস, জ্বর এবং অন্যান্য নানা ধরনের অসুখের চিকিৎসা প্রবীন নাগরিকরা বিনামূল্যে এই প্রকল্পের মাধ্যমে করাতে পারেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ২৯ অক্টোবর আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা (এবি পিএম-জেএওয়াই) প্রকল্পের আওতায় ৭০ এবং তার অধিক বয়সীর নাগরিকদের অন্তর্ভুক্ত করার ঘোষণা করেন। এর ফলে সংশ্লিষ্ট বয়সের প্রবীন নাগরিকরা আয়ুষ্মান বয়ো বন্দনা কার্ড সংগ্রহ করা শুরু করেন, যার মাধ্যমে তাঁরা স্বাস্থ্য পরিষেবা পাবেন। ৭০ এবং তার অধিক বয়সী প্রবীণ নাগরিকরা এই কার্ডের সাহায্যে বছরে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা পেতে পারেন। এক্ষেত্রে কোনো আর্থ-সামাজিক বিষয় বিবেচনা করা হয় না। যেসব পরিবার ইতোমধ্যেই এবি পিএম-জেএওয়াই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত, সেই পরিবারগুলি প্রবীন নাগরিকদের চিকিৎসার জন্য প্রতি বছর অতিরিক্ত ৫ লক্ষ টাকা পাবেন। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য প্রকল্প-সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হেল্থ স্কিম (সিজি এইচএস), প্রাক্তন সেনাকর্মীদের জন্য স্বাস্থ্য প্রকল্প-ইসিএইচএস এবং সশস্ত্র কেন্দ্রীয় বাহিনীর যেসব সদস্য পৃথক স্বাস্থ্য প্রকল্পের আওতাধীন, তাঁরা প্রয়োজনে এবি পিএম-জেএওয়াই প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করতে পারেন। তবে সেক্ষেত্রে যে প্রকল্পে তাঁরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, সেই প্রকল্প থেকে বেড়িয়ে যেতে হবে। এছাড়াও কর্মচারী রাজ্য বীমা নিগমের আওতাভুক্ত নাগরিকরা এবং বিভিন্ন বেসরকারী স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্পে যাঁরা ইতোমধ্যেই নাম নথিভুক্ত করেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই এবি পিএম-জেএওয়াই-এর সুবিধা পেতে পারেন।এই কার্ডের সাহায্যে প্রবীণ নাগরিকরা প্রায় ২,০০০ রকমের চিকিসা করাতে পারবেন। আগ্রহী ব্যক্তিরা আয়ুষ্মান বয়ো বন্দনা কার্ড পাওয়ার জন্য বিভিন্নভাবে নিজেদের নাম নিবন্ধিত করতে পারেন। তাঁরা এই প্রকল্পে তালিকাভুক্ত হাসপাতালগুলিতে গিয়ে নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন। এছাড়াও গুগল প্লে-স্টোর থেকে আয়ুষ্মান ভারত অ্যাপ ডাউনলোড করে অথবা মাধ্যমে আগ্রহী ব্যক্তিরা নিজেরাই এই প্রকল্পে যুক্ত হতে পারেন। ১৪৫৫৫ নিঃশুল্ক নম্বরে ফোন করে অথবা ১৮০০১১০৭৭০ নম্বরে মিসড কল দিয়ে আয়ুষ্মান বয়ো বন্দনা কার্ড সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা যাবে।

মহাযুতি সরকারকে তোপ রাউতের, ফড়নবিসকে বললেন মিথ্যেবাদী

মুম্বই, ২১ ডিসেম্বর ঃ বিজেপি নেতৃত্বাধীন মহাযুতি সরকারকে কটাক্ষ করলেন উদ্ধব ঠাকরে শিবিরের নেতা সঞ্জয় রাউত। একইসঙ্গে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিসকে 'মিথ্যেবাদী' বলে কটাক্ষ করেছেন তিনি।শনিবার কটাক্ষ করে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, সরকারে কী যে ঘটছে, বোঝা মুশকিল। সরকার (মহাযুতি সরকার) গঠিত হয়েছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও পোর্টফোলিও বরাদ্দ করা হয়নি। আইনশৃঙ্খলার অনেক সমস্যা আছে, এত সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও এত দেরি কেন!সঞ্জয় রাউত আরও বলেছেন, দেবেন্দ্র ফড়নবিস শুধু মিথ্যে কথা বলেন।

বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে ভীষণ উদ্বিগ্ন ইস্কনঃগৌরাঙ্গ দাস

কলকাতা, ২১ ডিসেম্বর ঃ বাংলাদেশের সংখলঘুদের ওপর অত্যাচার ও হিন্দু নিপী।ন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন ইস্কনের গভর্নিং বডির কমিশনার গৌরাঙ্গ দাস। উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেছেন, ইস্কন বাংলাদেশের এই পরিস্থিতি নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন এবং আমরা সমস্ত হিন্দু সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন। আমরা বাংলাদেশ সরকার এবং সেখানকার সকল কর্মকর্তাদের সকল নাগরিকদের, বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের সম্পূর্ণ নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। মন্দিরগুলিকে রক্ষা করা উচিত, মূর্তিগুলিকে রক্ষা করা উচিত। আমরা বাংলাদেশ সরকারের কাছে অনুরোধ জানাই, সমস্ত সংখ্যালঘু, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানদের, তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা গ্রহণ ও অনুসরণ করার অধিকার দেওয়া উচিত এবং তাদের সমস্ত উপাসনালয়কে সুরক্ষিত করা উচিত।

রেল অবরোধে হাওড়া-খড়গপুর শাখায় ব্যাহত পরিষেবা হয়েছে

কলকাতা, ২১ ডিসেম্বর ঃ নিত্যদিন ট্রেন দেরি। এই অভিযোগে দেউলটি স্টেশনে রেল অবরোধ হাওড়া-খড়গপুর শাখায় ব্যাহত হল ট্রেন চলাচল। শনিবার বৃষ্টিভেজা সকালে ভোগান্তির শিকার হন যাত্রীরা। যদিও মাত্র আধঘণ্টার মধ্যে স্বাভাবিক হয় পরিষেবা।নিত্যযাত্রীদের দাবি, হাওড়া-খড়গপুর শাখায় বেশিরভাগ দিনই লোকাল ট্রেন দেরিতে চলেছে। ৩০-৪০ মিনিট পর্যন্ত দেরিতে ট্রেন চলতেও দেখা যায়। আবার রাতের দিকে হাওড়া থেকে ছাড়া ট্রেনকে বারবার দাঁড় করিয়ে দুরপাল্লার ট্রেনকে ছেড়ে দেওয়া যায়। ফলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় নষ্ট হয়। নির্দিষ্ট সময়ে গন্তব্যে পৌঁছনো সম্ভব হয় না।ওই ডিভিশনের যাত্রীদের ক্ষোভ নতুন কিছু নয়। শনিবার সকালে খড়গপুর-হাওড়া লোকালকে দাঁড় করিয়ে অন্য ট্রেন পাশ করানো হয়। তাতেই যেন ক্ষোভের আগুনে ঘি পড়ে। তেতে ওঠেন যাত্রীরা। খবর পেয়ে রেল আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে যান। অবরোধকারী যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন আধিকারিকরা। প্রায় ৩০ মিনিট পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।রেল অবরোধের জেরে শনিবার সকালে ভোগান্তির শিকার হন নিত্যযাত্রীরা। গন্তব্যে পৌঁছতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয় তাঁদের। রেল অবরোধের জেরে বেশ কয়েকটি লোকাল ট্রেন সামান্য দেরিতে চলছে।

কনকনে শীতে জনজীবন বেহাল দিল্লিতে

নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর ঃ কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে রাজধানী দিল্লি, মাত্রাতিরিক্ত ঠান্ডায় জনজীবন কার্যত বিপর্যস্ত। শনিবারও হা।কাঁপানো ঠান্ডায় ঘুম ভেঙেছে দিল্লিবাসীর। সঙ্গে ঘন কুয়াশার দাপটও ছিল। দিল্লিতে এদিন সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৮.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস।শুধু দিল্লি নয়, কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে উত্তর প্রদেশও। মথুরা, বারাণসী, অযোধ্যা সর্বত্রই জাঁকিয়ে ঠান্ডা পড়েছে। কানপুরে এদিন সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৭.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

কঠিন পরীক্ষায় সিরিয়াঃইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাকচির বিশ্লেষণ

ইরান,২১ডিসেম্বরঃ-ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইয়েদ আববাস আরাকচি লেবাননের সংবাদপত্র আল-আখবারে লেখা এক নিবন্ধে সিরিয়া পরিস্থিতি এবং এই দেশটিকে বাঁচানোর উপায় বিশ্লেষণ করেছেন।সিরিয়া ও ফিলিস্তিন পরিস্থিতি বিবেচনায় পশ্চিম এশীয় অঞ্চলের ভবিষ্য নিয়ে মুসলিম বিশ্ব ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন হওয়াটাই স্বাভাবিক। এই ভূখণ্ডে বসবাসকারী জনগণ বহু শতাব্দী ধরে মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে আসছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের ইহুদি-খ্রিস্টান সংকটের ফলে বিগত কয়েক দশক ধরে মুসলিম বিশ্ব তাদের সার্বভৌম অধিকারের ব্যাপারে অসচেতনতার কারণে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখিন হচ্ছে। একজন কূটনীতিক হিসেবে আমার দায়িত্ব পালনের বছরগুলিতে, ফিলিস্তিন সংকট সর্বদা আলোচনার কেন্দ্রে ছিল। আলোচনার টেবিলে আমি সব সময় ইউরোপীয় সহকর্মীদের যুক্তির মুখোমুখি হয়েছি। তাদের ভাষ্য হলো 'জার্মান জনগণ ইহুদিদের বিরুদ্ধে নাসি শাসনের নৃশংসতার জন্য নিজেদেরকে অসম্মানিত এবং দায়ী বলে মনে করে'। তাদের এ বক্তব্যটি যথার্থ কেননা ইউরোপীয় ইতিহাসের সেই অন্ধকার যুগের শাসকদের নৃশংস আচরণ তৎকালীন ইউরোপীয় মহাদেশের মানুষের দেহমনে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছিল। বিশ্বের অন্যান্য দেশের শরীরেও বহু ক্ষত সৃষ্টি করেছিল। আমার দেশ ইরান এবং আমার দেশের জনগণ নিরপেক্ষ থাকা সত্ত্বেও সেই বিশ্ব যুদ্ধের কারণে অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখিন হয়েছিল।কূটনৈতিক আলোচনায় যখন প্রতিপক্ষ তাদের লজ্জার কথা বলেছিল এবং এ বিষয়ে তাদের দায় স্বীকার করেছিল, তখন আমার মনে একটি প্রশ্নের উদ্রেক ঘটেছিল যে প্রশ্নের সাথে আমাদের বর্তমান পরিস্থিতির সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। সেটি হলোঃইসরাইলি ন্যাক্কারজনক অপরাধের জন্য কে দায়ী? যে অবৈধ দখলদার ফিলিস্তিনিদের ভূমি দখল করে আছে এবং সর্বদা আন্তর্জাতিক রীতিনীতি যথারীতি লঙ্ঘন করে যাচ্ছে, দখলদার ইসরাইলের প্রতিবেশীদের আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও জাতীয় সার্বভৌমত্বকে আক্রমণ করে যাচ্ছে এবং অব্যাহতভাবে জনগণের জন্য অনেক বিধিনিষেধ সৃষ্টি করেছে এমনকি মানবিক ত্রাণ-সাহায্য পাঠানোর পথেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে বেসামরিক নাগরিকদের ওপর নৃশংসভাবে বিমান হামলা চালিয়ে যাচ্ছে! এই অপরাধের সাম্প্রতিক উদাহরণ হিসেবে গত ১৪অক্টোবর২০২৪-এর শোহাদায়ে আল-আকসা হাসপাতালের হলোকাস্টের কথা উল্লেখ করা যায়। গাজা শরণার্থী শিবিরে চালানো ওই গণহত্যাকে নাসি গণহত্যার আধুনিক সংস্করণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তাদের নির্লজ্জ বর্বরতার উদাহরণের জন্য এটুকু উল্লেখ করাই যথেষ্ট।সাম্প্রতিক পরিস্থিতি এবং ইসরাইলের বর্বর অপরাধের সম্প্রসারণ এবং সিরিয়ায় তার বিস্তারের ঘটনা আমার আগের প্রশ্নের সঙ্গে নতুন আরেকটি প্রশ্ন যোগ করেছে। প্রশ্নটি হলোঃএমন একটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ যে দেশটির অভ্যন্তরে এমনিতেই কঠিন পরিস্থিতি বিরাজ করছে, একটি সরকারের পতনের পর আরেকটি সরকারের জন্ম হতে যাচ্ছে, সে দেশের ভূখণ্ডে ইসরাইলি আগ্রাসনের জন্য কে দায়ী? দু ঃখ প্রকাশ করা এবং উদ্বেগ জানানো সবচেযে.সহজ শব্দ এবং কখনও কখনও সবচেয়ে অর্থহীন শব্দ। যারা 'পশ্চিম এশিয়ার জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য দায়ী' তাদের দেশের সাহিত্যে এইসব অর্থহীন শব্দ ব্যাপক ব্যবহৃত হয়।আমরা কল্পনা করতেই পারি-একটি দেশের পতাকার রঙ পরিবর্তনের সাথে সাথে সেদেশের সমাজের প্রত্যাশা এবং সামাজিক আদর্শও পরিবর্তিত হবে। সিরিয়ার জনগণ সেই সাহসী মানুষ যারা ১৯৭৩ সালের অক্টোবরের যুদ্ধে প্রতিরোধের বীরত্ব গাথা তৈরি করেছিল। ফিলিস্তিনের স্বার্থ রক্ষায় সিরিয়ার জনগণের একটা স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। এ কারণে মাদ্রিদ সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রাক্তন আরব-ভিত্তিক বাথবাদী শাসকদের অংশগ্রহণ সত্ত্বেও, প্রতিরোধ ফ্রন্ট থেকে সিরিয়াকে বিচ্ছিন্ন করার শত্রুদের আশায় গু।বোলি হয়েছিল।সিরিয়া আজ কঠিন পরীক্ষায় পড়েছে। আল-কায়েদা এবং আইএসআইএস-এর মতো সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলির আন্দোলনের কারণে সৃষ্ট হুমকি এই

অল ইন্ডিয়া আর্য মহাসভার কলকাতা কার্যালয়ের দ্বারোদঘাটন

দুরন্তবার্তা,কলকাতাঃঅল ইন্ডিয়া আর্য মহাসভা এবার কলকাতায় কার্যালয় চালু করল। মানিকতলা ব্লাড ব্যাঙ্কের উল্টোদিকে কলকাতা কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন দলের সর্বভারতীয় সভাপতি বিভাস চন্দ্র অধিকারী। তিনি বলেন, দেশে বা রাজ্যে রাজনৈতিক দলের অভাব নেই, কিন্তু মানুষের জন্য ভালোবেসে কাজ করার চেষ্টা বা উদ্যোগের অভাব রয়েছে। তার কর্মজীবনে বামফ্রন্টকে দেখেছেন। যারা জীবন বদলে দেবার স্বপ্ন দেখিয়েছেন। তার আগে কংগ্রেস আমলের শাসন ব্যবস্থাও দেখেছেন। আর বর্তমান সরকারের যোগ্যদের বঞ্চিত করে অযোগ্যদের চাকরি পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি ও ঋণের বোঝা বাড়িয়ে চলা দেখছেন। এছাড়াও কাজের সন্ধানে সমাজের সর্বস্তরের মানুষদের ভিন রাজ্যে চলে যাওয়া দেখছেন।এই রাজ্যে না হলেও প্রতিবেশী রাজ্যে বিজেপি সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল বা তার নেতাদের কাজকর্ম সম্পর্কে প্রত্যেকেই ওয়াকিবহাল। সকলেই ঘুরপথে মানুষকে ভালো থাকার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত উন্নয়ন বা সঠিক কাজ করার ভাবনা নেই।যার কারনে ঐ সব দলগুলি ন্যায় ধর্ম থেকে সরে এসে এই কাজে যুক্ত হয়েছেন।তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই তারা চ্যুত হচ্ছেন। অল ইন্ডিয়া আর্য্য মহাসভা উল্লেখিত দলগুলোর চেয়ে বয়সে নবীন হলেও ভাবনায় তারা অনেক বেশি অগ্রবর্তী। বর্তমান পরিস্থিতি মাথায় রেখে তাই ন্যায় ধর্মের অনুসারী একটি সর্বজনের রাজনৈতিক দল অল ইন্ডিয়া আর্য্য মহাসভা গড়ে তুলেছেন। আর তা গড়ে উঠেছে শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের উপদিস্ট পথে। ২০২৩ সালে লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করেছে দল। তাতে মানুষের সাড়াও পেয়েছেন তারা।পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যকমিটির কার্যকরী সভাপতি ও কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি দীপক সাহা রায় বলেন, দেশের বহু মানুষের জন্য কাজ করতে হলে তা রাজনৈতিক দলের মাধ্যমেই সম্ভব। শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষদের এগিয়ে আসার আহবান জানান তিনি। দ্বারউদ্ঘাটন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় সন্ত সমিতির প্রদেশ অধ্যক্ষ মহামন্ডলেশ্বর স্বামী পরমাত্মানন্দজী মহারাজ। তিনি বলেন, ক্ষুদ্র রাজনৈতিক সংকীর্ণতা কখনো ভালো কাজ করতে পারেনা। অন্যায় বা পাপ কাজ ঢেকে রাখা অসম্ভব। তাই সমাজের চারপাশে তাকালেই দেখা যাচ্ছে দুর্নীতির অট্টহাসি। অনুষ্ঠানের শেষে অল ইন্ডিয়া আর্য মহাসভার ভাবধারায় রচিত প্রথম একটি গান প্রকাশিত হয়।গানটি লিখেছেন ডঃঅর্ঘ্য মুখোপাধ্যায় এবং সুর ও কণ্ঠ দিয়েছেন অল ইন্ডিয়া আর্য মহাসভার সর্বভারতীয় সভাপতি বিভাস চন্দ্র অধিকারী।অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গিধনী সসঙ্গ আশ্রমের সম্পাদক শ্রী শুভজি পালিত, সম্পদ নারায়ণ ব্যানার্জী, প্রদীপ মিত্র প্রমুখ। বিভিন্ন জেলা থেকে দলের নেতা সহ উপস্থিত ছিলেন শহর ও জেলার নেতারাও ।

দেশবাসীকে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার সংকল্প গ্রহণের আহ্বান

নয়াদিল্লি(পিআইবি),২১ডিসেম্বরঃ আজাদি কা অমৃত মহোৎসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে তখন আপনাদের সরকারি চাকুরিতে আসা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি আপনাদের পরিশ্রমের ফল। আমি যারা নিয়োগপত্র পেয়েছেন সেইসব যুবক-যুবতীদের ও তাদের পরিবার পরিজনকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই, অনেক অনেক শুভ কামনাও জানাচ্ছি। বন্ধুগণ,স্বাধীনতার এই অমৃতকালে আমি সব দেশবাসীকে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানাই। আগামী ২৫ বছর আপনাদের সকলের সঙ্গে জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ভারতের প্রতি যে চিন্তাভাবনা তৈরি হয়েছে, বিশ্বাস জন্মেছে, আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, এই সবকিছুর সম্পূর্ণ লাভ গ্রহন করতে হবে। আপনারা দেখেছেন যে ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে। বর্তমানে প্রায় সব বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, আগামী কয়েক বছরে ভারত দুনিয়ায় প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসবে। প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসা ভারতের জন্য এক অসামান্য সাফল্য হবে। কারণ সব ক্ষেত্রেই চাকুরির সম্ভাবনা বাড়বে, দেশের সাধারণ নাগরিকদের আয়ও বাড়বে। সব সরকারি কর্মচারীদের জন্যও এর থেকে বড় সুযোগ আর কিছু হতে পারেনা। আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনাদের পদক্ষেপ দেশহিতের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং দেশের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে। এটাই আমি বিশ্বাস করি। এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ এবং এই সম্ভাবনা সবকিছুই আপনাদের সামনে রয়েছে। আপনারা এই অমৃতকালে দেশ সেবার বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন। দেশের জনগণের জীবন সহজ করতে তাদের সমস্যার সমাধান করতে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, এটাই হওয়া উচিত আপনাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। আপনারা যে বিভাগেই নিয়োগপত্র পেয়ে থাকুন না কেন, যে শহর বা গ্রামেই তা হোক, সর্বদা এ কথা মনে রাখবেন যেন আপনাদের কাজের ফলে জনগণের জীবনযাপন সহজ হয়। জীবনযাত্রার সরলীকরণ হয়, পাশাপাশি আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও আপনাদের ছোট্ট একটি প্রয়াস কারও কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে পারে। তাঁদের কোনো বিফল হতে যাওয়া কাজ সাফল্য অর্জন করতে পারে। আপনারা আমার একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, জনতা জনার্দন এবং তাঁরা ঈশ্বরেরই অন্য রূপ। জনগণের থেকে পাওয়া আশীর্বাদ, দেশের দরিদ্র শ্রেণীর থেকে পাওয়া আশীর্বাদ সর্বদাই ভগবানের আশীর্বাদের সমান হয়। এইজন্য আপনারা অন্যদের সাহায্য করার চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করবেন। এরফলে আপনাদের যশ বৃদ্ধি পাবে। আপনারা নিজেরাও সন্তুষ্ট হবেন।বন্ধুগণ,আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে বহু মানুষ নিয়োগপত্র পেয়েছেন। অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ভারত সেই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যেখানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ৯ বছর আগে পরিস্থিতি এমন ছিলনা। যখন ক্ষমতা দখলের স্বার্থ জনগণের উন্নয়নকে ছাপিয়ে যায় তখন সব কাজই নষ্ট হয়ে যায়। এর বেশ কিছু উদাহরণ আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। এই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র পূর্ববর্তী সরকারের সময় এমন দুরবস্থায় পড়েছিল, আমরা প্রত্যেকেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। আপনারা আজকাল ডিজিটাল যুগে রয়েছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রহণ করেন। ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাজকর্মও করেন। কিন্তু ৯ বছর আগে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের পরিষেবা পাওয়ার কল্পনাও কেউ করেনি। সম্পূর্ণ কর্মপদ্ধতিই ছিল আলাদা। সেইসময় আপনাদের মতো সাধারণ জনগণের জন্য ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু ছিল না। দেশের ১৪০ কোটি মানুষ এই পরিষেবা পাননি। সেইসময় একটি বিশেষ পরিবারে ঘনিষ্ঠ কিছু শক্তিশালী নেতা ব্যাঙ্কে ফোন করে নিজেদের পছন্দের মানুষকে হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এই ঋণগুলি কখনই পরিশোধ করা হয়নি। কাগজেই কেবল কাজ হতো। ঋণ পরিশোধ করার জন্য পুনরায় ব্যাঙ্ককে ফোন করে দ্বিতীয়বার ঋণ, দ্বিতীয়বার নেওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য তৃতীয় বার ঋণ এভাবেই চলতো ঋণের পর ঋণ গ্রহণ। এই ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার কেলেঙ্কারি পূর্ববর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় দুর্নীতির মধ্যে অন্যতম। পূর্ববর্তী সরকারের এই দূর্নীতির জন্য দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ২০১৪ সালে আপনারা আমাদেরকে ক্ষমতায় এনে দেশের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন।

ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আখাউড়া আইসিপিতে পাকা ভবনের উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর ঃ ভারত, নেপাল এবং ভুটান সীমান্তবর্তী এলাকায় আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানদের জন্য অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত কিছু পাকা বাড়ির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন কেংদ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুক্রবার তিনি পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ি থেকে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় এই পাকা বাড়িগুলির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এগুলির মধ্যে ছিল আগরতলা আখাউড়া সীমান্তে একটি কমপ্লেক্স।আগরতলার আখাউড়া সীমান্তের ইন্টিগ্রেটেড চেকপোষ্টের পাশের ল্যান্ড পোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার এই কমপ্লেক্সে রযেছে প্রশিক্ষণ ভবন, উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের আবাসিক ভবন, সাধারণ কর্মচারীদের আবাসিক ভবন। ত্রিপুরার পাশাপাশি এদিন তিনি পশ্চিমবঙ্গ এবং আসামের বিভিন্ন এলাকায় আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানদের জন্য নির্মিত ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। নেপাল এবং ভুটান সীমান্তে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত রয়েছে এসএসবি। এই আবাসিক ভবন ও অফিসগুলি মূলত এই সকল সীমান্ত রক্ষী জওয়ানদের কাজকর্ম এবং থাকার জন্য নির্মাণ করা হয়েছে।বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, আভ্যন্তরীণ সুরক্ষা বিশেষ করে নকশাল বাহিনীকে নির্মূল করার জন্য এসএসবি বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। নিরাপত্তা রক্ষার কাজে গিয়ে যে সকল সেনা জওয়ানরা শহীদ হয়েছেন তাঁদেরকেও এদিন শ্রদ্ধা জানান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি রাজ্যসভা

নয়াদিল্লি, ২১ডিসেম্বর ঃ সংসদের শীতকালীন অধিবেশন এবার অধিকাংশ দিনই হইচইয়ের সাক্ষী থেকেছে। শুক্রবারও তার ব্যতিক্রম হলো না। আম্বেদকর ইস্যুতে হইহট্টগোল এবং সাংসদদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কির কারণে দত শুক্রবার রাজ্যসভা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে দেওয়া হয়। গত শুক্রবার সকালে সংসদের কার্যক্রম শুরু হতেই বিরোধীরা হট্টগোল শুরু করে। চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড় প্রথমে দুপুর ১২টা পর্যন্ত মুলতবি করেন সভা। এর পরে যখন হাউসের কার্যক্রম শুরু হয়, তখন 'ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন'-এর জন্য গঠিত যৌথ সংসদীয় কমিটির (জেপিসি) জন্য ১২ জন রাজ্যসভার সাংসদকে মনোনীত করা হয়।এদিকে সংসদে এই অচলাবস্থার জন্য বিরোধীদের দায়ী করেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। শুক্রবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, বিরোধী দলের হট্টগোলের জন্য সংসদের কার্যক্ষমতা কমে গিয়েছে। রাজ্যসভায় ফলপ্রসূ কাজ হয়েছে ৪০ শতাংশ। আমরা সংসদ সচল করতে অনেক চেষ্টা করেছি। আমি আশা করি এবং সংসদের বাজেট অধিবেশনে বিরোধীদের অনুরূপ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করার জন্য অনুরোধ করছি।

পানিহাটি উৎসব ও বইমেলার শুভ সূচনা করলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়

দুরন্ত বার্তা,২১ ডিসেম্বরঃদশম বর্ষ পানিহাটি উৎসব ও বইমেলা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হলো সোদপুর অমরাবতী মাঠে। পানিহাটির বিধায়ক তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষের শুভ উদ্যোগে ও পানিহাটি পৌরসভার সহযোগিতায় এবং অন্যদের সহায়তায় পানিহাটি উৎসব ও বইমেলার শুভ সূচনা করেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এবং বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছিলেন কৃষিমন্ত্রী শোভন দেব চট্টোপাধ্যায়, দমদমের সাংসদ সৌগত রায় ও পানিহাটির বিধায়ক তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ, পানিহাটি পৌরসভার পৌরপ্রধান মলয় রায়, উপ-পৌরপ্রধান সুভাষ চক্রবর্তী, পৌরপারিষদ তীর্থঙ্কর ঘোষ, রাজ্য তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সম্পাদিকা তন্দ্রা ঘোষ সহ অন্যান্য ব্যক্তিত্ব। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার অলক রাজোরিয়া ও অন্যান্য পুলিশ আধিকারিক এবং অফিসারবৃন্দ। এদিন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় এই পানিহাটি উৎসব ও বইমেলার ভূয়ষী প্রশংসা করেন এবং যার উদ্যোগে দীর্ঘ বছর ধরে পানিহাটি উৎসব ধারাবাহিকভাবে হয়ে আসছে সে বিষয়েও বিধায়ক নির্মল ঘোষেরও ভূয়ষি প্রশংসা করেন।

সারা বিশ্বেই এনসিসির মত সংগঠন আর দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যাবে নাঃআসাম রাইফেলসের ডিজি

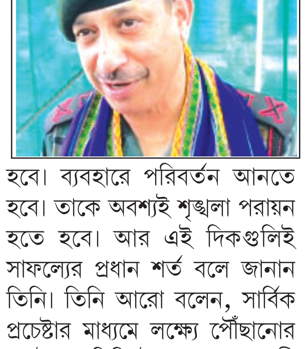

আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর ঃ সারা বিশ্বেই এনসিসির মত সংগঠন আর দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যাবে না। শুক্রবার আগরতলায় ভগ সিং যুব আবাসে এনসিসির এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত ক্যাম্পে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন আসাম রাইফেলসের ত্রিপুরা সেক্টরের ডিজি বিকাশ লাখেরা।গত সোমবার থেকে রাজধানীর ভগ সিং যুব আবাসে এনসিসি-র নর্থইস্ট রিজিয়নের উদ্যোগে জাতীয় স্তরের শিবির শুরু হয়েছে। এই শিবির বা ক্যাম্পের নামকরণ করা হয়েছে এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত বা ইবিএসবি ক্যাম্প। এই ক্যাম্পে শুক্রবার ক্যাডেটদের সামনে বক্তব্য রাখেন আসাম রাইফেলসের ত্রিপুরা সেক্টরের ডিজি বিকাশ লাখেরা।এদিন তিনি ক্যাম্পে আগত বিভিন্ন রাজ্যের এনসিসি ক্যাডেটদের সাথে পরিচিত হন। এনসিসি নিয়ে ক্যাডেটদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে অবগত হন তিনি।পরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আসাম রাইফেলসের ত্রিপুরা সেক্টরের ডিজি বিকাশ লাখেরা বলেন, এনসিসি ক্যাডেটদের সকলের চেয়ে কিছুটা পৃথক হতে হবে। ব্যবহারে পরিবর্তন আনতে হবে। তাকে অবশ্যই শৃঙ্খলা পরায়ন হতে হবে। আর এই দিকগুলিই সাফল্যের প্রধান শর্ত বলে জানান তিনি। তিনি আরো বলেন, সার্বিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে লক্ষ্যে পৌঁছানোর নামই এনসিসি।উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এনসিসি ক্যাডেটদের মধ্যে এই এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত বা ইবিএসবি শিবির করার পরিকল্পনা গ্রহন করেন।ত্রিপুরাতে এই প্রথম এই ধরনের জাতীয় স্তরের এনসিসি শিবির অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আগামী ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত এনসিসির এই এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত শিবির চলবে। এই ক্যাম্পে দিল্লি, পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যের বাছাই করা ৫০০ জন এনসিসি ক্যাডেট যোগদান করেন।

কাশ্মীরে 'চিল্লাই কালান'-এর সূচনা

নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর ঃ কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে জম্মু ও কাশ্মীর, আগামী কিছু দিন জম্মু ও কাশ্মীরে শৈত্যপ্রবাহের সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। কাশ্মীরে ঠান্ডা এতটাই বেশি যে জমে গিয়েছে শ্রীনগরের ডাল লেক। আর শনিবার থেকেই কাশ্মীরে শুরু হয়েছে ৪০-দিনব্যাপী চিল্লাই কালান-এর।এছাড়াও হিমাচল প্রদেশ, পঞ্জাব এবং হরিয়ানাতেও শৈত্যপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে।ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, রবিবার পর্যন্ত হিমাচল প্রদেশ, পূর্ব রাজস্থান এবং ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন স্থানে, সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম ও বিহারে গভীর রাতে এবং ভোরে ঘন কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে। দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলে

আবহাওয়া

আগামী ৩-দিনে কলকাতা অথবা আশপাশের অঞ্চলের তাপমাত্রায় খুব একটা হেরফের হবে না। তবে তার পর থেকে আবার দুই থেকে তিন ডিগ্রি কমবে তাপমাত্রা। বড়দিনে পারদ কিছুটা নামতে পারে বলে আশাবাদী আবহবিদেরা। পৌষের শুরুতেই শীতে ভাটা পড়েছে কলকাতা-সহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে। বৃষ্টিও হয়েছে অনেক জেলায়। মেঘলা আকাশ। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ২৪ ঘণ্টাও হালকা বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলায়। সঙ্গে সকালের দিকে প্রায় সব জেলাতেই ঘন কুয়াশার সতর্কতা জারি করা হয়েছে। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৮.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ১.১ ডিগ্রি বেশি। জোয়ার-সকাল ৮ টা ৫৬ মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫৬ মিনিট। ভাটা-সকাল ৯ টা৫৬মনিট এবং রাত ১ টা ৫৬মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ০৭মিনিট এবং অস্ত ৪টা ৫২মিনিট

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

৫ পৌষ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শনিবার, ইংরেজীঃ২১ ডিসেম্বর ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ৬ পৌষ, চান্দ্রঃ ২১ নারায়ন মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ ৬ পৌষ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ ৩০ অগ্রহায়ন ১৯৪৬, মৈতৈঃ২১ পোইনু, আসামঃ৫ পুহ, মুসলিমঃ ১৯-জমাদিউস-সানি-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ১৪ঃ৪৫ এবং অস্তঃবিকাল ০৪ঃ৫৪ঃ২২।চন্দ্র উদয়ঃরাত্রি ১০ঃ৩৭ঃ৩২(২১) এবং অস্তঃসকাল ১১ঃ১৩ঃ২৬(২২)।কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথিঃষষ্ঠী (নন্দা) দুপুর ঘ ০২ঃ৩৩ঃ৫৪ দং ১৮১৭৩৭.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃ পূর্বফাল্গুনী কাল ঘ ০৭ঃ৩৭ঃ৫১ দং ৩২৬১৭.৫ পর্যন্ত পরে উত্তর ফাল্গুনীকরণঃবণিজ দুপুর ঘ ০২ঃ৩৩ঃ৫৪ দং ১৮১৭৩৭.৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টি শেষ রাত্রি ঘ ০২ঃ১৭ঃ২৬ দং ৫০৫১৫ পর্যন্ত পরে ববযোগঃপ্রীতি রাত্রিঃ০৮ঃ৩০ঃ৪৬ দং ৩৫৩৯৪৭.৫ পর্যন্ত পরে আয়ুস্মান।অমৃতযোগঃ দিন ০৬ঃ১৪ঃ৫১ থেকে - ০৬ঃ৫৭ঃ২৯ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৪০ঃ০৮ থেকে - ০৯ঃ৪৮ঃ০৩ পর্যন্ত, তারপর ১১ঃ৫৫ঃ৫৮ থেকে - ০২ঃ৪৬ঃ৩২ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ২৯ঃ১১ থেকে - ০৪ঃ৫৪ঃ২৮ পর্যন্ত এবং রাত্রি ১২ঃ৫৪ঃ৪২ থেকে - ০২ঃ৪১ঃ২৫ পর্যন্ত।মহেন্দ্রযোগঃরাত্রি ০২ঃ৪১ঃ২৫ থেকে - ০৩ঃ৩৪ঃ৪৬ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃদিন ০৬ঃ৫৭ঃ২৯ থেকে - ০৭ঃ৪০ঃ০৮ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ০৪ঃ৫৪ঃ২৮ থেকে - ০৫ঃ৪৭ঃ৪৯ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ১২ঃ৫৪ঃ৩৬ থেকে - ০২ঃ১৪ঃ৩৪ পর্যন্ত।কালবেলাঃদিন ০৬ঃ১৪ঃ৫১ থেকে - ০৭ঃ৩৪ঃ৪৮ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৩৪ঃ৩১ থেকে - ০৪ঃ৫৪ঃ২৮ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ০৪ঃ৫৪ঃ২৮ থেকে - ০৬ঃ৩৪ঃ৩১ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ৩৪ঃ৪৮ থেকে - ০৬ঃ১৪ঃ৫১ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৮৬২৫৫ (১৯) ২ পদচন্দ্রঃ ৪২৫১৬১৬ (১১) ৪ পদমঙ্গলঃ ৩১০৯৩৪ (৮) ৩ পদবুধঃ ৭১৩১২১৮ (১৭) ৩ পদবৃহস্পতিঃ ১২১১১৩০ (৪) ৪ পদশুক্রঃ ৯২১৩৮২২ (২২) ৪ পদশনিঃ ১০১৬৩১১৯ (২৪) ৩ পদরাহুঃ ১১১০৬৪৭ (২৬) ৩ পদকেতুঃ ৫১০৬৪৭ (১৩) ১ পদমঙ্গল বক্রিবৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃধনু রাশি সকাল ০৭ঃ৫৭ঃ২৯ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ০৯ঃ৪৪ঃ২১ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ১১ঃ১৭ঃ৪৬ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ১২ঃ৪৮ঃ৫০ পর্যন্ত। মেষ রাশি দুপুর ০২ঃ২৯ঃ২৩ পর্যন্ত। বৃষ রাশি বিকাল ০৪ঃ২৭ঃ৪৭ পর্যন্ত। মিথুন রাশি বিকাল ০৬ঃ৪১ঃ০৫ পর্যন্ত। কর্কট রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ৫৬ঃ৪৮ পর্যন্ত। সিংহ রাশি রাত্র ১১ঃ০৮ঃ০৯ পর্যন্ত। কন্যা রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ১৮ঃ২১ পর্যন্ত। তুলা রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ৩২ঃ৩০ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০৫ঃ৪৮ঃ১৪ পর্যন্ত।

১৩ তম হরিপাল মেলা উদ্বোধনে মন্ত্রী, বিধায়ক জেলাশাসকসহ বিশিষ্টরা

বনস্পতি দে, হরিপাল হুগলি, ২১ ডিসেম্বরঃ সাড়ম্বরে শুরু হল ১৩ তম হরিপাল মেলা। শুক্রবার সন্ধ্যায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে হুগলির হরিপাল মেলার উদ্বোধন করেন রাজ্যের সেচ মন্ত্রী মানস রঞ্জন ভুঁইয়া। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষি সমবায় মন্ত্রী বেচারাম মান্না, জেলাশাসক মুক্তা আর্য, হুগলি গ্রামীণ পুলিশ সুপার কামনাশীষ সেন, জেলাসভাধিপতি রঞ্জন ধারা ও অভিনেত্রী নুসরত জাহান। হরিপাল গুরুদয়াল স্কুল মাঠে চলছে মেলা। চলবে আগামী পয়লা জানুয়ারী পর্যন্ত। বিভিন্ন রকমারী কেনা কাটার স্টলের পাশাপাশি খাবারের স্টল বসেছে। মেলা প্রাঙ্গনে প্রতিদিন হবে বিভিন্ন খ্যাতনামা গায়ক গায়িকাদের বিচিত্রানুষ্ঠান। এই হরিপাল মেলা প্রসঙ্গে মেলা কমিটির সভাপতি মন্ত্রী বেচারাম মান্না জানালেন এবার হরিপাল মেলা ১৩ তম বর্ষে পড়লো মেলায় প্রচুর স্টল আছে সাধারণ মানুষের জন্য সবকিছু জিনিসপত্র এখানে পাওয়া যাবে। দু-দূরান্ত থেকে মানুষজন মেলা দেখতে আসে । এবার এই মেলার চমক ৬৪০০০ মানুষকে তাদের বাড়িতে গিয়ে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে মেলা দেখার জন্য। এর মধ্যে যারা আমন্ত্রণপত্র পাননি আমাদের জানালে সঙ্গে সঙ্গে আমরা আন্দোলনপত্র পাঠিয়ে দেবো। সবার জন্যই এই মেলা এটা মিলন মেলা। নানা রকম খাবার মিষ্টি জিলিপি সহ সুস্বাদু খাবার এখানে পাওয়া যাবে পাওয়া যাবে গৃহস্থলী জিনিস সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনারা আসুন। এই মেলা চলবে, পয়লা জানুয়ারি পর্যন্ত নানা রকম শিল্পীরা আসছেন এখানে আসছেন বোম্বের শিল্পীরা যাত্রা গানও হবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা তৈরি আছে।

ফিরে দেখা আর জি কর-এ মহিলা চিকিৎসকের মৃত্যু

কলকাতা, ২১ ডিসেম্বর ঃ চলে যেতে বসা এই বছরে পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড় ঘটনা আর জি কর হাসপাতালের ঘটনাবলী। বহুমুখী ঘটনাবলীর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল এক মহিলা চিকিৎসকের মৃতদেহ অর্ধনগ্ন অবস্থায় উদ্ধার। ২০২৪ সালের ৯ আগস্ট সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ আর. জি. কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের কলেজ শাখার সেমিনার হল থেকে একজন মহিলা ডাক্তারের মৃতদেহ অর্ধনগ্ন অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। ৩১ বছর বয়সী এই ডাক্তারের দেহে মারাত্মক আঘাতের চিহ্ন ছিল। মৃতদেহের ময়নাতদন্তের রিপোর্টে ধর্ষণের প্রমাণ পাওয়া যায়। এই ঘটনা সারা দেশজুড়ে তীব্র প্রতিবাদের জন্ম দেয়।এই ঘটনা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ একটি বিশেষ তদন্ত দল গঠন করে। একজন সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেফতার করা হয়। তবে সন্দেহভাজনদের সংখ্যা নিয়ে এখনও বিতর্ক রয়েছে। ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তি বর্তমানে পুলিশ হেফাজতে রয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৩৭৬ (ধর্ষণ) এবং ৩০২ (খুন) ধারায় মামলা দায়ের করা হয়। এই ঘটনার পরপরই হাসপাতাল ও কলেজের শিক্ষার্থীরা ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু করে।

এছাড়াও, কলকাতা সহ সারা দেশে মেয়েরা রাত দখল করো শিরোনামে একটি প্রতীকী মিছিল করে। পুলিশের তরফ থেকে সেমিনার হলের ভাঙচুর নিয়ে গুজবের ব্যাপারে সতর্কতা দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দোষীদের বিরুদ্ধে দ্রুত বিচার করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং তাদের মৃত্যু দণ্ডের দাবি জানিয়েছেন। ১৩ই আগস্ট, মহারাষ্ট্র রাজ্যে ৮,০০০ জনেরও বেশি ডাক্তার জরুরি পরিষেবা ব্যতীত সমস্ত চিকিৎসা স্থগিত করেছিলেন। নতুন দিল্লিতে, সাদা কোট পরা জুনিয়র ডাক্তাররা বড় বড় সরকারি হাসপাতালের বাইরে বিক্ষোভ করেছেন। ই আগস্ট কলকাতার প্রায় সব সরকারি কলেজ হাসপাতালে জরুরি পরিষেবা স্থগিত ছিল। লখনউ, এবং গোয়ার মতো শহরগুলিতে অনুরূপ বিক্ষোভ কিছু হাসপাতালের পরিষেবাকে প্রভাবিত করেছিল।যে সমস্ত হাসপাতালগুলিতে বিক্ষোভ হয়েছিল তার মধ্যে রয়েছে এইমস দিল্লি, লেডি হার্ডিঞ্জ মেডিকেল কলেজ, সফদরজং হাসপাতাল, আরএমএল হাসপাতাল, কলকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতাল পাশাপাশি আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। ২৭শে আগস্ট, পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজ এবং বিরোধী দল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) দ্বারা একটি সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রতিবাদের নাম ছিল নবান্ন অভিযান। আগের নবান্ন অভিযানের মতো, এবারেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগের দাবি এবং নাগরিকদের নিরাপত্তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থতার জন্য সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হয়েছিল।কলকাতা পুলিশ মিছিলটিকে বেআইনি বলে অভিহিত করে এবং ভবনের চারপাশে ব্যারিকেড তৈরি করে। ভিড়কে ছত্রভঙ্গ করার জন্য তারা লাঠি চালায়, জলকামান এবং কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে। বিক্ষোভকারীরা পাল্টা পাথর ছোঁড়ে। এই অভিযানের পর বেশ কয়েকজন পুলিশ সদস্য ও বিক্ষোভকারী আহত হন। বিজেপি ২৮ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গে ১২ ঘন্টার রাজ্যব্যাপী বনধ ঘোষণা করে। ধর্মঘটের কারণে মূলত কলকাতায় রেল ও সড়ক পরিবহন পরিষেবা প্রভাবিত হয়। তৃণমূল কংগ্রেস (টিএমসি) এবং বিজেপির কর্মীদের মধ্যে দিনভর সহিংসতা হয়। ২ সেপ্টেম্বর, জুনিয়র ডাক্তাররা কলকাতা পুলিশ কমিশনারের পদত্যাগের দাবিতে কলেজ স্কোয়ার থেকে লালবাজার অভিমুখে মিছিল করেন।

লালবাজারের সামনে ব্যারিকেড দেওয়ায় চিকিৎসকেরা রাস্তাতেই বসে পড়েন। সরব রাজনীতিবিদ এবং বিখ্যাত ব্যক্তিরা বিখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্যে হৃতিক রোশন, কারিনা কাপুর খান, এবং আলিয়া ভাট তাঁদের সামাজিক মাধ্যমের অ্যাকাউন্টে ক্ষোভ জানিয়ে পোস্ট করেছিলেন, নির্যাতিতার জন্য ন্যায়বিচারের আহ্বান জানিয়েছিলেন। অন্যান্যরা, যেমন সৌরভ গাঙ্গুলী এবং মোহাম্মদ সিরাজ অপরাধীদের কঠোর শাস্তির দাবী করেছিলেন। প্রাক্তন ক্রিকেটার এবং রাজ্যসভায় আম আদমী পার্টির সাংসদ হরভজন সিং, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যপালকে এই মামলার বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠি লেখেন। ২০২৪-এর ২৮শে আগস্ট, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এই ঘটনাটিকে ভয়াবহ বলে বর্ণনা করেন। ঘটনাটি আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যার ফলে অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, কানাডা, জার্মানি, যুক্তরাজ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী ভারতীয় সম্প্রদায়ের কাছ থেকে প্রতিবাদ এসেছিল।

ফের চালু হাওড়া-অমৃতসর-হাওড়া মেল

কলকাতা, ২১ ডিসেম্বর ঃ ০০৫ হাওড়া - অমৃতসর মেল (২১ ডিসেম্বর যাত্রা শুরু) এবং ০০৬ অমৃতসর - হাওড়া মেল (২৩ ডিসেম্বর যাত্রা শুরু) ফের চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নর্দার্ন রেলে যান্ত্রিক কাজের জন্য ওই দুই ট্রেন বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। শনিবার পূর্ব রেলের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতেএ কথা জানিয়ে লেখা হয়েছে, পরিবর্তিত পথে লখনউ হয়ে এই ট্রেন কানপুর সেন্ট্রাল - খুর্জা জং মিরাট শহর সাহারানপুর ছুঁয়ে যাবে। তবে, বালামৌ, হারদোই, শাহজাহানপুর, বেরেলি, রামপুর, মোরাদাবাদ, ধামপুর, নাগিনা, নাজিবাবাদ, লাকসার, রুরকি এড়িয়ে যাবে।

গোসাবায় ডুবল পর্যটকদের ভুটভুটি

গোসাবা, ২১ ডিসেম্বরঃ শনিবার বেলা ১১টা নাগাদ এম বি জয় মা শীতলা নামে একটি পর্যটকদের ভুটভুটি পাখিরালয় থেকে ঝড়খালি যাওয়ার পথে বিদ্যা ফরেস্টের কাছে ডুবে যায়। ভুটভুটির তলায় ছিদ্র হওয়ার কারণে জলমগ্ন হয় সেটি।৯ জন পর্যটক নিয়ে ভুটভুটিটি যাচ্ছিল। স্থানীয়দের সাহায্যে দ্রুত ৯ জন পর্যটককেই উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে গোসাবা থানার পুলিশ ও সুন্দরবন কোস্টাল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। কিন্তু ততক্ষনে পর্যটকদের উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, এদিন সকালে পর্যটকদের ৩টি ভুটভুটি কার্যত একসাথেই পাখিরালয় থেকে ঝড়খালির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। আচমকাই এম বি জয় মা শীতলা বোটটি নিচে কিছু শক্ত জিনিষের সাথে ধাক্কা খায়। তাতেই বোটের নিচের কাঠের পাটাতন ভেঙে গিয়ে জল ঢুকতে থাকে দ্রুতগতিতে। ভুটভুটির মাঝি বিষয়টি বুঝতে পেরে পাশের বোটগুলিকে বিষয়টি জানালে তাঁরা দ্রুত এসে এই ভুটভুটির পর্যটক ও কর্মীদের নিজেদের বোটে তুলে নেয়। কিছুক্ষনের মধ্যেই জলমগ্ন হয়ে যায় ক্ষতিগ্রস্থ ভুটভুটিটি। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর জোন্স জাস্টিন বলেন, '' পর্যটকদের কোন বিপদ হয়নি। দ্রুততার সাথে তাঁদেরকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং অন্য বোটে তাঁদেরকে ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থ ভুটভুটির মালিক সুধন্য মণ্ডল বলেন, '' কোন শক্ত কাঠ বা গাছের ধারালো গুঁড়িতে ধাক্কা খেয়ে নিচের কাঠের পাটাতন ভেঙে যেতেই বিপত্তি ঘটেছে। তবে পর্যটকদের কোন সমস্যা হয়নি। তাঁদেরকে নিরাপদে অন্য বোটে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ওই বোটে থাকা পর্যটকরা বলেন, '' প্রথমে ভয় পেয়ে গেছিলাম ঠিকই, কিন্তু পাশে থাকা অন্য দুটি বোট দ্রুত আমাদেরকে উদ্ধার করে, ফলে সমস্যা হয়নি।

পৌষের শুরুতেই শীতে ভাটা, বড়দিনে ফের পারদ নামতে পারে দক্ষিণবঙ্গে

কলকাতা, ২১ ডিসেম্বর ঃ আগামী ৩-দিনে কলকাতা অথবা আশপাশের অঞ্চলের তাপমাত্রায় খুব একটা হেরফের হবে না। তবে তার পর থেকে আবার দুই থেকে তিন ডিগ্রি কমবে তাপমাত্রা। বড়দিনে পারদ কিছুটা নামতে পারে বলে আশাবাদী আবহবিদেরা। পৌষের শুরুতেই শীতে ভাটা পড়েছে কলকাতা-সহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে। বৃষ্টিও হয়েছে অনেক জেলায়। মেঘলা আকাশ। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ২৪ ঘণ্টাও হালকা বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলায়। সঙ্গে সকালের দিকে প্রায় সব জেলাতেই ঘন কুয়াশার সতর্কতা জারি করা হয়েছে। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৮.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ১.১ ডিগ্রি বেশি।

নৈহাটির এক গ্রামে রেশন কার্ড নামক সিনেমার শুটিং হয়ে গেল

মহন্ত দাশগুপ্তঃ নৈহাটির এক প্রত্যন্ত গ্রামে তথা অজ পাড়াগাঁয়ে শুটিং হয়ে গেল রেশন কার্ড নামক একটি সিনেমার। এই সিনেমায় অভিনয় করেছিলেন, অনামিকা সাহা, সমৃদ্ধা চক্রবর্তী, সুদীপ মুখার্জী, মুম্বাইয়ের আর্টিস্ট আলী খান, ভাস্কর ব্যানার্জি, ঋষি, বর্মন ও অন্যান্যরা। এই সিনেমার ডাইরেক্টর জয়ন্ত উপাধ্যায় ও প্রডিউসার অশোক গুপ্তা। ডাইরেক্টর জয়ন্ত উপাধ্যায় জানান, এই সিনেমা রিলিজ হলে জনমনে সাড়া জাগাবে।

বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে ভীষণ উদ্বিগ্ন ইস্কনঃ গৌরাঙ্গ দাস

কলকাতা, ২১ ডিসেম্বর ঃ বাংলাদেশের সংখলঘুদের ওপর অত্যাচার ও হিন্দু নিপীড়ন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন ইস্কনের গভর্নিং বডির কমিশনার গৌরাঙ্গ দাস। উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেছেন, ইস্কন বাংলাদেশের এই পরিস্থিতি নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন এবং আমরা সমস্ত হিন্দু সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন। আমরা বাংলাদেশ সরকার এবং সেখানকার সকল কর্মকর্তাদের সকল নাগরিকদের, বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের সম্পূর্ণ নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। মন্দিরগুলিকে রক্ষা করা উচিত, মূর্তিগুলিকে রক্ষা করা উচিত। আমরা বাংলাদেশ সরকারের কাছে অনুরোধ জানাই, সমস্ত সংখ্যালঘু, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানদের, তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা গ্রহণ ও অনুসরণ করার অধিকার দেওয়া উচিত এবং তাদের সমস্ত উপাসনালয়কে সুরক্ষিত করা উচিত।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের আর্থিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী করে তুলতে উদ্যোগী পুরসভা

হাওড়া

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের আর্থিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী করে তুলতে উদ্যোগী হাওড়া পুরসভা। এই নিয়ে একাধিক পদক্ষেপ নিতে চলেছে তারা। ইতিমধ্যেই দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চৌধুরির বৈঠক হয়েছে। পুরসভা সূত্রে জানা গেছে, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের তৈরি সামগ্রী বিপণনের জন্য হাওড়া শহরের প্রাণকেন্দ্রে একটি জায়গা নির্ধারণ করা হবে। সেখানে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের তৈরি বিভিন্ন সামগ্রী প্রদর্শিত এবং বেচাকেনা হবে। হাওড়া পুরসভা চত্বরেই এই জায়গা দেখা হচ্ছে। সেখানেই তাঁদের তৈরি বিভিন্ন সামগ্রীর পসরা সাজিয়ে বসতে পারবেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা। হাওড়া পুরসভার অধীন প্রায় সাড়ে ৮০০ স্বনির্ভর গোষ্ঠী রয়েছে। তাঁদের আর্থিক দিক দিয়ে চাঙ্গা করতেই এমন পদক্ষেপ নিয়েছে হাওড়া পুরসভা। পাশাপাশি হাওড়া পুরভবনে স্বনির্ভর গোষ্ঠী পরিচালিত একটি ক্যান্টিনও চালু করা হবে। সেখানে সুলভ মূল্যে খাবারদাবার পাওয়া যাবে। হাওড়া পুরসভার তরফে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি ট্রেনিং সেন্টার চালু করারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। হাওড়া পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চৌধুরি বলেন, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের জন্য তিনটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেগুলি দ্রুত কার্যকর করা হবে। নতুন বছরের শুরুতেই এগুলি চালু হয়ে যাবে। এর ফলে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি যেমন উপকৃত হবে তেমনি সাধারণ মানুষেরও অনেক সুবিধা হবে।

মৌসুনি দ্বীপের পর্যটন কেন্দ্রে ভয়াবহ আগুন

মৌসুনি, ২১ ডিসেম্বরঃ নামখানার মৌসুনি পর্যটন কেন্দ্রে ভয়াবহ আগুন। আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেল কটেজের বেশির ভাগ অংশ। শনিবার বিকেল ৫ টা নাগাদ প্রথম আগুন দেখতে পায় স্থানীয় বাসিন্দারা। এই পরিস্থিতিতে তড়িঘড়ি আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন স্থানীয় মানুষ জন। কোন ভাবেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি।

কাঠ দিয়ে তৈরি ঘর হওয়ার জন্য দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে গোটা কটেজে। এই ঘটনায় মহামায়া টুরিস্ট লজের প্রায় ১১ টির মতো ঘর আগুনে সম্পূর্ণ ভস্মিভূত হয়ে গিয়েছে। প্রশাসনের প্রাথমিক অনুমান শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে । এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে এই ঘটনায়।

বাসন্তীতে ফের উদ্ধার তাজা বোমা

বাসন্তী, ২১ ডিসেম্বরঃ বাসন্তীতে ফের উদ্ধার তাজা বোমা। শুক্রবার রাতে একটি ব্যাগের মধ্যে থেকে ৬টি তাজা বোমা উদ্ধার করে বাসন্তী থানার পুলিশ। বাসন্তী রাজ্য সড়কের পালবাড়ি এলাকা থেকে উদ্ধার হয়েছে এই বোমা। এই ঘটনায় গোপাল চক্রবর্তী নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। কয়েকদিন আগেই বাসন্তীর ২ নম্বর সোনাখালী এলাকায় বোমাবাজির ঘটনা ঘটে।

সেই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ এই বোমা উদ্ধার করেছে। পুলিশের দাবি এলাকায় অশান্তি ছড়ানোর জন্যই এই বোমা মজুত করা হয়েছিল। শনিবার বিকেলে বম্ব স্কোয়াড এসে এই বোমা নিস্ক্রিয় করেছে। বোমা মজুত রাখার ঘটনায় আরও কেউ জড়িত আছে কিনা ক্ষতিয়ে দেখছে পুলিশ।

সৎ বাবার অত্যাচার দুই দুধের শিশুকে, গ্রেফতার অভিযুক্ত

বাসন্তী, ২১ ডিসেম্বরঃ দুই দুধের শিশুকে অমানষিক অত্যাচার সৎ বাবার। দুই শিশুকেই ব্যাপক মারধর, চোখে মুখে জ্বলন্ত বিড়ির ছ্যাঁকা দেওয়ার অভিযোগ। ঘটনায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছে দুই শিশুই। যন্ত্রণায় লাগাতার কান্নাকাটি করছে তারা। এই ঘটনায় অভিযুক্ত স্বামী রাহুল দাসের বিরুদ্ধে শনিবার বাসন্তী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন স্ত্রী সুজাতা দাস। বাসন্তীর কোটরাখালি গ্রামের ঘটনা। ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শুরু হয়েছে তদন্ত। বছর খানেক আগে সুজাতার সাথে বিয়ে হয় রাহুলের। সুজাতা স্বামী বিচ্ছিন্না ছিলেন। প্রথম স্বামী অত্যাচার করত বলেই তাঁর সাথে বছর দেড়েক আগে বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। দুই সন্তানকে নিয়ে রাহুলের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন সুজাতা। সব ঠিকই চলছিল। সম্প্রতি সুজাতা গর্ভবতী হয়েছেন। এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই কিছুদিন ধরে সুজাতার প্রথম পক্ষের সন্তানদের উপর হঠাৎ অত্যাচার শুরু করে রাহুল। সামান্য কিছুতেই শুরু হয় ওই দুই দুধের শিশুর ওপর অত্যাচার। শুক্রবার রাতে তাদেরকে ঘুম থেকে তুলে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। চোখে আঙুল ঢুকিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি চোখে মুখে ও শরীরের বিভিন্ন অংশে জ্বলন্ত বিড়ির ছ্যাঁকা দেয় রাহুল। সন্তানদের উপর এই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে শনিবার বাসন্তী থানায় স্বামীর বিরুদ্ধেই লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন সুজাতা। তিনি বলেন, '' সন্তানদের উপর অত্যাচার কিছুতেই মানতে পারছি না। এই অন্যায়ের জন্য স্বামীর উপযুক্ত শাস্তি চাই। আমার এই দুই সন্তান সৎ বলেই এই অত্যাচার শুরু করেছে রাহুল। রাহুলের বাবাও ছেলের ওই অপরাধ মানতে পারছেন না। তিনি বলেন, '' ছোট ছোট শিশুরা তো কোন অন্যায় করেনি। ওদেরকে এভাবে মারা উচিৎ হয়নি। অভিযুক্তর উপযুক্ত শাস্তি চাই।

পার্ক স্ট্রিটের অ্যালেন পার্ক থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে শ্রীরামপুরের হেরিটেজ ও পর্যটন উৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী

শ্রীরামপুর হুগলি, ২১ ডিসেম্বরঃ ড্যানিশ আমলে শ্রীরামপুরে গঙ্গার পশ্চিম তীরে ১৪ হাজার বর্গফুট জমিতে গড়ে ওঠে সেন্ট ওলাভ গির্জা। ১৭৫৫ সালে ড্যানিশরা শ্রীরামপুরে উপনিবেশ তৈরি করে। শনিবার শহর শ্রীরামপুরে পুরোদমে শুরু হচ্ছে হেরিটেজ ও পর্যটন উৎসব। বড়দিন উপলক্ষে উৎসবে পার্ক স্ট্রিটের আদলে এ বার শ্রীরামপুর সেজেছে।সময় থেমে গিয়েছিল। তবে সেই থমকে যাওয়া সময় ফের এগোতে শুরু করল। বৃহস্পতিবার বিকেলে পার্ক স্ট্রিটের অ্যালেন পার্ক থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে শ্রীরামপুরের হেরিটেজ ও পর্যটন উৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তখনই ধরা পড়ে, যে জায়গাকে ঘিরে উৎসবের আয়োজন, সেই সেন্ট ওলাভ চার্চের ঘড়ি বন্ধ। তারপরদিন বেলা নাগাদ যান্ত্রিক ত্রুটি সারিয়ে ফের চালু করা হয় চার্চের ঘড়ি। শ্রীরামপুর পুরসভার উদ্যোগে ও রাজ্য পর্যটন দপ্তরের সহযোগিতায়। তার আগে উৎসবের মূল কেন্দ্র সেন্ট ওলাভ গির্জার ঘড়ি ফের চলতে শুরু করায় শ্রীরামপুরবাসী স্বভাবতই খুশি।

উৎসবের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত শ্রীরামপুর। চার্চ স্ট্রিটের দু'ধারে খাবার, খেলনা, প্রসাধন সামগ্রী এবং অন্যান্য সরঞ্জামের যে সব স্টল বসবে, এ দিন সেগুলোর মাপজোখ হয়েছে। শহরে উৎসবের আলো এ দিন আরও বেড়েছে।শ্রীরামপুর কলেজ লাগোয়া যে ব্যাপ্টিস্ট চার্চ, সেটাও এ দিন সেজে উঠেছে আলোকসজ্জায়। শ্রীরামপুর আদালতের উত্তর ও দক্ষিণ ফটকের সামনে বেশ কয়েকটি স্থায়ী ডাস্টবিনে আবর্জনা স্তূপ হয়ে ছিল। এ দিন সব পরিষ্কার করা হয়েছে। বন্ধ ঘড়ির ত্রুটি শোধরাতে তৎপর হন সেন্ট ওলাভ চার্চ কর্তৃপক্ষ। তাঁরা ইঞ্জিনিয়ার ডেকে দ্রুত ঘড়ি মেরামত করান। এ দিন বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ ফের চালু হয় গির্জার ঘড়ি। গির্জার ঘড়ির কাঁটা ফের চলতে শুরু করে। শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিস্ট চার্চের সচিব সুবীরকুমার দাস বলেন, 'ঘড়ি বন্ধের বিষয়টি জানতে পারার পরেই আমরা ইঞ্জিনিয়ারকে ডাকি, ঘড়ি মেরামত করা হয়। ঘড়ি ফের চালু হতেই মন ভালো হয়ে গিয়েছে।' তাঁর সংযোজন, 'বড়দিনের উৎসবকে কেন্দ্র করে সেন্ট ওলাভ গির্জার যে মাহাত্ম্য, সেটা বজায় থাকবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।' ১৮০১ সালে সেন্ট ওলাভ চার্চের কাজ শুরু হয়, শেষ হয় ১৮০৫ সালে। ইউনেস্কো ২০১৬ সালে ওই গির্জাকে 'ইউনেস্কো এশিয়া-প্যাসিফিক' পুরস্কার দেয়। ড্যানিশরা শ্রীরামপুরে যে সব স্থাপত্যের নিদর্শন রেখে গিয়েছে, সেগুলোর অন্যতম সেন্ট ওলাভ গির্জা। বছর কয়েক আগে সেন্ট ওলাভ গির্জার সংস্কার করা হয়।

পানীয় জলের অবৈধ সংযোগ কাটা হল

অভিজিৎ হাজরা, বাগনান, হাওড়া , ২১ ডিসেম্বরঃ গ্রামীণ হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমার বাগনানে পানীয় জলের অবৈধ সংযোগ কাটা হল সাতটি পরিবারের। আগেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের সরবরাহ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, অনেক বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ থাকলে ও পানীয় জল যায় না।এই বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার। মুখ্যমন্ত্রীর সেই নির্দেশ পাওয়ার পর ই জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের আধিকারিকরা তদন্তে নামে।গ্রামীণ হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমার বাগনানে অবৈধভাবে পানীয় জলের সংযোগ নেওয়ার অভিযোগ পান জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের আধিকারিকরা ।

এই অভিযোগ পাওয়ার পর আধিকারিকরা বাগনান ১ নং ব্লকের খালোড় গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের আধিকারিকরা পুলিশ নিয়ে অভিযান করেন। এই অভিযানে ঐ এলাকার সাতটি বাড়িতে বেআইনি ভাবে পানীয় জলের সংযোগ নেওয়ার বিষয়টি ধরা পড়ে। তারপরে অবৈধভাবে পানীয় জলের সংযোগ নেওয়ার অভিযোগে লাইন কেটে দেওয়া হয়।

পাশাপাশি ভবিষ্যতে এই ধরণের অবৈধ কাজ করা থেকে বিরত থাকার বিষয়ে জনগণকে সতর্ক করা হয়। প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়,বাগনান ১ নং ব্লকের প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় যে যে গ্রামে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে সেই সেই গ্রামে এই ধরনের অভিযান চালিয়ে যাওয়া হবে নিয়ম করে।

বেহাল অবস্থায় বারুইপুরের একটি আই সি ডি এস সেন্টার, নজর নেই প্রশাসনের

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর,২১ ডিসেম্বরঃ বেহাল অবস্থায় বারুইপুরের একটি আই সি ডি এস সেন্টার, নজর নেই প্রশাসনের। বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার উত্তরপুরি গ্রামের একটি আইসিডিএস স্কুলের জীর্ণ দশা, দীর্ঘ ৫বছর ধরে রাস্তার পাশে কলা গাছের মধ্যে বিদ্যুৎহীন ছোটো বারান্দায়কোনো রকমে চলছে এই স্কুল। ভাঙা ঘরে জল বৃষ্টির মধ্যে চলছে এই স্কুল। ছাত্রদের বসার জায়গা নেই। টোলের ঘরে ছোটো একটু বারান্দায় এই ভাবে চলছে স্কুল ।বৃষ্টি হলে জল পরে, সাপ ব্যাঙ ঢোকে, শুয়োপোকার উৎপাত, এমনটা জানালেন ওই আইসিডি এস স্কুলে আসা ছাত্রদের অভিভাবকেরা। এই স্কুলে একজন দিদিমণি, রান্নার কোনো লোক নেই, দিদিমণির মাইনের টাকায় দিয়ে রান্নির টাকা দিতে হয়। এই নিয়ে বারবার প্রশাসনকে জানিয়ে কোন কাজ হয় নি বলে জানালেন এই স্কুলের দিদিমণি। ওই আইসিডিএস স্কুলে যে ছাত্ররা আসে তাদের অভিভাবকদের দাবি বাচ্চাদের পাঠাতে ভয় হয় স্কুলে, কেননা রাস্তার পাশে আবার কলা গাছের মধ্যে সাপ, ব্যাঙ সহ বিষাক্ত জীব থাকে। এই স্কুলটি দ্রুত অন্যত্র সরে গেলে তাদের চিন্তা মুক্ত হয়। তাঁরা বার বার বিডিও এবং সিডিপিওকে জানিয়ে ওকোনো কাজ হয়নি। বিডিও এবং সিডিপিওর উদাসীনতায় এরকম রাস্তার পাশে বারান্দায় ছাত্রদের পড়তে হচ্ছে, যদি দ্রুত এই সমস্যার সমাধান না হয় তাহলে তাঁরা আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলন করবেন বলে জানালেন অভিভাবকেরা। রান্নার জায়গার উপরে খেজুর গাছের পাতা আর টিন দিয়ে ছাওনি করা, বেশির ভাগ জায়গাতে ফাঁকা, বৃষ্টি হলে জল পরে ,যখন তখন ভেঙে পরতে পারে রান্নার ছাউনি বলে জানালেন ওখানকার ছাত্রদের অভিভাবকরা, বাচ্চাদের আইসিডিএস স্কুলে পাঠিয়ে আতঙ্কে থাকেন তাঁরা। পাশেই ঝা চকচকে আইসিডিএস সেন্টার কিন্তু এই উত্তর পুরীর গ্রামের এমন চিত্র দেখে হতবাক সাধারণ মানুষ ও অভিভাবকরা। কবে এই সমস্যার সমাধান হবে তার দিকে তাকিয়ে আছে অভিভাবক এবং ওই স্কুলের দিদিমণি। তবে এই বিষয়টি দেখার আশ্বাস দিলেন বারুইপুর ব্লকের বিডিও।

আগামী ৩২ দিন হাওড়া-বর্ধমান মেন শাখায় প্রচুর লোকাল ট্রেন বাতিল

কলকাতা, ২১ ডিসেম্বরঃ আগামী ৩২ দিন হাওড়া-বর্ধমান মেন শাখায় প্রচুর লোকাল ট্রেন বাতিল, হাওড়া ও লিলুয়া স্টেশনের মাঝে বেনারস রোডের রেলের ওভারব্রিজ নতুনভাবে তৈরি করার কারণেই এই সিদ্ধান্ত।বেনারস রোডের রেলের ওভারব্রিজ নতুনভাবে তৈরির কাজের দরুন আগামী প্রায় ৩২ দিন হাওড়া-বর্ধমান মেন শাখায় প্রচুর লোকাল ট্রেন বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। হাওড়া ও লিলুয়া স্টেশনের মাঝে বেনারস রোডের রেলের ওভারব্রিজ নতুনভাবে তৈরি করার কারণেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল। শনিবার থেকে হাওড়া-বর্ধমান মেন শাখায় ৩০ জোড়া লোকাল ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ১৫টি হাওড়া-ব্যান্ডেল, ১১টি হাওড়া-শেওড়াফুলি ও দুটি করে হাওড়া-শ্রীরামপুর এবং হাওড়া-বেলুড় মঠ লোকাল।

আগামী ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত ৩২ দিন এই লোকাল ট্রেনগুলি বাতিল থাকবে। এছাড়াও রাতের হাওড়া-বর্ধমান ০৩৫০১ মেমু লোকাল আগামী সোমবার থেকে শনিবার ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত মেন লাইনের পরিবর্তে কর্ড লাইন দিয়ে চালানো হবে বলে জানা গেছে। তবে দূরপাল্লার ট্রেন বাতিল না হলেও কুম্ভ এক্সপ্রেস, উপাসনা এক্সপ্রেস, দ্বারভাঙ্গা সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস সহ বেশ কিছু দূরপাল্লার ট্রেনের সময় ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩০ থেকে কমপক্ষে ৬০ মিনিট নিয়ন্ত্রণ করা হবে। ১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই কাজের জন্য ধাপে ধাপে হাওড়া ও লিলুয়ার মাঝে পাওয়ার ব্লকও করা হবে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ২২ সংখ্যা, রবিবার ০৬ পৌষ, ১৪৩১

জঙ্গি নিশানায় চিকেন'স নেক

বাংলাদেশের জঙ্গিরা পশ্চিমবঙ্গকে করিডর তৈরি করার পরিকল্পনা সেটা শুধু আজকের ব্যাপার নয়। এই কাজ করতে শুরু করে দিয়েছিল বহুকাল ধরে। তাদের ওপরে ভারতীয় গোয়েন্দারা নজর রাখতে শুরু করে। তবে এবারে আনসারুল্লা বাংলা টিম বা এবিটি বাংলায় স্লিপার সেল তৈরি করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল উত্তরবঙ্গে তাদের সাম্রাজ্য বৃদ্ধি করা এবং শিলিগুড়িতে চিকেন'স নেক এ নাশকতা বৃদ্ধি করা। রাজ্যের গোয়েন্দারা এ ব্যাপারে বহু গোপন তথ্য পেয়েছে যা দিয়ে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গে জঙ্গিরা ক্রমশ সক্রিয় হয়ে উঠার চেষ্টা করছিল। সম্প্রতি বাংলাদেশে যেভাবে ভারত বিরোধীরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে তাতে আরও বেশি চিন্তা প্রকাশ করতে শুরু করেছে প্রতিরক্ষা দফতর থেকে শুরু করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। ভারতের গোয়েন্দা দফতরের চোখে ঘুম নেই বলা যেতে পারে। তারা অতি সতর্ক হয়ে পা ফেলতে শুরু করেছে। বাংলাদেশের ভারত বিরোধীরা যেভাবে ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠতে শুরু করেছে এবং ভারত বিরোধী হাওয়া বইতে শুরু করে দিয়েছে তাতে ভারত সরকার বিশেষভাবে চিন্তিত। বাংলাদেশের থেকে পশ্চিমবঙ্গে ঢোকাটা কঠিন হলেও মাঝে মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় যে বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছে জঙ্গিরা। তারা এমনভাবে প্রবেশ করে যে সহজেই তাদেরকে ধরে ফেলাটা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ে। পরে সূত্র ধরে তাদেরকে গোয়েন্দারা গ্রেফতার করে। তবে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক সংগঠন ভারত বিরোধীদের রাজনৈতিক আশ্রয় দিচ্ছে এবং তাদেরকে ভারত বিরোধী উস্কানিতে মদত দিচ্ছে। তার ফলে বাংলাদেশে এখন ভারত বিরোধীদের জিগির বেশি। যদিও ভারতের বিদেশ সচিব বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বৈঠক করেছেন এবং ভারত বিরোধী সন্ত্রাস করার কথা বলেছেন। কিন্তু কতখানি ভারত বিরোধী সন্ত্রাস সেখানে বন্ধ হয়েছে তার পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে খুব কম ক্ষেত্রে ভারত বিরোধী মানসিকতাকে রুখে দিতে পেরেছে সেখানকার তদারকি সরকার। বাংলাদেশ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করাটা অতি সহজ বলে মনে করে জঙ্গিরা। তার ফলে বহু জঙ্গি সংগঠন এক সময়ে বাংলাদেশে ঘাঁটি তৈরি করেছিল এবং বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে নাশকতা চালানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করে। পশ্চিমবঙ্গ এবং অসম পুলিশ যৌথভাবে জঙ্গিদের চিকেন'স নেক চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছে। এই সব জঙ্গিরা মুর্শিদাবাদ এবং আলিপুরদুয়ারকে বেছে নিয়ে ছিল তাদের সংগঠন বৃদ্ধি করার কেন্দ্র হিসাবে। স্থানীয় যুবকদের কাজে লাগানোর ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। তবে কতজন এই সংগঠনের সদস্য হয়েছে তার তালিকা খোঁজার চেষ্টা করছে গোয়েন্দারা। পশ্চিমবঙ্গে অন্য জেলাগুলিতে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

অনুভবে সুভাষচন্দ্র

নেতাজিকে নিয়ে জানার শেষ নেই। তাঁর সারা জীবনটাই হচ্ছে চর্চার বিষয়বস্তু। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময়ে যেমন বিতর্কিত চরিত্রে নিজেকে উপস্থাপিত করেছেন পাশাপাশি তিনি যখন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছেন তখনও তিনি বিতর্কিত। তাঁকে নিয়ে এখনও সমানে বিতর্ক চলছে। তাঁর অন্তর্ধান নিয়ে আলোচনা কম হচ্ছে না। গঠিত হয়েছে কমিশন। সারা জীবন তিনি দেশের জন্য চিন্তাভাবনা করে গিয়েছেন। ভারতের বাসিন্দা হয়ে তিনি বৈষ্যমের শিকার হয়েছিলেন। সেটাই তাঁকে বেশি করে আঘাত করে। স্বাধীন দেশের নাগরিকদের যে অধিকার ছিল সেটা তিনি কোনও দিনই উপভোগ করতে পারেননি। ইংল্যাণ্ডে থাকার সময়ে তিনি দেখছেন একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক যে মর্যাদা নিয়ে চলাফেরা করে পরাধীন দেশের নাগরিকেরা কিন্তু সেই সম্মান লাভ করতে পারে না। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময়ে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে বিদেশি শিক্ষকেরা স্বদেশের ছাত্রদের প্রতি বিরূপ। তার একটি মাত্র কারণ তাদের গায়ের রং কালো। নেটিভ ভারতবাসী। এটাই ছিল ব্রিটিশদের মূল বক্তব্য। ভারতীয়রা যে অন্য সভ্য দেশের মতো মানুষ এটা মানতে একেবারে নারাজ ছিল ইংরেজরা। তার ফলস্বরূপ সংঘাত। তিনি ইংরেজ শিক্ষককে লাঞ্ছিত করেছিলেন তার একটি মাত্র কারণ মানুষ হিসাবে স্বীকার করে নিতে পারছিলেন না ইংরেজ অধ্যাপক। তার ফলে ধ্বাকাধ্বাক্কি। বিতর্কের কেন্দ্র বিন্দু হয়ে উঠলেন ছাত্র জীবনেই। সুভাষচন্দ্র বোসের ছাত্রজীবনটাকে একেবারে নষ্ট করে দেওয়ার চক্রান্ত করতে থাকলো ইংরেজ সরকার। কিন্তু পারল না। সুভাষচন্দ্র বোস স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হলেন। স্কটিশ সাহেবরা সুভাষের পড়াশুনার ভার গ্রহণ করল। ঠিক সেই সময় থেকে তাঁর মনে একটি মাত্র চিন্তা প্রবেশ করতে থাকে যে ইংরেজদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন বিলেতে গিয়ে আইসিএস পড়বেন। ইংরেজদের শায়েস্তা করতে গেলে তাদের তৈরি অস্ত্র দিয়ে শায়েস্তা করাই হচ্ছে সঠিক পথ। সেই উদ্দেশ্য নিয়ে বিলেতে আইসিএস পড়া। তিনি যখন আইসিএস পড়তে শুরু করে দিয়েছিলেন বিলেতে সেই সময়ে বহু ভারতীয়দের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। তাদের সঙ্গে আলোচনা করে বুঝতে পারেন ইংরেজদের অধীনে কাজ করে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা একেবারে অসম্ভব। তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে গেলে প্রয়োজন নিজের স্বাধীন সত্ত্বাকে প্রতিষ্ঠিত করা। এটাই একটি মাত্র পথ। নিজেকে জাগাতে হবে। নিজের শক্তিকে ব্যবহার করতে হবে। তাবেদারি নয়। রুখে দাঁড়ানোর শক্তি লাভ করতে হবে। আসলে সুভাষ চন্দ্র বোসই মনে করতেন যে ভারতে স্বাধীনতা অর্জন করতে গেলে শক্তি সঞ্চয় করে লড়াই করতে হবে সেটা তিনি জীবনের প্রতিটা পদক্ষেপে অনুভব করতে পেরেছিলেন।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

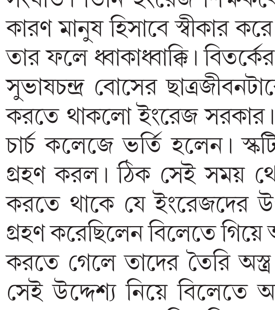

ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। লেখাপড়া সম্পদ সৃষ্টি করার প্রথম ধাপ। শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেকে শক্ত খুঁটি ওপরে দাঁড় করানোর কথা ব্যক্ত করেছেন। তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বললেন, নারী শিক্ষাকে প্রাধান্য দিতে হবে। শুধু পুরুষ শিক্ষা চালু করলে হবে না, নারী শিক্ষাও চালু করতে হবে।

মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং

রামকৃষ্ণ-কথামৃত

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, সমাজে নারীরা যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। নারীদের শিক্ষিত করে তুলে হবে। যদি শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের সম্পদশালী করতে সক্ষম হয় তাহলে গোটা দেশটা সম্পদে পরিপূর্ণ হয়ে যেতে বেশি সময় নেবে না। বাংলার প্রতিটি ঘর ঘরে প্রতিভা বিকশিত হতে থাকে। সেই সময়ে শিক্ষা ব্যবস্থা খুব শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল বলেই এটা সম্ভব হতে পেরেছে। তারাপীঠের মা কালী হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তারাপীঠের মায়ের পুজো করতে হবে। আরাধনা করতে হবে। নারী শক্তির জাগরণ চাই। নারী শক্তিকে কোনও সময়ে অবদামিত করে রাখা যায় না। নারী শক্তি যজ জাগরিত হতে থাকবে। নারী শক্তি যত সমাজে পোক্ত হতে থাকবে ততই দেশ শক্তিশালী হবে। দেশকে অপরাজিত রাখতে গেলে নারী শক্তির জাগরণ খুবই প্রয়োজন। নারী মায়ের শক্তি লাভ করে। সৃষ্টি শক্তির লাভ করে। কর্ম শক্তি লাভ করে। সন্তান পালনের শক্তি লাভ করে সারা বিশ্বকে সৃষ্টিশীল করে তুলেছে। নারীকে অবদমিত রাখলে সমাজ দেশ ধ্বংস হতে বাধ্য।

কাশী বা বারাণসীকে ভারত সেরা সাংস্কৃতিক চর্চা কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে এক সময়ে কাশী রাজ পরিবারের অবদান উল্লেখযোগ্য ছিল

বিশেষ প্রতিবেদক

বিশ্বের কাছে নেপাল একমাত্র হিন্দু রাষ্ট্র। হিন্দুদেশ বলে আর কোনও দেশ নেই বিশ্বে। ভারতের হিন্দুরা বসবাস করলেও ভারত হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। কিন্তু হিন্দু রাষ্ট্র হচ্ছে নেপাল। তবে ভারতে একটি অঞ্চলকে ঘিরে হিন্দুরা নিজস্ব একটি অঞ্চল গড়ে তুলেছিল। সেই অঞ্চলটি পরে বারাণসী নামে খ্যাতি লাভ করে। হিন্দু চর্চার বিকাশ লাভ করতে শুরু করে। হিন্দুরা এই রকম একটি নির্জন অঞ্চল খোঁজার চেষ্টা করে। হাতের কাছে পেয়ে গিয়েছিল গঙ্গার তীরের বারাণসীর অঞ্চলটিকে। সংস্কৃত চর্চার বিকাশ করার পথ খুলে গিয়েছিল। পাশাপাশি সঙ্গীত চর্চার পীঠস্থান হিসাবে খ্যাতি লাভ করে। এখানে সঙ্গীত চর্চার স্থান হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছে কাশীর কবীরচৌরা। সঙ্গীত সাধক কবীরের সাধনক্ষেত্র। কবীর নামটি এসেছে আরবি শব্দ থেকে আলকবীর। শব্দটির অর্থ মহান। চৌরী শব্দটির মানে হচ্ছে চার রাস্তা। কবীর প্রকৃত অর্থে একজন সঙ্গীত সাধক। তাঁর জন্ম কাহিনী রহস্যাবৃত। কথিত রয়েছে যে বারাণসীর কাছে থাকতেন নিরু বলে একজন জোলা। তাঁর স্ত্রীর নাম নীমা। সদ্য বিবাহিত দম্পত্তি। শ্বশুড়বাড়ি গিয়েছিল নিরু এবং তাঁর স্ত্রী মীনা। একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলেন তাঁরা। অনুষ্ঠানের শেষে ঘরে ফিরছেন। নিরুর স্ত্রীর খুব জল তেষ্টা পেল। একটি গাছের নীচে বসে ছিলেন তাঁরা। সমানেই ছিল একটি পুকুর। সেই পুকুরের জল খেতে গিয়ে একটি শিশুর কান্নার শব্দ শুনতে পেলেন নিরুর স্ত্রী নীমা। নীমা শিশুটিকে নিজের কোলে তুলে নিলেন। নিরুও এসে পড়েছে। চিন্তা বাড়তে শুরু করলো। তারা ভাবতে শুরু করলো শিশুটিকে গ্রহণ করবেন কিনা। নিরুর স্ত্রীর খুব মায়া ছিল। তিনি তো শিশুদিকে পথে ফেলে রেখে যাওয়ার পক্ষপাতি ছিলেন না। ফলে নীমা শিশুকে কোলে করে নিয়ে ঘরে ফিরলেন। জোলা মা-বাবার কোলে বড় হতে থাকলো শিশুটি। পরে এই শিশুটির নাম হয় কবীর। উত্তরকালে কবীর যেখানে সাধনা করেছিলেন সেই স্থানের নাম হয় কবীর মঠ। ধ্যান গম্ভীর পরিবেশ। কবীর পরলোগমন করেছিলেন মগরে। সেখান থেকে ফুল এনে গড়ে উঠেছিল সমাধি মন্দির। রয়েছে কবীরের জীবনের ঘটনার নানান আধারে নির্মিত মূর্তি। মন্দিরের দেওয়ালে গায়ে লেখা রয়েছে কবীরের একটি বিখ্যাত বাণী-''যারা মন্দির মসজিদ গীর্জা নিয়ে লড়াই করে তারা কখনো ঈশ্বরের আর্শীবাদ পায় না। শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকের মৃত্যু হয়। সবার মতো সেই মাটিতে পড়ে থাকতে হয় যার ওপর জন্ম নেয় ঘাস''। আমরা ক'জন সেই কথাকে মান্যতা দিই তাঁর কথাতে বলতে পারি কি? আজকে জাত ধর্ম নিয়ে যেভাবে চারদিকে পরিবেশ ক্রমশ বিষাক্ত হয়ে উঠতে শুরু করেছে তাতে জীবন রক্ষা করাটা দায় হয়ে গিয়েছে। বেঁচে থাকাটা খুবই ক্রমশ কষ্টকর হয়ে উঠতে শুরু করেছে। মানুষের মনে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। ধর্মীয় আতঙ্ক গ্রাস করছে প্রতিটি মানুষকে। জাত আতঙ্ক গ্রাস

করতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে মানুষ এখন সুস্থ এবং স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারছে না। কিন্তু কবীর যেভাবে তাঁর নিজস্ব মতকে প্রকাশ গিয়েছেন তাতে ধর্মনিরপেক্ষতার কথাই তিনি বলেছেন। সবার চেয়ে মানুষ সত্য তার ওপরে নাই। এই কথাই কবীর বারবার বলে গিয়েছেন।

কবীরের বাড়ির কিছু দুরেই রয়েছে কিযেন মহারাজের বাড়ি। কিযেন মহারাজের কাকা কণ্ঠে মহারাজ এখানে থাকতেন। এখন এখানে বসবাস করেন কিযেন মহারাজের পুত্র পুযেন মহারাজ। তিনি একজন বিখ্যাত তবলাবাদক শিল্পী। বিখ্যাত তবলাবাদক ওস্তাদ জাকির হুসেন সদ্য পরলোগমন করেছেন। ওস্তাদি তবলাবাদক শিল্পীর সংখ্যা ক্রমশ কমতে শুরু করেছে। ইন্টারনেট, মোবাইল, ল্যাপটপের যুগে কেউ আর তবলা নিয়ে শুধুমধু সময় নষ্ট করতে চায় না। বিশুদ্ধ সঙ্গীত চর্চার দিন তাহলে ক্রমশ কমতে শুরু করেছে। ভালো সঙ্গীত সাধক তৈরি হওয়াটা খুবই মুশকিল হওয়ার পথে! কিযেন মহারাজ প্রথমে পিতা হরি মহারাজের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি পরলোগমন করলে কণ্ঠে মহারাজের কাছ থেকে তামিল নেন। এই পরিবারের সবাই তবলিয়া। মহারাজ তাদের উপাধি। কণ্ঠে মহারাজের তবলা বোল শুনে মুগ্ধ হয়ে গিয়ে বাঙালি সমাজ তাঁকে মহারাজ উপাধিতে ভুষিত করেছিল। সেই থেকেই মহারাজ উপাধি গ্রহণ করে চলেছে এই পরিবার। সেই কারণে বাঙালি সমাজের প্রতি এই পরিবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। বাঙালি সমাজ থেকে কেউ তাদের বাড়িতে উপস্থিত হলে আতিথ্যেতায় কমতি হয় না। সাদরে বরণ করে নেয় বাঙালিদের এই পরিবারের সদস্যরা। এক গ্লাস সবরত দিয়ে আপ্যায়ন করে পরিবারের সদস্যরা বাঙালি অতিথিদের। পুযেন মহারাজ তবলায় নাম করেছেন। তাঁর মেয়ে অবন্তিকা ভালো তবলা বাজান। পুযেন মহারাজ বলেছেন যে তবলার তাল ভুল হলেই মাথার ওপরে তবলার হাতুড়ি ঘা পড়ত। ঠিক করে বাজাও। তাল ভুল হচ্ছে। ভুল করা চলবে না। দশ ঘন্টা ধরে রেওয়াজ করতে হতো। ফাঁকি দেওয়া একেবারে সম্ভব হতো না। মহারাজ পরিবারের ঘরের দেওয়ালে একদিকে রয়েছে কিযেন মহারাজের ছবি আবার ঠিক তার উল্টো দিকে রয়েছে কণ্ঠে মহারাজের ছবি। পুযেন মহারাজ বলতেন যে কণ্ঠে মহারাজ ছিলেন তবলার জাদুকর। কণ্ঠে মহারাজ বলতেন যে তবলার ছন্দে শিবের ডমুরুর ধ্বনি শুতে পেতেন। সেই সময়ে সারা বেনারস জুড়ে হতো সঙ্গীত চর্চা। রোজ ভোর বেলায় শুনতে পাওয়া যেত রেওয়াজের শব্দ। তবলার বোল সারা বারাণসীকে আচ্ছন্ন করে ফেলতো। গোধুলিয়ার কাছে থাকতেন কবিরাজ আশুতোষ ভট্টাচার্য। প্রতি রবিবার তাঁর ঘরে গান বাজনার আসর বসতো। একদিন একজন বিদ্রুপ করে বলেছিলেন যে আগেকার দিনে গান বাজনা যাঁরা করতেন তাঁদের সুর থেকে পাথর ভেঙে যেত। এখন একটি কাগজও আর ছেঁড়ে না। কোথায় গেল সেই সব শিল্পী! পুযেন মহারাজের ঘর জুড়ে ছাত্র। সবাই এসেছে তাঁর কাছে তবলার বোল তোলার শিক্ষা গ্রহণ করতে। এই বারাণসী এক সময়ে সংস্কৃত ভাষা এবং সঙ্গীত চর্চার মহান কেন্দ্র হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছিল। কাব্য চর্চার অন্যতম প্রাণ কেন্দ্র হিসাবে কবিদের কাছে পরিচিতি লাভ করে কাশী। বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারক গৌতম বুদ্ধ বারাণসীতে না আসলেও তিনি সারনাথে এসেছিলেন। সারনাথকে তিনি বৌদ্ধদের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করেন।

সঙ্গীত এবং নৃত্যের আদি দেবতা হচ্ছেন শিব। তিনি ডমুরুর ধ্বনি এবং নৃত্যের ছন্দে বিশ্ব মাতিয়ে রাখতেন। শিব তার নিজস্ব বাসস্থান হিসাবে কাশীকে নির্মাণ করেন। স্বর্গের মতোই পবিত্র এই নগরী। সঙ্গী আর নৃত্যের আদর্শ স্থান। কথিত রয়েছে যে ঋষি বিশ্বমিত্রের পুত্র রেণু কাশীতে সঙ্গীত চর্চার সূচনা করেন। তখন এখানে গনধর্ব, কিন্নর, অপ্সরার দল আসতো। মুসলীম যুগে সেই চর্চা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। চারদিকে শ্বাসরুদ্ধ পরিবেশ। মুসলমানদের অত্যাচারে হিন্দুরা বিপন্ন। সেই সময়ে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন চৈতন্যদেব এবং বল্লভাচার্য। সাধারণ মানুষ তখন আতঙ্কে দিন কাটাতো। স্বাধীনভাবে ধর্মালোচনা করা একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই রকম পরিস্থিতিতে মানুষের মনে আতঙ্ক দূর করতে ঈশ্বরের প্রেমের ভাবকে জাগিয়ে তুলতে নামগান কীর্তন ভজন শুরু হলো। এই সময়ে এলেন কবীর, সুরদাস, রুইদাস, মীরা, তুলসীদাস। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে সঙ্গীত এমন একটি মাধ্যম যে মানুষের

কাছে অতি সহজে পৌঁছানো যায় এবং আতঙ্কিত মানুষকে মানসিক শক্তি দিয়ে জাগরিত করা সম্ভব। অন্তরের ভক্তি, প্রেম ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করা যেতে পারে সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে অতি সহজেই। এইভাবেই বারাণসীর পথে প্রান্তরে, গঙ্গার কূলে ছড়িয়ে পড়ে ভক্তি সঙ্গীতের সুরধারা। অন্যদিকে রাজা মহারাজ, নবাব, বাদশাহদের দরবারে সঙ্গীত- শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বিকাশ হতে থাকে তা ধ্রপদী সঙ্গীত হিসাবে খ্যাতি লাভ করে। ষোল শতকে দরবারে গাওয়া হতো ধ্রুপদি, ধামার, হোরি, চতুরঙ্গ। এই সময়ে গঙ্গা বক্ষে নৌকা বিহার করে সঙ্গীতের লহরী তোলা হতো। সব মিলিয়ে বারাণসী সঙ্গীত চর্চার অন্যতম প্রাণ কেন্দ্র হিসাবে খ্যাতি লাভ করতে থাকে। পরবর্তীকালে কাশীতে সঙ্গীতের প্রাণ কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার জন্য কাশীর রাজা প্রভু নারায়ণ সিং উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তাঁর পৃষ্টপোষকতায় ভারতের সঙ্গীত সাধকেরা বারাণসীতে বসবাস করতে শুরু করেন। এদের এক একজনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এক একটি ঘরানা। পণ্ডিত রামশাহি তবলার নতুন ঘরানা সৃষ্টি করেন। যার ফলে উত্তর কালে কাশীতে বহু বিখ্যাত তবলাবাদকের জন্ম হয়। যেমন শান্তপ্রসাদ, কণ্ঠে মহারাজ, পুযেণমহারাজ, কিযেন মহারাজ, কুমার বোস। বিশ্ববিখ্যাত সেতাবাদক পণ্ডিত রবিশঙ্কর কৈশোর থেকে জীবনের বড় অংশ কেটেছে বারণসীতে। এখানে ছিলেন সারেঙ্গী বাদক ওস্তাদ আশিস খাঁ, লড্ডন খাঁ, গোপাল প্রসাদ মিশ্র। একালের দুই বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী সাজন মিশ্র ও রাজন মিশ্র এর জন্ম কাশীতে। প্রথমে দাদু বড়ে রামদাসজি মিশ্র, পরে বাবা হনুমান প্রসাদ মিশ্র ও কাকা সারেঙ্গি বাদক গোপাল মিশ্রের কাছে তালিম নেন। এই সব শিল্পীদের বেশি ভাগ বসবাস করতেন কবীরচৌরায়। আজও কান পাতলে শুনতে পাওয়া যাবে তবলার বোল এবং ঘুঙুরের শব্দ। এখানে বসবাস করতেন আর এক শিল্পী গিরিজা দেবী। লঘু শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল দেশের সীমানাকে অতিক্রম করে অন্য দেশের সীমান্তে। শুধু দেশ নয়, অন্য দেশের শিল্পীরা এখানে আসতেন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের শিক্ষা গ্রহণ করতে। আজও গঙ্গার পাড়ে বসে ভোর বেলায় কেউ বাঁশি সুর তুলছেন, আবার সেতারে কেউ সুর তুলছেন। উত্তরকালে দেখতে পাওয়া গেল ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে ইউরোপীয় সঙ্গীতের মেলবন্ধন ঘটছে। প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সঙ্গীত মিলন কেন্দ্র হয়ে উঠল কাশী। বারাণসী সঙ্গীত জগতকে যাঁরা দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বের দরবারে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন বিসমিল্লা খান। তাঁর সানাইয়ের সুরে কোনও কৌলিন্য ছিল না। রাজদরবারে কিংবা কোন নহবৎখানায় বসে তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে সানাইতে সুর তুলতেন। শিল্পী হিসাবে সামান্য দক্ষিণা পেলেই সন্তুষ্ট থাকতেন। সানাইবাদক হিসাবে বিসমিল্লা খান হয়ে উঠেছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীদের একজন। তাঁর সমস্ত জীবনটাই কেটেছে বারাণসীতে। নোংরা ঘিঞ্জি গলির মধ্যে তাঁর বাড়ি আজও সব শিল্পী এবং সঙ্গীত রসিকদের তীর্থক্ষেত্র। এই সব মহান শিল্পীদের পরম্পরা সুদূর অতীত থেকে আজও বারাণসীতে বয়ে চলেছে। সারা বছর ধরে এখানে মহল্লায়, গঙ্গার ঘাটে, মন্দিরের আঙিনায় চলে সঙ্গীত নৃত্যের অনুষ্ঠান। আর বিশ্বের সঙ্গীত প্রিয় মানুষ বারাণসীতে এসে নিজেদের রসের সাগরে ভাসিয়ে নিয়ে যান। এরপরেও রয়েছে বাঈজিরদের সঙ্গীত চর্চার কেন্দ্র কাশী নিয়ে অজানা কথা। সেই কাহিনী অন্যদিন ব্যক্ত করা যাবে। বাঈজি শিল্পী মলকাজান এবং জহরজানের কাহিনীটি বিশাল। তাদের বাঈজি চর্চার প্রাণ কেন্দ্র ছিল কাশী। বাইজি মলকাজান এবং তাঁর মেয়ে গহরজান লখনউ এর বাসিন্দা হলেও তাঁরা কিন্তু বানারস থেকেই শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের চর্চা করেছেন। তার সঙ্গে নৃত্য শিক্ষা গ্রহণ করেন। আসলে কাশী হচ্ছে একটি বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেন্দ্র। এখানে সবাই আসতেন শিক্ষা নিতে। শিক্ষা গ্রহণ করাই অধিকাংশ লোকেদের মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে। কাশী এক সময়ে ভারতের সেরা শিক্ষা কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত ছিল। মিথিলা নবদ্বীপ যেরকম প্রসিদ্ধ ছিল শিক্ষা কেন্দ্র হিসাবে সেই রকম কাশীও সংস্কৃত শিক্ষা কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত ছিল। তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল সঙ্গীত চর্চা। নাহলে ভারতের অধিকাংশ বিখ্যাত শিল্পীরা বেনারসী

ইসরায়েল এবারে ঘরে ফেরার দিকে মনোনিবেশ করতে শুরু করে দিয়েছে

বিশেষ প্রতিবেদক

হামাস ইজরায়েল যুদ্ধ কি থেমে গেল তা নিয়ে প্রশ্ন সবার মুখে মুখে ঘুরতে শুরু করে দিয়েছে। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু এখনও বলেননি যে যুদ্ধ থেমে গেছে। তিনি যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেননি। তিনি এখন

হামাস জঙ্গিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বজায় জারি রেখেছেন। গাজা দখল করে নিয়েছে ইসরায়েল। ফলে হামাসরা একন লুকিয়ে দিন কাটাচ্ছে। ইজরায়েলের গুপ্তচর সংস্থা মোসাদকে আদেশ দিয়েছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী সারা বিশ্বে কোথায় কোথায় হামাসের সদস্যরা কাজ করতে শুরু করে দিয়েছে তার খোঁজ খবর নিয়ে তাদেরকে একেবারে খতম করে দিতে হবে। হামাস বিশ্বের কোনও দেশের কাছ থেকে অস্ত্র না পায় তার দিকে কড়া লক্ষ্য রাখতে শুরু করে দিয়েছে ইজরায়েল গোয়েন্দা সংস্থা। এদিকে গাজাকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেছে ইজরায়েলের সেনা বাহিনী। তার মধ্যে দিয়ে রেড ক্রস বন্দি বিনিময় করতে শুরু করেছে। আকাশে কোন যুদ্ধ বিমান নেই। কোনও সাইরেনের শব্দ শোনা যাচ্ছে না। যুদ্ধ বিরতির দ্বিতীয় দিনে প্যালেস্টাইনি ঘরে ফেরার চেষ্টা করছে। এখন তো ঘর বলে কিছু নেই। সব ভগ্নস্তুপে পরিণত হয়েছে। দক্ষিণ গাজায় যারা বসবাস করতেন তারা বলতে শুরু করেছেন যে ঘরে ফিরে এসে ছিলাম যদি কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু কোনও কিছুই পাওয়া গেল না। তবে খাবার এবং জলের খুব অভাব রয়েছে। কোনও রকম বেঁচে থাকা ছাড়া আর কিছুই সমানে খোলা নেই। তবে গাজা শহরে বহুদিন বাদে বাজার বসতে শুরু করেছে। ইজরায়েল সেনারা টহল দিচ্ছে বটে। তবে তারা এখন আর গোলাগুলি বর্ষন করছে না। শুধুমাত্র টহল দিচ্ছে। নজর রাখতে শুরু করেছে কেউ তাদেরকে দিকে তাক করে কোনও বন্দুক ব্যবহার করছে কিনা। এদিকে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু বলেছেন হামাসকে বিশ্বাস করা যায় না। তারা যে ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে তাতে ইজরায়েল খুবই আতঙ্কিত। আরও শক্তিশালী অস্ত্র তৈরি করতে হবে ইজরায়েলকে রক্ষা করতে। ভবিষ্যতে ইজরায়েলকে বাঁচাতে গেলে শক্তিশালী অস্ত্রের খুবই প্রয়োজন। এখন ইজরায়েল বিজ্ঞানীরা খুবই ব্যস্ত। তারা ইজরায়েলকে রক্ষা করতে দিনরাত পরিশ্রম করে নতুন নতুন শক্তিশালী অস্ত্র তৈরি করেছে। হিজবুল্লারা ইসরায়েলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারেনি। তুরস্ক চুপ করে রয়েছে। ইরাক এখন আর বেশি কথা বলছে না। ইরানও চুপ করে রয়েছে। ইরানের তেলের ট্রাঙ্কারে যদি ইজরায়েল আক্রমণ করে তাহলে ইরানের আর্থিক অবস্থা একেবারে খারাপ হয়ে পড়বে। আমেরিকাও পাশাপাশি বড় ধরনের ধাক্কা খাবে। সেই কারণে আমেরিকা একন ইসরায়েলকে সংযত হওয়ার বার্তা দিতে শুরু করে দিয়েছে। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন যে ইজরায়েলকে রক্ষা করতে যে কোনও আক্রমণে মুখে রুখে দাঁড়াতে পারবে ইসরায়েল বাহিনী। সেই ভাবেই ইসরায়েল সেনাদের তৈরি করা হয়েছে। তবে ইজরায়েল যদি ক্ষিপ্ত হয়ে পরমানু শক্তি ব্যবহার করে হাতলে কিন্তু বিপদ রয়েছে। ইজরায়েলের হাতে পরমানু শক্তি রয়েছে। ইজরায়েলের চারদিকে শত্রু। এই শত্রুদের সঙ্গে ইজরায়েলের সারা বছর ধরে লড়াই করে যেতে হবে। এটা যতদিন জঙ্গিরা পাশে থাকবে ততদিন ইজরায়েল বিপদের মুখে থাকবে। এদিকে ইজরায়েল পরিস্কার করে বলে দিয়েছে হামাসকে নিশ্চিহ্ন করতে ইজরায়েল কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা হামাস দলের সদস্য এবং হামসাকে আর্থিক দিক দিয়ে যারা সহযোগিতা করতে শুরু করে দিয়েছিল তাদেরকে খুঁজে বের করে মেরে ফেলা হবে। মোসাদ সেই কাজ করতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হলেও তা বন্ধ হওয়ার কোনও পথ খোলা নেই। রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করতে চাইছে না। তারা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ইউক্রেন এবং ইজরায়েল যুদ্ধ শুরু হওয়ার ফলে আগামি দিনে আরও খাদ্য সঙ্কট থেকে শুরু করে ব্যবসায়িক সঙ্কট দেখা দিতে থাকবে। সাধারণ মানুষ নিরাপদে থাকাটা একেবারে ভুলে যাবে। সব সময়ে আতঙ্কে দিন কাটাতে থাকবে।

কলকাতার ব্রাহ্ম সমাজ মন্দির

বিধান সরণীতে অবস্থিত ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরটি ১৮৪২ সালে তৈরি হয়েছিল। এই মন্দির থেকে সেই সময়ে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা শুরু হয়েছিল। ১৮৪৩ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ প্রায় বিশজন যুবক ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত হন। দীক্ষা দান করেছিলেন রামচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয়। ১৮৭৩ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপনয়ন হয়। ১৯১০ সালে পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবাহ দেন একজন বালবিধবার সঙ্গে। ১৮৬৯ সালে কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করলেন। তিনি কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিটে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের একটি মন্দির স্থাপন করেন। সেখানে শিবনাথ শাস্ত্রী ও আনন্দমোহন বসু সহ প্রায় বাইশজন যুবক ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেন। ব্রাহ্ম ধর্ম তখনকার কালে কলকাতা শিক্ষিত সমাজে মধ্যে বেশ দাগ কেটেছিল। বহু পণ্ডিত এবং শিক্ষিত পরিবার এই ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবও এই ধর্ম সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন। তিনি কেশবচন্দ্র সেনের কাছ থেকে এই ধর্মমত শ্রবণ করতেন। এমনকী বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্রাহ্ম ধর্ম সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন বটে। কিন্তু তিনি কোনও দিনই এই ধর্ম গ্রহণ করেননি। কিন্তু ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতি তাঁর একটা অনুরাগ ছিল। রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে বিশাল আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। এই আন্দোলনকে সমর্থন করেন জোড়াসাঁকো প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। পরে তাঁর পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তার পরে তাঁর পরিবারের সকলেই ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। রাজা রামমোহন রায় হিন্দু ধর্ম থেকে নিজেকে বের করে নিয়ে একটি স্বতন্ত্র ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই ধর্মের নাম হল ব্রাহ্ম ধর্ম।

লেখকদের পকেটথেকে নেওয়া লেখার প্রকাশ

বিশেষ প্রতিবেদক

কাশ্মীর কারোর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়

কাশ্মীরে এখন নির্বাচিত সরকার। তবে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল। সেটা কেন্দ্র এখন তুলে নেয়নি। কাশ্মীর স্বাভাবিক হলে তখন কাশ্মীরকে রাজ্য হিসাবে ঘোষণা করা হবে। তবে বিশেষ মর্যাদা ফিরে দেওয়া যাবে না। বারতের অন্য রাজ্য যে ক্ষমতা ভোগ করে ঠিক সেই একই রকম ক্ষমতা ভোগ করবে কাশ্মীরের জনগণ। তার বেশি বই কি নয়। কাশ্মীরে যখন পণ্ডিতেরা মার খেয়ে তাদের জন্মভূমি ত্যাগ করেছিল তখন তাদেরকে কেন সেখানকার জমি ঘর বাড়ি ফিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি তার জবাব কিন্তু ফারুক আব্দুল্লা দিতে পারছেন না। তারা কাশ্মীরে স্বতন্ত্র শাসন ব্যবস্থার অধিকার চায় যা ভারতের সংবিধান বিরোধী। এক সময়ে কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী স্বাধীনতা সংগ্রামী বলে পাকিস্তানের কাছে পরিচিতি লাভ করতে শুরু করেছিল। রাষ্ট্রপুঞ্জে কাশ্মীরী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের স্বাধীনতা সংগ্রামী বলে পাকিস্তান স্বীকৃতি দিয়েছিল। তখন ভারতের বিরোধী দলের নেতারা চুপ করে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। আর আজকে যখন কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের গ্রেফতার করে জেলে রেখে দেওয়া হয়েছে তখন সবাই ব্যক্তি স্বাধীনতা হনন করছে বলে চিৎকার করতে শুরু করেছে। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আর্থিক রোজগারের রাস্তাকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। চোরাপথ ধরে অস্ত্র নিয়ে আসার রাস্তাকে একেবারে অবরুদ্ধ। তখন সবাই বলতে শুরু করেছে কাশ্মীরকে রাজ্যের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। ৩৭০ ধারা অবলুপ্ত করতে হবে। কিন্তু কাশ্মীর ভারতে অন্য রাজ্যের মতো ক্ষমতার অধিকারী। কাশ্মীর ভারতের একটি অঙ্গ রাজ্য। কাশ্মীর নীতি নিয়ে পরিস্কার মত প্রকাশ করে গিয়েছিলেন বিজেপি দলের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তাঁর প্রদর্শিত কাশ্মীর নীতির পথ ধরেই মোদি এগিয়ে চলতে শুরু করেছেন। সেখানে তিনি কাউকে রেওয়াত করছেন না। কাশ্মীর রাজ্যটা কারোর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। কারোর অধিকারে থাকবে না। কাশ্মীরকে আপাতত ভারতীয় সেনাদের নিয়ন্ত্রণে রাখা হলে সেখানকার প্রশাসন কাশ্মীর সমস্যা সমাধান করতে চেষ্টা করে থাকে। কাশ্মীরের রাজ্যপাল রয়েছেন। তাঁর হাত ধরে প্রশাসনিক কাজকর্ম হতে শুরু করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বারবার একটি কথা বলে চলেছেন যে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারত সংগ্রাম করবে। ভারত কোনও সময়ে সন্ত্রাসবাদীদের সমর্থন করবে না। পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদের শিকার। আফগানে তালিবান সরকারকে প্রতিষ্ঠা করার মূলে ছিল পাকিস্তান। আজকে তারা সেখান থেকে বিতারিত। তালিবান জঙ্গিরা এখন পাকিস্তানের বিপদের কারণ হয়ে দেখা দিতে শুরু করেছো তালিবানদের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ভালোর পথ ধরে এগিয়ে চলেছে তাতে গাত্র দাহ হচ্ছে পাকিস্তানের। পাকিস্তান যে ভারত বিরোধী চিন্তাকে নিয়ে তালিবানদের হাত ধরে আফগানে ফিরিয়ে নিয়ে এলো তা কিন্তু সফল হতে পারছে না। তালিবানদের ভারত বিরোধী করে তোলাই পাকিস্তানের মূল লক্ষ্য ছিল। তা কিন্তু হল না। এদিকে ইজরায়েল সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে শুরু করেছে। ইজরায়েলকে ভারত সমর্থন করতে শুরু করেছে। তারপরে গাজা যখন ইজরায়েল দখল করে নিল তখন ভারত প্যালেস্টাইন নাগরিকদের জন্য মানবিক সাহায্য দিতে শুরু করে। জঙ্গিবাদকে দমনে ভারত ইজরায়েল এক মেরুতে।

পরিবেশবান্ধব পৌষমেলায় বিশেষ আকর্ষণ সংশোধনাগার বন্দীদের অনুষ্ঠান

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ২১ ডিসেম্বর ঃ ২০১৯ সালের পর এই প্রথম শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট ও বিশ্বভারতীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে পরিবেশ বান্ধব পৌষমেলা। শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পৌষমেলার অনুষ্ঠান সূচী প্রকাশ করে বিশ্বভারতী ও শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষ। সেখানে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য বিনয় কুমার সোরেণ সহ অন্যান্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। প্রশাসনিক স্তরে নেওয়া হয়েছে সমস্ত ধরনের উদ্যোগ। থাকছে তিনশোর বেশি পুলিশ। ওয়াচ টাওয়ার, ড্রপগেট, পর্যটকদের গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা। থাকছে বায়োটয়লেটের ব্যবস্থা। উল্লেখ্য, মাঝে কয়েক বছর বিশ্বভারতী মুখ ফিরিয়ে নেওয়াই রাজ্য সরকার নিজস্ব উদ্যোগে বিকল্প পৌষমেলার আয়োজন করে। এবারও ঐতিহ্য মেনে ২২ ডিসেম্বর রবিবার রাত ন'টায় গৌরপ্রাঙ্গনে বৈতালিক অনুষ্ঠান এবং রাত সাড়ে ন'টায় শান্তিনিকেতন গৃহে সানাই বাদনের মধ্য দিয়ে সূচনা হচ্ছে পৌষ উৎসব ও পৌষমেলা। তবে গ্রীন ট্রাইব্যুনালের নিষেধাজ্ঞার গেরোয় হচ্ছে না ঐতিহ্যবাহী আতশবাজি। এবার এই মেলার আরেকটি আকর্ষণ হলো আশ্রম প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের জন্য প্রেস কর্ণার এবং এমনকি খ্রীষ্টোৎসবে মন্দিরেও থাকছে একই ব্যবস্থা। এবারও গ্রামীণ হস্তশিল্প ও লোকশিল্পের প্রসারে থাকছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। রাইবেশে নাচ, কীর্তণ, বাউল, যাত্রা সহ বিভিন্ন লোকশিল্পীদের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে মেলা প্রাঙ্গণের সংস্কৃতিমঞ্চে। ৮ পৌষ থাকছে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উৎসব। ৯ পৌষ থাকছে পরলোকগত আশ্রমবাসীদের উদ্দেশ্যে স্মৃতিবাসর। অনলাইনে বুকিং সম্পূর্ণ। ২০১৯ সালে প্রথম অনলাইন বুকিং হয়। সেই সময়কার আবেদনকারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে এবার। প্রায় আঠারোশোটি স্টল থাকবে এবারের পৌষমেলায়। প্রথম দিনেই পঞ্চাশ লক্ষ টাকার স্টল বিক্রি করে শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট। এই বার কয়েক কোটি টাকা ট্রাস্টের তহবিলে ঢুকবে বলে, সূত্রের খবর। ২৩ ডিসেম্বর থেকে ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ছয়দিনের মেলা হবে। মেলায় ক্ষুদ্র হস্তশিল্প ও লোকশিল্পকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। বিশ্বভারতীর অধ্যাপিকা সবুজ কলি সেন বলেন, বরাবর গ্রামীন মেলার পক্ষপাতী ছিলেন গুরুদেব। ১৮৯৪ সালে ৭ পৌষ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দীক্ষার দিন শান্তিনিকেতনে এই মেলার পত্তন। তার আগে কোলকাতার পানিহাটির পেনেটির বাগানে এর শুভসূচনা উৎসব আকারে হয়। শান্তিনিকেতনে মন্দিরের সামনে এই মেলা বসে। পরে একষট্টি সালে কবির শতবর্ষে যার স্থান হয় মেলার স্থান হয় মেলার মাঠে। তেতাল্লিশে দুর্ভিক্ষ, সাতচল্লিশে সাম্প্রদায়িক হানাহানির আশঙ্কা এবং বিগত দুইবছরে কোভিড সংক্রমণের কারণে এই মেলা বন্ধ থাকে। তাছাড়া কোনদিন এই মেলা বন্ধ হয় নি। শিলাইদহে থাকাকালীনও কবি দু'দুটো মেলা রাজরাজেশ্বরী ও কাত্যায়নী মেলার আয়োজন করেন। তাই বোঝা যাচ্ছে কবির কাছে মেলার গুরুত্ব কতছিল। এই মেলা কবির পিতৃদেব পত্তন করার পর, কবি নিজে শ্রীনিকেতন মেলার সূচনা করেন। কবি সমাজকে নিয়ে চলতে চেয়েছেন। কবির কাছে মেলার অর্থ ছিল মানুষের সাথে মানুষের মহা মিলন। তাঁর শান্তিনিকেতন প্রবন্ধে 'সারারাত ধরে লোকের আনাগোনার বিবরণ' আছে। এক আশ্রমিক জানান, গ্রামীন অর্থনীতিতে সমবায় আর মেলার উপর ছিল কবির অপত্য স্নেহ। এই পৌষমেলায় কবির সেই ভাবনার ছাপ এবার দেখতে পাওয়া যাবে। এবারেও মেলায় দোকানের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকছে। দূষণ সংক্রান্ত যাবতীয় বিধিনিষেধ মেনে মেলা চলবে। ঐতিহ্যবাহী পৌষ মেলা রাত পোহালেই। তাই প্রশাসনিক তৎপরতাও তুঙ্গে।

মেয়েদের মার্শাল আর্ট উশু প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ২১ ডিসেম্বর ঃ বর্তমান সময়ে মেয়েদের আত্মরক্ষার বিষয়টা প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দিচ্ছে আর মেয়েদের আত্মরক্ষার কথা চিন্তা করে পূর্বস্থলী ২ ব্লকের পূর্বস্থলী পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বৈদিক পাড়া কৃষ্ণনাথ পুস্তকাগারে ডায়নমিক স্কিল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে মার্শাল আর্ট উশু প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো শনিবার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উশু ফেডারেশনের জেলার সম্পাদক নারায়ণ দাস, নদীয়া জেলার ফেডারেশনের সম্পাদক কুতুবুদ্দিন শেখ, ডায়নমিক স্কিল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন এর কর্ণধার জয়দীপ ভট্টাচার্য্য, পঞ্চায়েত প্রধান অনিন্দিতা রায়, শিক্ষার কর্মদক্ষ পল্লব ঘোষাল, লাইব্রেরীর সম্পাদক রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক সুব্রত দাস সহ আরো অনেকে।

জ্বলছে নিউ আলিপুরের ঝুপড়ি, ঘটনাস্থলে দমকলের ১৬ টি ইঞ্জিন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ ডিসেম্বর ঃ দক্ষিণ কলকাতার নিউ আলিপুর এলাকার একাধিক ঝুপড়িতে আগুন লাগে শনিবার সন্ধ্যায়। নিমেষে সেই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। প্রাথমিক তথ্য অনুসারে দমকলের ১৬ টি ইঞ্জিন সেখানে গিয়েছে।

ঘটনাস্থলে গিয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সন্ধ্যা সাতটার দিকে দুর্গাপুরের ব্রিজের নীচের ঝুপড়িতে আগুনের শিখা দেখা যায়। শীতের হাওয়ায় সেই আগুন নিমেষে ছড়িয়ে পড়ে। ওই এলাকার পাশেই রয়েছে একটি বেসরকারি হাসপাতাল। ফলে সেই হাসপাতালের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। রোগীরা যাতে হাসপাতালের দিকে চলে যেতে না পারে, সেজন্যও ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হয়। আগুন নেভাতে একে একে দমকলের ইঞ্জিন পৌঁছতে শুরু করে। আগুন একসময় ব্রিজের অংশও ছুঁয়ে ফেলেছিল। আগুনের উত্তাপে ব্রিজের অংশ থেকে ধোঁয়া বার হতে থাকে। গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। ব্রিজের নীচ দিয়ে গিয়েছে শিয়ালদহ-বজবজ শাখার রেললাইন। ঘটনাস্থলের অদূরেই নিউ আলিপুর রেল স্টেশন। আগুনের কারণে সেই শাখায় ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে ফেলা হয় সাধারণ মানুষদের। গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে চলে আগুন নেভানোর কাজ। ব্রিজের উপর থেকেই নীচে পাইপে করে জল দেওয়া চলে। ল্যাডার দিয়েও জল দেওয়া হয় আগুন নেভানোর জন্য। পাশাপাশি ঠান্ডা রাখতে ব্রিজেও জল দেওয়া হয়। ঝুপড়ি এলাকা থেকে একাধিক বিস্ফোরণের আওয়াজ আসে। অনুমান করা হয়, সেখানে সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হতে থাকে। তার জেরে আগুনের তীব্রতা আরও বাড়ে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিচার করে সেনাবাহিনীও নামানো হয়। বিশাল পুলিশ বাহিনীও ঘটনাস্থলে রয়েছে। প্রসঙ্গত শুক্রবার দুপুর নাগাদ তোপসিয়ায় বাইপাসের ধারে বস্তিতে আচমকা আগুন লেগে যায়। মুহূর্তের মধ্যে ভস্মীভূত হয়ে যায় একের পর এক ঝুপড়ি। একদিন যেতে না যেতেই ফের নিউ আলিপুরের বস্তিতে আগুন।

মন্দারমণির হোটেলে উদ্ধার তৃণমূল নেতার ঝুলন্ত দেহ, আটক বান্ধবী

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ২১ ডিসেম্বর ঃ মন্দারমণি বেড়াতে গিয়ে রহস্যজনক ভাবে মৃত্যু হল এক তৃণমূল নেতার। শনিবার সকালে হোটেলের ঘর থেকে তার দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আটক করা হয়েছে তৃণমূল নেতার বান্ধবীকে। খুন না আত্মহত্যা, এখনও পরিষ্কার নয়। তবে মৃতের স্ত্রী খুনের অভিযোগ করছেন। মৃত ব্যক্তি উত্তর ২৪ পরগনার আমডাঙা আধাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের স্বামী বলে জানা গেছে। নাম আবুল নাসের। বয়স ৩৫ বছর। আমডাঙা থেকে পূর্ব মেদিনীপুরের মন্দারমণি বেড়াতে এসেছিলেন তিনি। সকালে হোটেলের ঘরে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করেন হোটেলের লোকজন। ফোন করে খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। তার পর পুলিশ গিয়ে দেহ উদ্ধার করে। যে মহিলার সঙ্গে আবুল বেড়াতে এসেছিলেন, তাঁকে আটক করে থানায় নিয়ে গিয়েছে পুলিশ। আমডাঙার আদহাটা পঞ্চায়েত এলাকায় বাড়ি আবুলের। তাঁর স্ত্রী ওই পঞ্চায়েতের উপপ্রধান। আবুলও দীর্ঘ দিন ধরে তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত বলে তাঁর পরিবার সূত্রের খবর। আবুলের মৃত্যুসংবাদ বাড়িতে পৌঁছোনোর পর খুনের অভিযোগ করছে পরিবার। তারা জানিয়েছে, বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলেন আবুল। তিনি আত্মহত্যা করতে পারেন না। যদিও মৃত্যুর নেপথ্যে কোনও রাজনৈতিক রং নেই বলে দাবি করেছেন আমডাঙা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তথা তৃণমূল নেতা আনিসুর রহমান। তিনি বলেন, ''দলের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন উনি। ওঁর মৃত্যুতে দলের বড় ক্ষতি হল।'' তিনি পুলিশের তদন্তের উপরে আস্থা রাখছেন। পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কাঁথি মহাকুমা হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান আত্মহত্যা করেছেন আবুল। পুলিশ আধিকারিকরা জানান, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে আসার পরেই সব পরিষ্কার হবে।

ব্যবসায়ী-কন্যাকে অপহরণের ঘটনায় গ্রেপ্তার দুই, পুলিশকে ধন্যবাদ পরিবারের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২১ ডিসেম্বর ঃ প্রকাশ্য দিবালোকে ফিল্মি কায়দায় বাড়ির সামনে থেকে বাইকে করে সাত বছরের নাবালিকাকে অপহরণ করে দুই দুষ্কৃতী। আশেপাশে থাকা এলাকার মহিলারা তাড়া করলেও দ্রুত গতিতে বাইক নিয়ে চম্পট দেয় অপহরণকারীরা। সামনে এলো অপহরণের সময়ের সিসিটিভি ফুটেজ। তারপরেই পার্শ্ববর্তী জেলা থেকে উদ্ধার নাবালিকা। সাফল্য পুলিশের। বাংলা বিহার সীমান্তে এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার সালালপুর এলাকার ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে সাত বছরের ঐ নাবালিকা তার বাড়ির সামনে খেল ছিল সকাল বেলায়। হঠাৎ বাইকে করে দুজন আসে। তাদের মুখ ছিল হেলমেট দিয়ে ঢাকা। শরীর ছিল চাদর দিয়ে ঢাকা। প্রথমে এসে কিছুক্ষণ তারা অপেক্ষা করে। তারপরে জোরপূর্বক ওই নাবালিকাকে বাইকে তুলে চম্পট দেয়। আশেপাশে উপস্থিত পাড়ার মহিলারা ধাওয়া করে বাইকটিকে আটকানোর চেষ্টা করে। কিন্তু দ্রুতগতির কারণে তারা বিফল হয়। এদিকে এই খবর চাউর হতেই ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়া এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা গেছে নাবালিকার বাবা দীর্ঘদিন ধরে চুল কেনা বেচার ব্যবসা করেন। আগে থাকতেন জয়পুরে। এক বছর ধরে শারীরিক অসুস্থতার কারণে বাড়িতে আছেন। তার ভাই জয়পুরে সেই ব্যবসা সামলাচ্ছে। এদিকে এই ঘটনার পরেই চাঁচল মহকুমা এবং হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ জোরকদমে তদন্তে নেমে পড়ে। বিভিন্ন রাস্তার সিসিটিভি ফুটেজ দেখা হয়। নাকা চেক পয়েন্টে চলে চিরুনি তল্লাশি। তারপরেই পার্শ্ববর্তী উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘী থানার টুঙ্গিদিঘি চেকপোস্ট থেকে উদ্ধার হয় ওই নাবালিকা। গ্রেপ্তার করা হয় দুই দুষ্কৃতিকে। ধৃতদের নাম মনসুর আলম এবং এজাজ আহমেদ। বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুরের গাংনদীয়া এলাকায়। ধৃতদের সঙ্গে তার পরিবারের কি সম্পর্ক ছিল। কি কারণে অপহরণ। সমস্তটা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। নাবালিকার মা জানান, প্রত্যেক দিনের মতো বাড়ির সামনে খেলা করছিল। তারপর এই ঘটনা ঘটে গেল। আমি কিছু বুঝতে পারছি না আমাদের সঙ্গে কারোর শত্রুতা নেই। খুব চিন্তায় পড়ে গেছিলাম। পুলিশ মেয়েকে উদ্ধার করল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছি।

৪ তলার ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু নাবালিকার

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২১ ডিসেম্বর ঃ ছাদ থেকে কাপড় তুলতে গিয়ে পড়ে প্রাণ হারালো সপ্তম শ্রেণীর এক ছাত্রী। শহরের অভিজাত এলাকার প্রতাপ বাগান এলাকায় শনিবার বিকালে ঘটনাটি ঘটে। জানা গেছে , বাড়ির ৪ তলার ছাদে জামা কাপড় শুকাতে দেওয়া ছিল। বিকেল বেলায় সেই শুকনো কাপড় তুলতে যায় আদৃজা দাস (১২)। অসবাধানতা বশত কাপড় তুলতে গিয়ে নিচে পড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। স্থানীয়রা তাঁকে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

অ্যাসিড হামলা উত্তর দিনাজপুরে, গ্রেপ্তার এক যুবক

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২১ ডিসেম্বর ঃ অ্যাসিড হামলা উত্তর দিনাজপুরে! বেপরোয়া বাইক চালানোর প্রতিবাদ করায় প্রথমে ছুরি নিয়ে হামলা। পরে পড়শি যুবকের মুখে-গালে অ্যাসিড ছোঁড়ার অভিযোগ উঠল ভিনরাজ্যের এক যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনায় জড়িত অভিযোগে শনিবার এক যুবককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। জখম যুবকের নাম সঞ্জয় গোয়ালা। তুলসিতলার বাসিন্দা। গুরুতর জখম অবস্থায় বছর চব্বিশের যুবককে রায়গঞ্জ মেডিক্যাল হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। শুক্রবার রাতের ঘটনায় উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জের খরমুজাঘাট সংলগ্ন তুলসীতলা এলাকার ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, মাস খানেক আগে পাড়ার এক মহিলার সঙ্গে অশালীন আচরণের অভিযোগে পাড়ার এক যুবককে প্রচণ্ড মারধর করা হয়েছিল। সেখানে একেবারে সামনের সারিতে ছিলেন সঞ্জয়। তার প্রতিবাদেই শুক্রবার রাতে হামলা হয়েছে বলে খবর। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থা জখম সঞ্জয় বলেন, কয়েকদিন ধরেই রাতে মদ্যপ অবস্থায় প্রচণ্ড গতিতে বাইক চালিয়ে এক যুবক পাড়ার সরু গলির রাস্তা দিয়ে ঢুকত। তা নিয়ে রাতে স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে ঝগড়া হচ্ছিল। আমি সামনে গিয়ে প্রতিবাদ করেছিলাম মাত্র। তারপরই গলায় চাকু চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে বাইক চালক। আটকাতে গেলে আমার বামহাতে চাকু ঢুকিয়ে দেয়। সেইসময় দৌড়ে পালিয়ে যাই। তিনি আরও বলেন, ওই রাতেই ছেলেটির বাড়িতে প্রতিবাদ করতে গেলে ঘর থেকে বেরিয়ে আমার মুখে অ্যাসিড ঢেলে দেয় প্রিন্স কুমার ও তার ভাই। পাশে অভিযুক্তের বাবা দাঁড়িয়ে ছিলেন। তবে তিনি আটকানোর চেষ্টা করেছিলেন। এদিন রায়গঞ্জ থানার আইসি বিশ্বাশ্রয় সরকার বলেন, অ্যাসিড ঢাকার অভিযোগে এক যুবকে গ্রেপ্তার করে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। আক্রান্তের পরিবারের তরফে ঘটনায় তিনজনের বিরুদ্ধে রায়গঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ধৃত যুবকের নাম প্রিন্স কুমার। পেশায় স্বর্ণ কারিগর। রায়গঞ্জের সোনার দোকানের কর্মচারী। বিহারের বাসিন্দা। তবে মাস ছয়েক ধরে শহরের তুলসিতলার একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে বাবা ও দুই ভাই নিয়ে থাকতেন।

নাকা চেকিং চলাকালীন বাস ও বাইকের সংঘর্ষ, মৃত্যু বাইক চালকের

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ২১ ডিসেম্বর ঃ পুলিসি নাকা চেকিং চলাকালীন সরকারি বাস ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল বাইক চালকের। ঘটনায় পুলিসের গাফিলতির অভিযোগ তুলে পথ অবরোধ করলেন এলাকাবাসী। দীর্ঘক্ষণ পথ অবরোধ চলার পরে পুলিসের তৎপরতায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। শনিবার এমন ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়ায় গঙ্গারামপুর থানার ফুলবাড়ী বিএড কলেজের সামনে ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কে। জানা গেছে, মৃত ব্যক্তির নাম মৃন্ময় দাস (৩৭)। বাড়ি উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহারে। মৃতের পরিবার সূত্রে খবর, মাস ছয়েক আগে দক্ষিণ দিনাজপুরের বাউল এলাকায় বিয়ে হয় ওই ব্যক্তির। এদিন বাইকে চেপে ইটাহার থেকে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিলেন ওই ব্যক্তি। সেই সময় ফুলবাড়ী বিএড কলেজের সামনে ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কে চলছিল পুলিসের নাকা চেকিং। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে নাকা চেকিং পার হতে গিয়ে পুলিসের ব্যারিকেডে ধাক্কা লাগে বাইকের। সেইসময় অপরদিক থেকে আসা মালদাগামী সরকারি বাস ধাক্কা মারে বাইকে। যার জেরে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বাইক চালকের। বিষয়টি স্থানীয়দের নজরে আসতেই তড়িঘড়ি আহতকে উদ্ধার করে গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করে ওই ব্যক্তিকে। পাশাপাশি পুলিসি গাফিলতির অভিযোগ তুলে ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় এলাকাবাসীরা। সেইসঙ্গে পুলিলের একটি বাইকও ভাঙচুর করা হয় বলে খবর। এদিকে দীর্ঘক্ষণ পথ অবরোধ চলার জেরে বন্ধ হয়ে যায় ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কের যান চলাচল। পরে পুলিসি তৎপরতায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। ঘটনার পর গঙ্গারামপুর থানার পুলিস ঘাতক বাস ও বাইক উদ্ধার করার পাশাপাশি মৃত ব্যক্তির দেহ ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট সদর হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়।

রেডিও কলার থাকা সত্ত্বেও কেন অধরা ঝাড়গ্রামের বাঘিনী

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ২১ ডিসেম্বর ঃ একে শ্যাডো জোন, তার উপর বিভিন্ন উচ্চতায় পাহাড়ঘেরা জঙ্গল। সেসব দুর্গম এলাকায় অনেক সময় কাজ করছে না স্যাটেলাইট নিয়ন্ত্রিত জিপিএস। ফলে রেডিও কলার পরানো থাকলেও ঝাড়খণ্ড থেকে ঝাড়গ্রামের সীমানায় ঢুকে পড়া রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার জিনাতের সঠিক অবস্থান চিহ্নিত করতে হিমশিম অবস্থা বনদপ্তরের। এবার নামানো হয়েছে থার্মাল ড্রোন ক্যামেরা। তবে ঝাড়গ্রামবাসীর আতঙ্ক আরও বাড়িয়েছে জিনাতের আরেক দোসরের গতিবিধি। বাঘিনীর পিছুপিছু যমুনা নামে আরও একটি বছর আড়াইয়ের বাঘিনী ওড়িশার সিমলিপাল থেকে বাংলার দিকে আসছে বলে গুজব ছড়িয়েছে। যদিও এই নিয়ে আশ্বস্ত করেছে বনদপ্তর। বেলপাহাড়ির পাহাড়, জঙ্গল ঘেরা শ্যাডো জোনে কাজ করে না মোবাইল নেটওয়ার্ক। প্রায়ই হারিয়ে যাচ্ছে স্যাটেলাইট সংযোগও। ফলে বাঘিনীর গলায় রেডিও কলার থাকলেও জিপিএসে সবসময় তার সিগন্যাল পাওয়া যাচ্ছে না। আর এর ফলেই প্রতিনিয়ত বাঘিনীটির অবস্থান চিহ্নিত করা যাচ্ছে না। আর এবার তাই জিনাতকে পাকড়াও করতে নিয়ে আসা হয়েছে থার্মাল ড্রোন ক্যামেরা। এই ক্যামেরার সাহায্যে ইনফ্রারেড রশ্মি পাঠিয়ে তার অবস্থান জানার চেষ্টা চলছে। এই রশ্মি তাপমাত্রার হেরফেরেও কাজ করতে পারে। তাতেই বাঘের অবস্থান জানা সম্ভব বলে আশাবাদী বনদপ্তর। রাজ্য বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা বলেন, পাহাড়-জঙ্গল ঘেরা অবস্থানের জন্য সব সময় সিগন্যাল পাওয়া যায় না। তার ফলে বাঘিনীটির অবস্থান অনবরত জানা যাচ্ছে না। কিন্তু বনদপ্তর সব সময় ট্রাকে আছে। বনদপ্তরের লোকজন অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন। এখানে একটাই বাঘ আছে। বাকিটা গুজব ছড়ানো হচ্ছে। আরেকটি যে বাঘিনীর কথা বলা হচ্ছে সেটি ওড়িশার সিমলিপাল জঙ্গলে আছে। জনস্বার্থে সবার উদ্দেশ্যে বলব, গুজব ছড়িয়ে অকারনে মানুষকে আতঙ্কিত করবেন না। থার্মাল ড্রোন ক্যামেরাও আনা হয়েছে যাতে বাঘিনীটিকে ট্রেস করা যায়। অন্যদিকে, ঝাড়গ্রামের ডিএফও উমর ইমামের বক্তব্য, আমরা চব্বিশ ঘন্টা মনিটরিং করছি। পুরো টিম আমাদের প্রস্তুত আছে। আতঙ্কের কোন কারণও নেই। বাঘ একটাই আছে। এদিকে জিনাতের পিছুপিছু আড়াই বছরের আরেক বাঘিনী ওড়িশার সিমলিপাল থেকে বাংলার দিকে আসছে বলে একটা গুজব ছড়িয়েছে। তার জেরে বেলপাহাড়ির জঙ্গল লাগোয়া গ্রামগুলিতে আরও আতঙ্ক ছড়িয়েছে। যদিও বনদপ্তর জানিয়েছে, বেলপাহাড়িতে একটি বাঘিনীরই অস্তিত্ব মিলেছে এখনও পর্যন্ত। অন্য বাঘিনীর অবস্থান নিয়ে গুজব ছড়ানো হচ্ছে। বনদপ্তরের একটি সূত্রে জানা গেছে, ওড়িশার সিমলিপাল রিজার্ভ ফরেস্ট এলাকা থেকে যমুনা নামে একটি বাঘিনী ১৬ ডিসেম্বর বেরিয়ে গিয়েছে। তবে সেটি এখনো সিমলিপাল এলাকার জঙ্গলেই রয়েছে। অন্য কোথাও তার গতিবিধি নেই।

বড়মার অনলাইনের পুজোর নামে লক্ষ টাকা প্রতারণা, ধৃতের পুলিশ হেফাজত

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ২১ ডিসেম্বর ঃ প্রতারকদের খপ্পর থেকে দেবদেবীদেরও মুক্তি নেই। এবার বড়মার অনলাইনের পুজোর নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ উঠল! নৈহাটি বড় কালী পুজো সমিতির তরফে শুক্রবার নৈহাটি থানায় এমনই অভিযোগ দায়ের হলে রাতেই অভিযুক্তকে হুগলির রিষড়া ষষ্ঠীতলার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতের নাম সুরজিত কুন্ডু। শনিবার ধৃতকে বারাকপুর আদালতে পেশ করা হলে তিন দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। বারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি নর্থ গণেশ বিশ্বাস বলেন, ধৃত কতদিন ধরে এই প্রতারণা চালাচ্ছিল, কত টাকা প্রতারণা করছে তা জানতে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ধৃতের কাছ থেকে ল্যাপটপ-সহ ব্যাঙ্কের নথি উদ্ধার হয়েছে বলেই পুলিশ সূত্রে খবর। সেগুলি খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। কয়েকমাস আগেই 'জয় বড় মা' অ্যাপ চালু করেছে নৈহাটি বড়কালী পুজো সমিতি। অনলাইনে সরকারিভাবে এই অ্যাপের মাধ্যমে পুজো দিতে গেলে প্রণামী বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু, গত বৃহস্পতিবার পুজো সমিতির সম্পাদকের কাছে কানাডা থেকে এক ভক্ত জানায় 'অনলাইন পুজো' নামে একটি ওয়েবসাইটে বড়মার পুজোর নামে ১০০১ টাকা থেকে ৫০০১ টাকা পর্যন্ত নেওয়া হচ্ছে। এরপরই পুজো সমিতির সদস্যরা জানতে পারেন বহু ভক্তই ওই ভুয়ো ওয়েবসাইটে পুজো দিয়ে প্রচারিত হয়েছেন।

বর্ধমানে ধৃত ভুয়ো চিকিৎসক পিতা-পুত্র

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ২১ ডিসেম্বর ঃ দুই ভুয়ো চিকিৎসককে গ্রেফতার করল পুলিশ। সম্পর্কে তাঁরা পিতা-পুত্র। বাবার নামের পাশে ডিগ্রি হিসাবে লেখা 'এমবিবিএস'। ছেলের নামের পাশে ডিগ্রি লেখা নেই, তবে বড় বড় অক্ষরে লেখা 'জেনারেল ফিজিশিয়ান'। দু'জনের কেউই অবশ্য ডাক্তারি পাশ করেননি। কিন্তু জমিয়ে বাড়িতে ডাক্তারির 'ব্যবসা' করতেন। বর্ধমানে বেসরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থায় বেনিয়মের অভিযোগ করে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন স্থানীয় বিধায়ক খোকন দাস। এমনকি, সিএমওএইচকে ঘেরাওয়ের হুমকিও দেন। ঘটনাচক্রে, তার পরেই গ্রেফতার হলেন দুই ভুয়ো চিকিৎসক। বর্ধমান শহরের লক্ষ্মীপুর মাঠ এলাকায় একটি নীল রঙের বাড়ির নীচের তলায় 'ডাক্তারখানা'। তাতে রোগী দেখেন একে প্রসাদ এবং ডিকে দীপক। একে প্রসাদের নামের পাশে লেখা, 'এমবিবিএস'। ডিকে দীপকের নামের পাশে লেখা জেনারেল ফিজিশিয়ান। পিতা-পুত্রের পসার ভালই। শুক্রবার যখন ওই বাড়িতে পুলিশ পৌঁছায়, তখনও জনা দশ রোগী অপেক্ষা করছিলেন ডাক্তার দেখাবেন বলে। দু'জনেই ভুয়ো চিকিৎসক বলে অভিযোগ। তাঁরা যথাযথ কাগজপত্র ছাড়াই 'ক্লিনিক' চালু করেছেন। সেখানে ছোটখাটো অস্ত্রোপচারও হয়। স্থানীয় সূত্রে খবর, দুই 'ডাক্তার' সম্পর্কে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে লিখিত অভিযোগ করেন ওই এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা। তার পরেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। শুক্রবার পুলিশ খোঁজখবর করতে গিয়ে দেখে চিকিৎসকের রেজিস্ট্রেশন বা ক্লিনিকের নথি, অভিযুক্তদের কাছে সে সব কিছুই নেই। এর পরই বাবা-ছেলেকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাঁদের গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ সূত্রের খবর, একটি তিনতলা বাড়ির মালিক ধৃতেরা। বাড়ির একতলায় তাঁদের ক্লিনিক ছিল। ঠিক উল্টো দিকেই রয়েছে একটি ওষুধের দোকান। সেটি আবার ধৃত 'এমবিবিএস চিকিৎসকের' ছোট ছেলের। ভুয়ো কাগজ নিয়ে ডাক্তার সেজে লোক ঠকানোর অভিযোগে বাবা-ছেলেকে শনিবার আদালতে তোলা হচ্ছে। জানা যাচ্ছে, এর আগে ২০১৭ সালে ধৃতদের এক জন পুলিশের জালে ধরা পড়েছিলেন। কিন্তু ছাড়া পেয়ে আবার জমিয়ে ডাক্তারি শুরু করেন। ধৃত একে প্রসাদ জানান তাঁর পুরো নাম অশোককুমার প্রসাদ। তাঁর দাবি, তিনি ছোট থেকে বিহারে পড়াশোনা করেছেন। সেখানকার কলেজে পড়াশোনা শেষ করে সিএমএস, সিডিপি (কমিউনিটি মেডিক্যাল সার্ভিস) সংক্রান্ত ডিগ্রি অর্জন করেছেন। কিন্তু ওই ডিগ্রি নিয়ে চিকিৎসা করা যায় কি না, সেই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অভিযুক্তর সাফাই, একটি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে সহকারী হিসাবে কাজ করতেন। ছেলে বাড়িতে ক্লিনিক চালু করেন। তারপর থেকে ছেলের ক্লিনিকেই 'প্র্যাকটিস' শুরু করেন তিনি। কিন্তু নামের পাশে কেন ভুয়ো ডিগ্রি লেখা, তার কোনও জবাব দিতে পারেননি প্রসাদ।

সিপিআইএমের ২৬ তম জেলা সম্মেলনে, সেলিম

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২১ ডিসেম্বর ঃ জলপাইগুড়ি ২১ থেকে ২২ ডিসেম্বর জলপাইগুড়িতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে সিপিআইএম দলের ২৬ তম জেলা সম্মেলন। এই উপলক্ষ্যে শনিবার শহরের রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক প্রকাশ্য সমাবেশে বক্তব্য রাখতে উঠে দলের রাজ্যে সম্পাদক মোঃ সেলিম রাজ্যে, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির ব্যাখ্যা করেন উপস্থিত দলীয় কর্মী সমর্থকদের মাঝে। এদিনের ভাষণে মোঃ সেলিম বলেন, আজ যারা সংবিধান রক্ষার কথা বলছেন তাদের অনেকেই সংবিধান মানেন না, গণতন্ত্র মানেন না, আর এই না মানার পরিণাম কি হতে পারে সেটা আমরা বর্তমান বাংলাদেশের অবস্থা দেখেই বুঝতে পারছি। কে একজন সুতো টানলো, হাসিনাকে সরিয়ে দিয়ে অসাংবিধানিক ভাবে গণতন্ত্রকে হত্যা করে ইউনূসকে বসিয়ে দিলো। আজ এমন ঘটনা থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। এই দেশকে যদি সুষ্ঠ এবং শান্তিপূর্ণ ভাবে চালাতে হয়, তাহলে অনেক বিষয়ে গলদ থাকলেও আমাদের সংবিধান মেনেই চালাতে হবে। বিধানের গলদ প্রসঙ্গে এই বর্ষীয়ান কমিউনিস্ট নেতা বলেন, এই সংবিধানে, অনেক কিছুই নেই, নেই কাজের অধিকার, নেই শ্রমজীবী মানুষের জীবন জীবিকার সুরক্ষা, নেই সমাজের দুর্বল শ্রেনীকে আর্থিক ভাবে শক্তিশালী করার মতো আইন। তবুও এক দেশ এক জাতীয় সঙ্গীত কে টিকিয়ে রাখতে হলে আমাদের এই সংবিধানকে মেনেই দেশ চালাতে হবে। এদিনের সমাবেশ মঞ্চে অন্যান দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিদায়ী সম্পাদক সলিল আচার্য, শিলিগুড়ির থেকে আগত জীবিতেশ সরকার, ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্ব জিয়াউর আলম প্রমুখ।

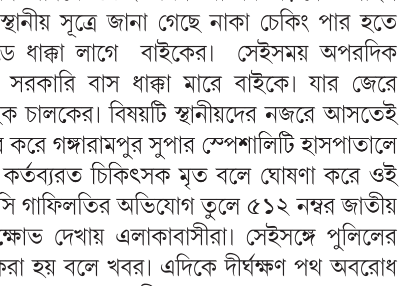

বৃষ্টিতে নতুন করে আলু চাষে ক্ষতির আশঙ্কা করছেন হুগলির চাষীরা

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২১ ডিসেম্বর ঃ একটানা ঝিরিঝিরি বৃষ্টি। সারাদিন একই ছবি। হুগলির তারকেশ্বর থেকে হরিপাল, ধনিয়াখালি, সিঙ্গুর, জাঙ্গিপাড়া-সহ জেলার একাধিক ব্লকে রাত থেকেই শুরু হয়েছে বৃষ্টি। তাতেই নতুন করে আলু চাষে ক্ষতির আশঙ্কা করছেন চাষীরা। আলুর বীজ জমিতে বসানো থেকে আলু পরিপক্ক হতে সময় লাগে ৭০ থেকে ৮০ দিন। এ বছর এমনিতেই আলু চাষ পিছিয়েছে ১৫ থেকে ২০ দিন। আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনার কারণে হুগলি জেলায় দীর্ঘ সময় ধরে বিক্ষিপ্তভাবে আলুর বীজ বসানো হয়েছে। তাই বর্তমানে কোনও জমিতে আলু গাছের বয়স ১৫ দিন, তো কোনও জমিতে ১ মাস। এবার অকাল নিম্নচাপে নতুন করে সিঁদুরে মেঘ দেখতে শুরু করেছেন চাষীরা। অন্যদিকে আবার কোল্ড স্টোরে মজুত আলু নিয়ে দুশ্চিন্তায় ব্যবসায়ী থেকে কৃষকেরা। কয়েকদিন বাদেই বাজারে চলে আসবে নতুন আলু। কিন্তু, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্টোরগুলির মতো চন্দ্রকোনার কোল্ড স্টোর গুলি এখনও মজুত লক্ষ লক্ষ প্যাকেট পুরনো আলু। এই আলুর ভবিষ্যত কী হতে চলেছে তা ভেবেই কূল কিনারা পাচ্ছেন না চাষী থেকে ব্যবসায়ীরা। সূত্রের খবর, শুধু পশ্চিম মেদিনীপুরে হিমঘরগুলিতেই এখনও ১ লক্ষ ৬৫ হাজার মেট্রিক টন আলু মজুত রয়েছে। এর মধ্যে চন্দ্রকোনা এক ও দুই নম্বর ব্লক মিলিয়ে কোল্ড স্টোর গুলিতে এখনও মজুত রয়েছে ১০ লক্ষ ৮১ হাজার ৬২০ আলুর প্যাকেট। দ্রুত সেগুলিকে বাজারে বের করা না হলে নতুন আলুর তুলতে যে রীতিমতো বেগ পেতে হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে ব্যবসায়ীরা বলছেন, হাওড়া- হুগলির আলু কলকাতায় গেলেও পশ্চিম মেদিনীপুরে যে ধরনের আলু উৎপাদন হয় তা কলকাতার বাজারে যায় না। যায় মূলতঃ ঝাড়গ্রামের সীমানা হয়ে ঝাড়খণ্ড এবং ছত্তীশগড়ে। কিন্তু, রফতানি বন্ধ থাকায় সেই দরজাও বন্ধ।

রাশিয়ার একাধিক বহুতলে ড্রোন হামলা ইউক্রেনের

মস্কো, ২১ ডিসেম্বর ঃ রাশিয়ার কাজানে একাধিক বহুতলে ড্রোন হামলা চালাল ইউক্রেন । অনেকটা ৯১১-র ধাঁচেই বহুতলগুলিতে হামলা চালানো হয়েছে বলে দাবি। শনিবার সকাল থেকে ধাপে ধাপে ড্রোন হামলা হয়েছে। সম্প্রতি রাশিয়ার 'ব্রিকস' সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই শহরেই। সেই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। মস্কো থেকে প্রায় ৮০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত কাজান শহরটি। মস্কোর দাবি, ইউক্রেন এই ড্রোন হামলা চালিয়েছে। যদিও রাশিয়ার আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বেশ কয়েকটি ড্রোনকে তৎপরতার সঙ্গে ধ্বংস করেছে বলে দাবি করা হয়েছে। তবে নিজেদের নিরাপত্তা নীতির স্বার্থে এই হামলা নিয়ে কিছু জানায়নি ইউক্রেন। প্রশাসনের তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, মোট ৮টি ড্রোন কাজান শহরে হামলা চালিয়েছে। যার মধ্যে ৬টি ড্রোনই হামলা চালিয়েছিল আবাসিক বহুতলগুলিতে। তবে এই হামলায় এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। এই ঘটনার পরই নিরাপত্তার স্বার্থে সাময়িকভাবে বিমান ওঠা-নামা বন্ধ করে দেওয়া হয় কাজান বিমানবন্দরে। এমনকি শনি ও রবিবার সমস্ত সমাবেশও বাতিল করা হয়েছে।

খাওয়া-দাওয়া

মোরগ মোসাল্লাম কেমন বানাবেন

উপকরণঃ মুরগি দেড় কেজি ওজনের ১টি, টক দই আধা কাপ, তেল আধা কাপ, পেঁয়াজকুচি আধা কাপ, আদাবাটা ১ টেবিল চামচ, রসুনবাটা ২ চা-চামচ, পেঁয়াজবাটা ২ টেবিল চামচ, পোস্তদানাবাটা ১ টেবিল চামচ, কিশমিশবাটা ১ টেবিল চামচ, জায়ফলবাটা আধা চা-চামচ, জয়ত্রীবাটা আধা চা-চামচ, পেস্তাবাদামবাটা ১ টেবিল চামচ, কাঠবাদামবাটা ১ টেবিল চামচ, কাজুবাদামবাটা ১ টেবিল চামচ, শাহি জিরাবাটা ১ চা-চামচ,

জিরাবাটা ১ চা-চামচ, সাদা গোলমরিচের গুঁড়া ১ চা-চামচ, দারুচিনি ৪ টুকরা, ছোট এলাচি ৪টি, বড় এলাচি ২টি, লবঙ্গ ৭-৮টি, তেজপাতা ২টি, টমেটো সস ২ টেবিল চামচ, গরম জল ১ কাপ, ঘন দুধ আধা কাপ, ঘি ৪ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ বেরেস্তা আধা কাপ, গরমমসলার গুঁড়া ১ চা-চামচ, আলুবোখারা ৫টি, চিনি ১ চা-চামচ (না দিলেও হবে), লবণ পরিমাণমতো।

প্রণালিঃ মুরগির চামড়া ছাড়িয়ে নিন। ভালোমতো পরিষ্কার করে কাটা চামচ দিয়ে কেচে টক দই মাখিয়ে নিন। ডানা ও দুই পা সুতা দিয়ে বেঁধে নিন। তেল গরম করে পেঁয়াজ ভেজে নিন। সব বাটা মসলা, সাদা গোল মরিচের গুঁড়া, গরমমসলা দিয়ে কয়েকবার কষিয়ে নিন। টমেটো সস ও মুরগি দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করুন।
গরম জল দিয়ে দিন। ঢেকে মাঝারি আঁচে রান্না করুন। জল কমে এলে দুধ ও ঘি দিয়ে অল্প আঁচে রান্না করুন। আলুবোখারা দিন। চাইলে চিনি দিতে পারেন, ঝোল কমে এলে বেরেস্তা ও গরমমসলার গুঁড়া দিন। কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে নামাতে হবে। পাত্রে ঢেলে বেরেস্তা ও পেস্তাবাদামকুচি ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

‘স্বামী ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ৫০ জনকে দিয়ে তাঁকে ধর্ষণ করিয়েছিলেন’

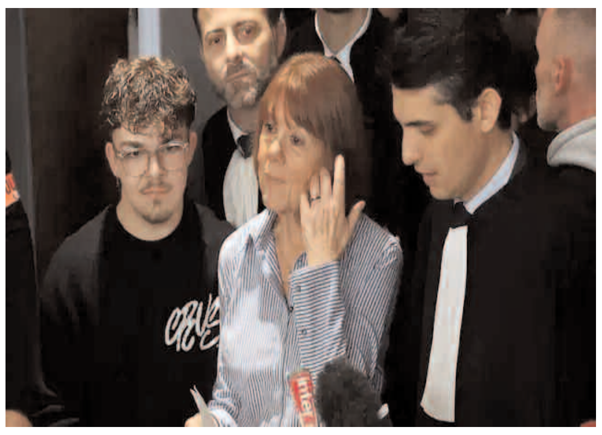

ফ্রান্সের অ্যাভিগনোনের কাচ আর কংক্রিটে তৈরি আদালত ভবনের বাইরে ব্যস্ত রিং রোড। পাশের ফুটপাতে প্রতিদিন শরতের ঠান্ডা হওয়া গায়ে মেখে একদল নারী এসে জড়ো হতেন। সকাল থেকে তাঁদের সারি লম্বা হতো, চলত সন্ধ্যা পর্যন্ত। এভাবে দিনের পর দিন আদালতের পাশের এ ফুটপাতে জড়ো হতেন নানা শ্রেণি-পেশার নারী। তাঁদের মধ্যে কেউ আবার ফুল নিয়ে আসতেন। আর কাচের দরজার ভেতর দিয়ে সিঁড়ি ভেঙে যখন হেঁটে আসতেন গিস লে পেলিকোত, তখন সমবেত নারীরা তাঁকে করতালি দিয়ে সাধুবাদ জানাতেন। সাহস করে কেউ তাঁর কাছে গিয়ে কথা বলারও চেষ্টা করতেন। কেউ উচ্চস্বরে বলে উঠতেন, ‘আমরা তোমার পাশে আছি গিস লে। বুকে সাহস রাখ।’ এসব নারীর বেশির ভাগই আদালত ভবনে জনসাধারণের জন্য সংরক্ষিত কক্ষে একটি আসন পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতেন। প্রতিদিন কক্ষটি মানুষের উপস্থিতিতে কানায় কানায় ভরে উঠত। কক্ষে তাঁরা একটি মামলার বিচারকাজ দেখার সুযোগ পেতেন। অধীর আগ্রহে থাকতেন একজন বয়োবৃদ্ধ নারীর সাহসিকতার সাক্ষী হয়ে থাকতে। এদিকে আদালতকক্ষে চুপচাপ বসে থাকতেন পেলিকোত আর তাঁর চারপাশে থাকতেন তাঁকেই ধর্ষণ করার অভিযোগ ওঠা কয়েক ডজন আসামি। বার্তা সংস্থা এএফপির এক খবরে বলা হয়েছে, স্বামীর সঙ্গে অ্যাভিগনোন শহরের মাজান এলাকায় থাকতেন পেলিকোত। উচ্চশক্তির ঘুমের ওষুধ খাইয়ে অচেতন করে অন্য পুরুষদের দিয়ে তাঁকে ধর্ষণ করাতেন তাঁরই স্বামী ডোমেনিক পেলিকোত। নির্মম এ ঘটনার শুরু ২০১১ সালে। বর্তমানে পেলিকোতের বয়স ৭২ বছর। গতকাল বৃহস্পতিবার ফ্রান্সের আদালতে পেলিকোত ধর্ষণ মামলার রায় হয়েছে। এতে তাঁর স্বামীকে ২০ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। পাশাপাশি আরও ৫০ জনকেও ৩ থেকে ১৫ বছর মেয়াদে দণ্ড দেওয়া হয়েছে। আদালতে নিয়মিত ওই ধর্ষণ মামলার বিচার দেখতে আসা ব্যক্তিদের একজন ৫৪ বছর বয়সী ইসাবেলা মুনিয়ের। তিনি বলেন, ‘আমি তাঁর (পেলিকোত) মধ্যে নিজেকে দেখতে পাই। বিচারের মুখোমুখি হওয়া অভিযুক্ত পুরুষদের মধ্যে আমার এক বন্ধুও ছিলেন। এটি ছিল আমার জন্য খুব জঘন্য বিষয়।’ সাদজিয়া জিমলি নামের ২০ বছর বয়সী এক তরুণী বলেন, ‘পেলিকোত নারীদের জন্য আদর্শ হয়ে উঠেছেন।’

তবে আদালত প্রাঙ্গণে নারীরা শুধুই বিচারকাজ দেখতে যেতেন, তা নয়। এর পেছনে আরও কারণ ছিল। সর্বোপরি তাঁরা বেশ কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজছিলেন। ফ্রান্সের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ধর্ষণের ঘটনা এটি। এ ঘটনায় অ্যাভিগনোনের আদালত প্রাঙ্গণে যেসব নারী আসতেন, তাঁরাসহ ফ্রান্সের অনেক নারীর মাথায় এখন দুটি মৌলিক প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। প্রথমটি সহজাত।

এ প্রশ্নের তির ফরাসি পুরুষদের দিকে। কেউ কেউ পুরো পুরুষ জাতির দিকেই আঙুল তুলছেন। কেউবা শুধু ওই ৫০ জনের কথা বলছেন, যাঁরা কি না একজন নারীকে ধর্ষণ করার অপ্রত্যাশিত আহ্বান লুফে নিতে একপায়ে খাড়া ছিলেন। একেবারেই পরিচিত এক ব্যক্তির বাড়ির শোবার ঘরে অচেতন হয়ে পড়ে ছিলেন ওই নারী। দ্বিতীয় প্রশ্নটির উৎপত্তি প্রথম প্রশ্ন থেকেই। যৌন নির্যাতনের ক্ষেত্রে জোরজবরদস্তি ও মাদক খাইয়ে ধর্ষণের মতো ঘটনা মোকাবিলায় লজ্জা ও সম্মতি সম্পর্কে কুসংস্কার এবং অজ্ঞতাকে চ্যালেঞ্জ করার বিষয়ে এ বিচার কত দূর যাবে? সহজ ভাষায় বললে, পেলিকোত সাহস ও দৃঢ় সংকল্পের মাধ্যমে এ মামলার বিচারকাজ প্রকাশ্যে করার অনুরোধ জানান। তাঁর অনুরোধেই প্রকাশ্যে শুনানি হয়েছে। ধর্ষণের ঘটনায় ভুক্তভোগীই সাধারণত লজ্জা ও সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হন। কিন্তু প্রকাশ্য বিচারের মাধ্যমে গিস লে বিষয়টিকে উল্টে দিতে চেয়েছেন। তাঁর চাওয়া ছিল অপরাধীরা যাতে লজ্জা পান। গিস লের এ প্রচেষ্টা কি বড় কোনো পরিবর্তন নিয়ে আসবে? মুখোশের বাইরে অপরাধীরাদীর্ঘ সময় ধরে চলা এ বিচারকাজে আদালত প্রাঙ্গণে একটি ভিন্ন রকম আবহ তৈরি হয়। গত সপ্তাহগুলোয় অ্যাভিগননের বিচারকেন্দ্র প্যালেস ডি জাস্টিসের মধ্যে অদ্ভুত স্বাভাবিকতা বিরাজ করেছিল। অপরাধীদের মুখগুলো সব সময় মুখোশের আড়ালে লুকোনো ছিল না। টেলিভিশন ক্যামেরা ও আইনজীবীদের ভিড়ে একদম সাধারণ মানুষের মতোই অনেক সময় অভিযুক্ত ধর্ষকেরা ঘুরে বেড়িয়েছেন। এ চেহারাগুলো শুরুর দিকে তোলপাড় সৃষ্টি করলেও একসময় যেন সাধারণ হয়ে উঠেছিল। বিচারচলাকালে দেখা গেছে, পেলিকোতকে ধর্ষণে অভিযুক্তরা আদালত প্রাঙ্গণের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, গল্প করছেন, হাসি-ঠাট্টা করছেন, কফি খাচ্ছেন বা রাস্তার ওপারে একটি ক্যাফে থেকে ফিরছেন। এর মধ্য দিয়ে তাঁরা বোঝানোর চেষ্টা করছেন যে, তাঁরা নিতান্তই সাধারণ মানুষ। তাঁদের মনোভাব এমন যে, তাঁরা সংঘবদ্ধভাবে যৌন সম্পর্ক করার জন্য অনলাইনে সুযোগ খুঁজছিলেন। আর ঘটনাচক্রে একটি অপ্রত্যাশিত ঝামেলায় ফেঁসে গেছেন।

বিরিয়ানির দোকানের হাঁড়ি লাল কাপড়ে জড়ানো থাকে কেন

বিরিয়ানির দোকানের সামনে লাল কাপড়ে জড়ানো বড়সড় একটা পাতিলে সাধারণত বিরিয়ানি রাখা হয়ে থাকে। কিন্তু লাল কাপড়ে কেন জড়ানো হয় সেই বিরিয়ানির হাঁড়ি? কী এর রহস্য? কখনো ভেবে দেখেছেন কি? ঐতিহ্যগতভাবেই বিরিয়ানির হাঁড়িতে লাল কাপড় জড়ানো হয়। বছরের পর বছর ধরে এই ধারাই চলছে। লাল কাপড় জড়ানো এই হাঁড়ি দেখেই ক্রেতারা বুঝতে পারেন, এটি একটি বিরিয়ানির দোকান। বহু যুগের এই প্রথায় বিরিয়ানির ‘ট্রেডমার্ক’ হয়ে উঠেছে এই লাল কাপড়। তবে বিরিয়ানির হাঁড়িতে লাল কাপড় জড়ানোর ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা খুঁজতে হলে আপনাকে চলে যেতে হবে মোগল আমলে। ইতিহাস বলছে, সম্রাট হুমায়ূন যখন ইরানে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তখন তাঁকে যে রুপালি পাত্রে খাবার পরিবেশন করা হতো, তা লাল কাপড়ে ঢাকা থাকত। আভিজাত্যময় সেই পরিবেশনা থেকেই এই রীতি পরে তাঁর সাম্রাজ্যে প্রচলন পায়। রাজকীয় বিরিয়ানির হাঁড়িতে লাল কাপড় জড়ানোর সেই প্রথাটিই হয়তো আজও রয়ে গেছে এ অঞ্চলে। লাল রঙের সঙ্গে খানদানি ব্যাপারটা জড়িয়ে আছে। বিরিয়ানির হাঁড়ির জন্য তাই এই রংটাই বেছে নেওয়া হয়েছিল। আর খানদানি ভাবখানা প্রকাশ করতে গিয়ে বাড়তি একটু সুবিধাও পাওয়া যায়। হাঁড়িটা বেশ গরম থাকে। অর্থাৎ, লাল রংটা গাঢ় হওয়ায় তা হাঁড়ির উত্তাপ ধরে রাখতে সহায়তা করে। আভিজাত্যের সঙ্গে লাল রঙের সম্পর্কটা অবশ্য অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রকাশিত হয়। যেমন, বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্য লালগালিচা সংবর্ধনার কথা আমরা জানি। তবে আভিজাত্যের প্রতীক হয়ে ওঠা এই বিরিয়ানির হাঁড়ির লাল কাপড়ের ঐতিহ্যের সঙ্গে কি আরও কোনো বিষয় জড়িত থাকতে পারে? নাকি সবাই এভাবেই ভাবেন? লাল কাপড় ক্রেতাকে আকর্ষণ করে। লাল কাপড়ে জড়ানো থাকায় দূর থেকেও মানুষের চোখে পড়ে দোকানে বিরিয়ানির হাঁড়ি। আর লাল কাপড় জড়ানো থাকলে ক্রেতারা বুঝতে পারেন, বিরিয়ানির দোকানটি খোলা আছে। অর্থাৎ, এখানে গেলে বিরিয়ানি পাওয়া যাবে। ঠিক যেমন আধুনিক রেস্তোরাঁর সামনে ‘ওপেন’ কথাটি লেখা থাকে। এই লাল কাপড়ে জড়ানো হাঁড়িটা সেই শব্দখানারই নিঃশব্দ প্রকাশ। তবে পুরোনো দিনের মানুষের কাছে লাল কাপড়ের এক ভিন্ন ব্যাখ্যাও জেনেছেন তিনি। খারাপ নজর থেকে খাবারটাকে রক্ষা করতে লাল কাপড় কাজে লাগানো হয়, এমন বিশ্বাসের প্রচলন রয়েছে। লাল কাপড়ে ঢাকা হাঁড়ি বিরিয়ানির পরিচয় বহন করে। একটা দোকানের হাঁড়িতে কী আছে, তা এই কাপড়টা দিয়েই বোঝা যায়। তা ছাড়া লাল কাপড়ে জড়ানো হলে হাঁড়িটি সুন্দর দেখায়।

গাড়ি চালিয়ে হামলা, হত ২

জার্মানিতে আবারও ক্রিসমাস মার্কেটে (বড়দিন উপলক্ষে বসা বাজার) গাড়ি চালিয়ে হামলার ঘটনা ঘটেছে। দেশটির সাক্সেন-আনহাল্ট রাজ্যের রাজধানী মাগডেবুর্গে স্থানীয় সময় শুক্রবার সন্ধ্যায় এ হামলার ঘটনা ঘটেছে। এ সময় ২ জন নিহত ও ৬৮ জন আহত হয়েছেন। হামলার পর জার্মান পুলিশ সৌদি আরবের নাগরিককে আটক করেছে। পুলিশ বলছে, তিনি ২০০৬ সালে থেকে জার্মানিতে বসবাস করছিলেন। তিনি সম্প্রতি বার্নবার্গে একজন চিকিৎসক হিসেবে কাজ করেছিলেন। তাঁর বয়স ৫০ বছর। জার্মানির কয়েকটি সংবাদ মাধ্যম বলছে, সন্দেহভাজন হামলাকারীর নাম তালেব এ। তিনি মনোরোগ বিশেষজ্ঞ। রয়টার্সের খবর বলছে, এই হামলার ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছে সৌদি আরব। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে এই নিন্দা জানায়। ২৫ ডিসেম্বর বড়দিনের আগে ইউরোপজুড়ে ছোটবড় শহরে ‘ক্রিসমাস মার্কেট’ প্রাচীন ঐতিহ্য। বড়দিনের আগে উৎসবমুখর পরিবেশে এসব মার্কেটে হাতে তৈরি নানা সামগ্রী থেকে শুরু করে শীতকালীন বস্ত্র, কেকজাতীয় খাবার বা মিষ্টান্ন ও নানা ধরনের পানীয় পাওয়া যায়। এ ছাড়া সংগীতানুষ্ঠান হয়ে থাকে। গতকাল সন্ধ্যায় মাগডেবুর্গ শহরে ‘ক্রিসমাস মার্কেট’ জমজমাট হয়ে উঠেছিল। সন্ধ্যা ৭টার কিছু পরেই একজন গাড়িচালক অসংখ্য মানুষের মধ্য দিয়ে মার্কেটের ভেতরে প্রায় ৪০০ মিটার পথ গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যান। এরপর জার্মানির নানা শহরে ‘ক্রিসমাস মার্কেটগুলো’ আতঙ্কে বন্ধ করে দেওয়া হয়। পুলিশ আরও বলেছে, এই হামলাকারী জঙ্গিবাদী কি না, সে বিষয়ে তাদের কাছে কোনো তথ্য নেই। তবে তদন্ত চলছে। হামলার ঘটনার পর ম্যাগডেবুর্গ পুলিশ এলাকাটি ঘেরাও করে রাখে। কারণ, পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, ওই গাড়িতে বিস্ফোরক রয়েছে বলে সন্দেহ করা হয়েছে। ২০১৬ সালের ১৯ ডিসেম্বর বার্লিনে ‘ক্রিসমাস মার্কেটে’ তিউনিসিয়ার এক নাগরিক গাড়ি চালিয়ে হামলা করে। এ সময় ঘটনাস্থলে ১২ জন নিহত হয়েছিলেন। পরে আহত আরও একজন মারা যান। আইএস এই হামলার দায় স্বীকার করেছিল। ম্যাগডেবুর্গ শহরের মেয়র সিমোন বোরিস বলেছেন, ‘আমি গভীরভাবে মর্মাহত। আমি কখনোই ভাবতে পারিনি যে ম্যাগডেবুর্গ শহরে এমন একটি ঘটনা ঘটবে।’ ম্যাগডেবুর্গ শহরের ক্যাথলিক বিশপ গেরহার্ড ফেইজ হতাশা জানিয়েছেন। এই হামলা ভীতিকর বলে মন্তব্য করেন তিনি। জার্মানির চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎজ হামলায় হতাহত ব্যক্তিদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। তিনি আগামীকাল রোববার ম্যাগডেবুর্গ শহরে যাবেন বলে জানিয়েছেন।

মিয়ানমারের ‘ওয়াটারমেলন’ গুপ্তচর

‘ওয়াটারমেলন’বাংলায় যার অর্থ করলে দাঁড়ায় ‘তরমুজ’। বাইরে সবুজ, ভেতরটা টকটকে লাল। মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর সদস্যদের অনেকেই ‘ওয়াটারমেলন’ নামে পরিচিতি পেয়েছেন। তাঁরা দেশটির গণতন্ত্র রক্ষার লড়াইয়ে অংশ নেওয়া বিদ্রোহীদের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তি করছেন। বাইরে থেকে তাঁরা সামরিক বাহিনীর প্রতি অনুগত হলেও ভেতরেভেতরে কাজ করছেন বিদ্রোহীদের হয়ে, যাঁদের প্রতীকী রং লাল। মিয়ানমারের সেনাসদস্যদের অনেকের বিদ্রোহীদের পক্ষে কাজ করার তথ্য উঠে এসেছে ওয়ার্ল্ড সার্ভিসের অনুসন্ধানে। বেশ কয়েক বছর ধরে দেশটিতে জান্তা বাহিনীর সঙ্গে গণতন্ত্রপন্থী বিদ্রোহীদের লড়াই চলছে। এর মধ্যে গত ১২ মাসে গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে সেনাবাহিনী। মিয়ানমারের একচতুর্থাংশের কম অঞ্চল বর্তমানে তাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, এরপরও মানুষের জন্য ‘খুবই বিপজ্জনক’ এই জান্তা। গুপ্তচরবৃত্তি করা এমনই একজন সেনা কর্মকর্তা মেজর কিয়াও (ছদ্মনাম)। জান্তা বাহিনীর নৃশংসতার কারণে পক্ষ ত্যাগ করেছেন তিনি। কিয়াও বলেন, ‘নির্যাতনের শিকার বেসামরিক লোকজনের শরীরের আঘাতগুলো আমি দেখেছি। আমার চোখে জল চলে এসেছিল। নিজের দেশের মানুষের প্রতি তারা কীভাবে এতটা নিষ্ঠুর হতে পারে? আমাদের বেসামরিক লোকজনকে রক্ষা করার কথা ছিল। তবে আমরা এখন মানুষ হত্যা করছি। এটা এখন আর সেনাবাহিনী নেই, সন্ত্রাসী দলে পরিণত হয়েছে।’ ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে অং সান সু চির নির্বাচিত সরকারকে হটিয়ে মিয়ানমারের ক্ষমতা দখল করে জান্তা। জাতিসংঘের হিসাবে, তখন থেকে দেশটিতে ২০ হাজারের বেশি মানুষকে আটক করা হয়েছে। হত্যার শিকার হয়েছেন হাজার হাজার বাসিন্দা। জান্তা সরকারের এই নৃশংসতার জেরে শুরু হয় বিক্ষোভ। পরে তা রূপ নেয় সশস্ত্র লড়াইয়ে। পরে সেই লড়াইয়ে যোগ দেয় বিভিন্ন রাজ্যের বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলো। মেজর কিয়াও প্রথমে ভেবেছিলেন বিদ্রোহীদের পক্ষে সরাসরি লড়াইয়ে অংশ নেবেন। পরে স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেন, গুপ্তচর হয়ে কাজ করলে তা এই ‘বিপ্লবে’ সবচেয়ে বেশি কাজে আসবে। এরপর নিরাপদ সময়ে বেসামরিক সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর নেটওয়ার্ক পিপলস ডিফেন্স ফোর্সেসের (পিডিএফ) কাছে সামরিক বাহিনীর তথ্য ফাঁস করেন। এই তথ্য ব্যবহার করে বিদ্রোহীরা সামরিক বাহিনীর ওপর হামলা চালান বা নিজেদের সুরক্ষা করেন। অস্ত্র কেনার জন্য বিদ্রোহীদের নিজের বেতনের কিছু অংশও দেন কিয়াও। বাড়ছে ‘ওয়াটারমেলনের’ সংখ্যা গত নভেম্বরের মাঝামাঝি নাগাদ মিয়ানমারের ১৪ হাজারের বেশি গ্রাম নিয়ে একটি জরিপ করেছিল বিবিসি। এসব গ্রাম কাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, তা যাচাই করে দেখা হয়েছে ওই জরিপে। দেখা গেছে, সংঘাত শুরুর প্রায় চার বছর পর মিয়ানমারের মাত্র ২১ শতাংশ ভূখণ্ডে সামরিক বাহিনীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। আর ৪২ শতাংশ ভূখণ্ড নিয়ন্ত্রণ করছে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সশস্ত্র বাহিনী এবং বিভিন্ন প্রতিরোধী গোষ্ঠীর জোট। বাকি অঞ্চলগুলোয় দুই পক্ষের লড়াই চলছে। এমন পরিস্থিতিতে চলতি বছরের শুরুর দিকে নিজেদের পিছু হটার কথা স্বীকার করেন জান্তাপ্রধান মিন অং হ্লাইং।
এদিকে সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহীদের সঙ্গে আরও বেশি ‘ওয়াটারমেলন’ বা গুপ্তচর সেনাসদস্য যোগ দিচ্ছেন। এসব গুপ্তচরদের নিয়ে কাজ করার জন্য এবং আরও গুপ্তচর সংগ্রহের জন্য দুই বছর আগে একটি বিশেষ দল গঠন করেন বিদ্রোহীরা। সেই দলের একজন উইন আউং (ছদ্মনাম)। তিনি ওয়াটারমেলনদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন, সেগুলো যাচাই করেন এবং সংশ্লিষ্ট বিদ্রোহী নেতাদের কাছে পাঠিয়ে দেন। উইন আউং ছিলেন মিয়ানমারের একজন গোয়েন্দা কর্মকর্তা। ২০২১ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের পর বিদ্রোহীদের পক্ষ নেন তিনি। আউং বলেন, প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন ওয়াটারমেলন বিদ্রোহীদের পক্ষে যোগ দিচ্ছেন। তাঁদের সংগ্রহ করার কাজে মূল হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে। এই ওয়াটারমেলনদের মধ্যে সেনাসদস্য থেকে উচ্চপর্যায়ের সামরিক কর্মকর্তারাও রয়েছেন।

উত্তর পূর্বাঞ্চলের সার্বিক বিকাশে ব্যাংকগুলিকে দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবেঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী

আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর ঃ উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিকাশের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যাংকগুলি উত্তর পূর্বাঞ্চলকে শুধু ব্যবসার ক্ষেত্র হিসেবে দেখলে হবেনা। এই অঞ্চলের সার্বিক বিকাশে ব্যাংকগুলিকে দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে। শনিবার আগরতলায় একটি বেসরকারি হোটেলে উত্তর পূর্বাঞ্চল ব্যাঙ্কার্স সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ একথা বলেন। সম্মেলনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ার জন্য সংকল্পবদ্ধ। উত্তর পূর্বাঞ্চলের সম্পর্ণ বিকাশের মাধ্যমেই বিকশিত ভারত গড়ে উঠবে। বিকশিত ভারত গড়ার পাশাপাশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও উত্তর পূর্বাঞ্চল আগামীদিনে প্রবেশদ্বার হবে। এই বিকশিত ভারতের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের পাশাপাশি সমস্ত উত্তর পূর্বাঞ্চল রাজ্যগুলি এবং প্রত্যেক নাগরিকের আর্থিক সমৃদ্ধি।

বর্তমানে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রয়েছে। দেশের উন্নয়নের মূল স্রোতের সাথে যুক্ত হয়েছে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি। সম্মেলনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের পরিকাঠামো, কৃষি, এমএসএমই ও ব্যক্তিগত উদ্যোগীকে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলিকে আলাদাভাবে উত্তর পূর্বাঞ্চল রাজ্যগুলির প্রতি আন্তরিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা তৈরী করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

তিনি বলেন, উত্তর পূর্বাঞ্চলের পরিকাঠামো, বিমান, রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নয়নের ফলে এই অঞ্চলে বিকাশের ধারা উন্মোচিত হয়েছে। দেশের বিভিন্ন নামিদামী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিও উত্তর পূর্বাঞ্চলে বিনিয়োগের জন্য এগিয়ে আসছে। উত্তর পূর্বাঞ্চল ব্যাঙ্কার্স সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় ডোনার মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া, অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু, কেন্দ্রীয় ডোনার প্রতিমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার, ফিনান্সিয়াল সার্ভিস দপ্তরের সচিব এম নাগারাজু, কেন্দ্রীয় ডোনার মন্ত্রকের সচিব চঞ্চল কুমার, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সচিব গোবিন্দ মোহন, ডাক সচিব বন্দিতা কল সহ ব্যাংকের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

প্রয়াত প্রথিতযশা অসমিয়া গণশিল্পী সূর্য দাস, শোকাহত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ, রাজ্যের মন্ত্রী বিমল বরা সহ বহুজন

গুয়াহাটি, ২১ ডিসেম্বরঃ প্রয়াত প্রথিতযশা অসমিয়া গণশিল্পী সূর্য দাস। আজ শনিবার সকাল প্রায় আটটা নাগাদ মরিগাঁও অসামরিক হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন অসমিয়া সংগীত জগতের বিশিষ্ট শিল্পী সূর্য দাস। মৃত্যু কালে বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। আজীবন সংগীতসাধক গণশিল্পী সূর্য দাসের প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করে প্রয়াতের পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, অসমের সাংস্কৃতিক পরিক্রমা দফতরের মন্ত্রী বিমল বরা সহ বহুজন। পৃথক পৃথক শোকবার্তায় দুই মন্ত্রী লিখেছেন, সংগীত এবং সমাজ-জীবনে সূর্য দাসকে অসম চিরদিন মনে রাখবে। রাজ্যের মন্ত্রী বরা লিখেছেন, মানুহ দেখিছো আজি বহুত মানুহ শীর্ষক গান গেয়ে তিনি অসমের সংগীতপ্রেমী জনতার মনে বিশেষ স্থান দখল করেছেন। প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, দিনকয়েক আগে গুয়াহাটির স্বগৃহ থেকে মরিগাঁওয়ে মেয়ের বাড়ি গিয়েছিলেন সূর্য দাস। আজ সকালে বাথরুমে গিয়ে পিছলে পড়ে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় মরিগাঁও সিভিল হাসপাতালে। হাসপাতালের কর্তব্যরত ডাক্তার তাঁকে পরীক্ষা করে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
নগাঁও জেলার কামপুরে ১৯৪০ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সূর্য দাস। পরবর্তীতে জন্মগ্রামের একটি স্কুলে তাঁর পড়াশোনা শুরু। শৈশব থেকে গানের প্রতি আসক্ত সূর্য দাস স্বরচিত ‘মানুহ দেখিছো আজি বহুত মানুহ ... শীর্ষক গান গেয়ে অতিশয় জনপ্রিয় শিল্পী হয়ে ওঠেন। সূর্য দাস ক্রমশ অসংখ্য চিরসবুজ গান রচনা করে ‘গণশিল্পী’ নামে পরিচিত হন। ২০১৯ সালে ‘করম সিং ট্রাস্ট’ তাঁকে ‘করম সিং জনমভূমি বঁটা’ দিয়ে সম্মানিত করেছিল। মরিগাঁও থেকে গণশিল্পী সূর্য দাসের নশ্বর দেহ গুয়াহাটিতে নিয়ে আসা হয়েছে। সকালে মরিগাঁও সিভিল হাসপাতাল থেকে সোজা মরিগাঁও জেলা ছাত্র সংস্থা (আসু)-র কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে আসু ও অন্যান্য সংগঠনের কর্মকর্তা সহ বহুজন শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন।
সেখান থেকে প্রয়াতের মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় অসম গণ পরিষদের মরিগাঁও জেলা সমিতির কার্যালয়ে। এর পর নিয়ে যাওয়া হয় মরিগাঁও বিহুতলিতে। বিহুতলিতে বিভিন্ন দল, সংগঠন, ব্যক্তি নির্বেশেষে শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন তাঁদের প্রিয় প্রয়াত গণশিল্পীকে। মরিগাঁওয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি পর্ব সম্পন্ন করে প্রয়াত শিল্পীর নশ্বর দেহের শেষকৃত্য করতে নিয়ে আসা হয় গুয়াহাটির নুনমাটিতে তাঁর নিজের আবাসনে। এখানে নবগ্রহ শ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হবে বলে জানা গেছে।

আর্থিক সংকটে রেগায় নিযুক্ত ওম্যান মেট পদের কর্মীরা

বিলোনিয়া , ২১ ডিসেম্বর ঃ অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে রেগার কাজে। ঠিক ভাবে কাজ হচ্ছে না। সময়মত মজুরিও পাচ্ছেন না ওমেন মেট পদের কর্মীরা। যে রেগাকে ভরসা করে গ্রামের মানুষের জীবন জীবিকার মান নির্ভর করত আজ তা সংকটময় পরিস্থিতিতে। আর্থিক সংকটে ভুগছেন রেগা ওমেন মেট পদে নিযুক্ত কর্মীরা। সংসার প্রতিপালনের ক্ষেত্রে হিমসিম খেতে হচ্ছে তাদের। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য জেলা সভাধিপতি থেকে শুরু করে জেলাশাসকের দ্বারস্থ হল রেগা ওমেন মেট পদে নিযুক্ত কর্মীরা। শনিবার দক্ষিণ জেলার আটটি ব্লকের রেগা ওমেন মেট পদে নিযুক্ত কর্মীরা দক্ষিণ জেলা শাসকের কার্যালয়ের সামনে জড়ো হয়ে রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানান, সেমি স্কিল কর্মী হিসেবে মজুরি না দিয়ে অন্যান্য স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মীদের মতো মাসিক বেতন প্রদান করতে হবে। দক্ষিণ জেলার আটটি ব্লকের গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কাউন্সিলে রেগা প্রকল্পে নিযুক্ত রেগা মহিলা মেটের পক্ষ থেকে পাঁচ জনের প্রতিনিধি দল দাবি সনদ তুলে দিয়েখেন দক্ষিণ জেলা শাসক স্মিতা মল এম এসের কাছে। রেগা ওমেন মেট পদে নিযুক্ত কর্মীদের পাশে দাঁড়িয়েছেন দক্ষিণ জেলা ভারতীয় মজদুর সংঘ। এদিন রেগা ওমেন মেট পদে নিযুক্ত কর্মী মাধুরী ত্রিপুরা, উমা ভৌমিক সহ পাঁচ জনের প্রতিনিধি দলের সাথে মজদুর সংঘের রাজ্য কমিটির সদস্য শিবতোষ মজুমদারও দেখা করেন জেলা শাসকের সাথে।

বিজ্ঞপ্তি

আমি, মনোজিৎ রায়, পিতাঃ মধুসূদন রায়, বয়স 33, ধর্ম বিশ্বাস - হিন্দু, গ্রাম ও পোস্ট- সালুন। থানা - খণ্ডঘোষ, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন 713103, আমি পূর্ব বর্ধমান সচেতনভাবে ঘোষণা করছি যে, 1. আমি জন্মসূত্রে ভারতের একজন প্রকৃত নাগরিক। 2. আমার পিতার সঠিক নাম মধুসূদন রায়। যা আমার ভোটার আই.কার্ড নং YAJ1200609, আধার কার্ড নং5969 2202 2415-এ উল্লেখ করা হয়েছে। 3. আমার সমস্ত শিক্ষাগত নথিতে আমার পিতার নামের বানান ভুলভাবে Madhusudan Roy এর জায়গায় Madhusudhan Roy লেখা হয়েছে। 4. আমার সঠিক জন্ম তারিখ হল 29/03/1992 যা আমার জন্ম শংসাপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যেটি রেজিস্ট্রেশন নং 302 তারিখ 30/03/1992 জন্ম নিবন্ধক, খণ্ডঘোষ ব্লক, বর্ধমানের দ্বারা জারি করা হয়েছে। 5. যে আমার ভোটার আই.কার্ড নং YAJ1200609, আধার কার্ড নং 5969 2202 2415, প্যান কার্ড নং AYSFR3344N এবং আমার মধ্যমিক অ্যাডমিট কার্ড, মাধ্যমিক সার্টিফিকেটে 15/04/1991 ভুলভাবে আমার জন্ম তারিখ লেখা হয়েছে। আমার সঠিক জন্ম তারিখ হল 29/03/1992। 6. যে আমার বাবা Madhusudan Roy এবং Madhusudhan Roy এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, গোপাল চন্দ্র দাস, পিতা - মৃত গিরীন্দ্র দাস, ঠিকানা - মাগনপুর, পোঃ- জাহান্নগর, থানা - নাদন ঘাট, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩৫১৩। গত ১৮।১২।২০২৪ তারিখে কালনা আদালতে হলফনামা বলে আমি গোপাল চন্দ্র দাস, পিতা - মৃত গিরীন্দ্র দাস নামে সর্বত্র পরিচিত হলাম, যা ভুলবশত আমার আধার কার্ডে (No. 4336 5142 0393), গোপাল দাস, পিতা - গিরীন্দ্র কুমার দাস আছে। গোপাল চন্দ্র দাস, পিতা - মৃত গিরীন্দ্র দাস এবং গোপাল দাস পিতা - গিরীন্দ্র কুমার দাস উভয়ই একই ব্যক্তি।

Name Change

I, ASHIS PAL MY NAME HAS BEEN RECORDED IN MY AADHAAR CARD AS ASHIS PAL OTHER DOCUMENT MY NAME IS ASIT PAL AFFIDAVIT BY EXECUTIVE MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 12-9-17. ASHIS PAL AND ASIT PAL IS SAME PERSON.VILL+PO-JAHANGIRPUR, DIST NADIA

আরারিয়া-গলগলিয়া নতুন ব্রডগজ লাইন প্রকল্প পরিদর্শন করলেন উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের (নির্মাণ) জেনারেল ম্যানেজার

মালিগাঁও, ২১ ডিসেম্বরঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর) নির্মাণ-এর জেনারেল ম্যানেজার শ্রী অরুণ কুমার চৌধারী সম্প্রতি গুরুত্বপূর্ণ আরারিয়া-গলগলিয়া নতুন ব্রডগজ (বিজি) লাইন রেলওয়ে প্রকল্প পরিদর্শন করেন। সমগ্র প্রকল্পটি বিহার রাজ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কাটিহার ডিভিশনের অন্তর্গত।

আরারিয়া কোর্ট থেকে ঠাকুরগঞ্জ পর্যন্ত ১১০.৭৫ কিলোমিটারেরও বেশি প্রসারিত এই অভিলাষী প্রকল্পটি বর্তমান রেল নেটওয়ার্ককে আরও বেশি শক্তিশালী করার পাশাপাশি সেই অংশের সমগ্র রেলওয়ে পরিচালনের কর্মক্ষমতা উন্নত করার প্রাথমিক লক্ষ্যের সাথে রেল সংযোগ বৃদ্ধি করার জন্য তৈরি হয়েছে। প্রকল্পটি আনুমানিক ৪০০০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে এবং ২০২৫ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই পরিদর্শনে বিভিন্ন প্রধান কাজের

অগ্রগতির পর্যালোচনা এবং প্রকল্পটি সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ করার জন্য সম্মুখীন হওয়া জটিল প্রত্যাহ্বানগুলি মোকাবিলা করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আরারিয়া-গলগলিয়া ব্রডগজ লাইন প্রকল্পটি একটি গুরুত্বপূর্ণ রেল সংযোগ হিসেবে কাজ করবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে, যা পূর্বে বিহারের কম পরিষেবা লাভ করা অঞ্চলগুলিকে জাতীয় রেল নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত করেবে। এটি পণ্য ও যাত্রীবাহী ট্রেনের চলাচল সুগম করতে সাহায্য করবে, আঞ্চলিক বাণিজ্য, পর্যটন এবং প্রবেশযোগ্যতা বৃদ্ধি করবে। একবার চালু হয়ে গেলে এটি ভ্রমণ সময় হ্রাস করবে, অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে বৃদ্ধি করবে এবং উত্তরবঙ্গ ও বিহারের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে। এছাড়াও এই লাইনটি প্রতিবেশী নেপালের সাথে আন্তঃসীমা পণ্যসামগ্রীর চলাচল উন্নত করার জন্য কৌশলগত সম্পদ হিসেবে কাজ করবে।

পরিদর্শনের সময় প্রধান পরিকাঠামোমূলক কাজগুলির অগ্রগতি খতিয়ে দেখা হয়। বিভিন্ন সেকশনজুড়ে মেজর ব্রিজ, মাইনোর ব্রিজ নির্মাণ ও ট্র্যাক সংযোগের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করা হয়েছে। ব্রিজ নির্মাণ এবং বেশ কয়েকটি প্রধান কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে বিবিগঞ্জ-পোয়াখালী খণ্ডের অবশিষ্ট কাজগুলি দ্রুত সম্পূর্ণ করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ইতিমধ্যে পোয়াখালী থেকে ঠাকুরগঞ্জ পর্যন্ত সেকশনের সিআরএস পরিদর্শন সম্পূর্ণ হয়েছে, মেন লাইনে ঘণ্টা প্রতি ৭০ কিলোমিটার এবং টার্নআউটে ঘণ্টায় ১৫ কিলোমিটার গতিতে ট্রেন চলাচলের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

প্রকল্পটির সুবিধাগুলি পরিবহণ দক্ষতার বাইরেও বিস্তৃত, কারণ এর নির্মাণ ও ট্রেন পরিচালনের সময়ে স্থানীয় কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। নতুন রেল লাইনটি মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্য পরিষেবার সুবিধাগুলি আরও উন্নত করবে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নির্মাণ সংস্থা জটিল প্রত্যাহ্বানগুলি সমাধান করতে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পটি সম্পূর্ণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

কুড়ুল দিয়ে কাকাকে কোপাল ভাইপো, চাঞ্চল্য এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ২১ ডিসেম্বর ঃ পারিবারিক বিবাদ, সাত সকালে প্রকাশ্যে কাকাকে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে খুন করল ভাইপো! বাড়ির ছাদ থেকে জল পড়াকে কেন্দ্র করে গণ্ডগোল। এতেই ভাইপোর হাতে কাকা খুন হল। কুড়ুল দিয়ে সকালেই কাকাকে কোপাল ভাইপো, ঘাটাল পৌরসভার এক নম্বর ওয়ার্ডের রঘুনাথ চকের ঘটনা। ঘটনাস্থলে তুমুল উত্তেজনা, পৌঁছেছে ঘাটাল থানার বিশাল পুলিস। অভিযুক্ত ভাইপোর নাম বাপন দোলই। মৃত ব্যক্তির নাম সুকুমার দোলই ৫৭ বছর বয়স। ইতিমধ্যেই জানা গেছে, ঘটনায় অভিযুক্ত ভাইপো-সহ তার পরিবারের ৬ জনকে আটক করল পুলিস। অভিযুক্ত ভাইপো সহ তার পরিবারের ৬ জন সদস্যকে তাদের বাড়ি থেকে উদ্ধার করে পুলিসের গাড়িতে তুলতে হিমশিম খেতে হয় ঘাটাল থানার পুলিসকে। ঘটনার জেরে রীতিমতো ক্ষিপ্ত হয়েছিল গ্রামের বাসিন্দারা। অভিযুক্ত ভাইপো সহ তার পরিবারের সদস্যেদর বাড়িতে নিরাপদে ঘিরে রেখেছিল পুলিস। জনতার রোষ থেকে বাঁচাতে পুলিসের কড়া নিরাপত্তায় ভাইপোকে বাড়ি থেকে বার করে গাড়িতে তুলতে গেলে তেড়ে যায় ক্ষিপ্ত জনতা। গোটা ঘটনায় রীতিমতো তপ্ত রয়েছে ঘাটালের রঘুনাথচক।

জরাজীর্ণ বিদ্যালয় ভবনের মধ্যেই ঝুঁকি নিয়ে চলছে পঠনপাঠন

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ২১ ডিসেম্বর ঃ বিদ্যালয়ের অবস্থা বেহাল। জরাজীর্ণ বিদ্যালয় ভবনের মধ্যেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলছে পঠনপাঠন। মিড ডে মিলের রান্নার ঘর থেকে শৌচালয়ের অবস্থা বেহাল। যখন-তখন মাথার উপর খসে পড়ছে চাঙড়। আতঙ্কের মধ্যে স্কুল ভবনের বারান্দায় চলে পড়াশোনা। ঘটনা পুরুলিয়ার মানবাজার ৩ নম্বর চক্রের পোলমী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। বিদ্যালয়ে রয়েছে ৮০ জন পড়ুয়া ও ৩ জন শিক্ষক- শিক্ষিকা। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরেই জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে এই স্কুলভবন। জরাজীর্ণ শৌচালয়, মিড ডে মিলের রান্নাঘর। আরেকটি স্কুলভবন তৈরি হলেও আজও সেটির মাথায় কোনও ছাদ নেই। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা-- সব দিনই স্কুলের বারান্দাতেই চলে পঠনপাঠন। এরকম জরাজীর্ণ এক বিদ্যালয়ে যে কোনো সময়েই দুর্ঘটনা ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। তাই স্কুল ভবনের ভেতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না ছাত্রছাত্রীদের। এদিকে এরকম বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের পাঠিয়েও আতঙ্কে থাকেন অভিভাবকেরা। বিষয়টি স্কুল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে বারবার জেলা অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক থেকে শুরু করে জেলা শিক্ষা দফতরে জানানো হলেও কোনো সমাধান হয়নি বলে অভিযোগ। বিদ্যালয়ের বেহাল অবস্থার কথা মেনে নিয়েছেন পুরুলিয়ার মানবাজার ৩ নম্বর চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক নন্দদুলাল সিং। তিনি বলেন, বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। অন্যদিকে, বিদ্যালয়ের হাল ফেরাতে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন পুরুলিয়া জেলা পরিষদ সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাতো।

ট্রাক্টরের তলায় চাপা পড়ে মৃত্যু মহিলার, রণক্ষেত্র দুর্গাপুর

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২১ ডিসেম্বর ঃ বেপরোয়া গতিতে ছুটে আসা ইঁট বোঝাই ট্রাক্টরের তলায় চাপা পড়ে মৃত্যু মহিলার। শনিবার এই ঘটনা ঘিরে মুহূর্তে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় দুর্গাপুরের নিউ স্টিল পার্ক মোড়। ঘণ্টা দুয়েক পেরিয়ে গেলেও রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন স্থানীয়রা। মৃত মহিলার নাম রনেত পারভিন। বয়স ২৫ বছর। শনিবার সকালে স্বামী শেখ সাবিরের সঙ্গে তাঁদের সন্তানকে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যান রনেত। বাইকে চেপে নিউ স্টিল পার্ক এলাকার বাড়িতে ফিরছিলেন তাঁরা। রাস্তা পার করে নিউ স্টিল পার্ক মোড়ে যাওয়ার জন্য রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেই সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইকটিকে ধাক্কা মারে ট্রাক্টরটি। আশঙ্কাজনক অবস্থায় রনেতকে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতলে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। গুরুতর আহত শিশু ও শেখ সাবির। তারপরই বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন স্থানীয়রা। পুলিশের অস্থায়ী ক্যাম্পে ভাঙচুর চালানো হয় বলে অভিযোগ। এমনকী ইঁট ছুঁড়তেও দেখা যায় স্থানীয়দের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশের বিশাল বাহিনী। এখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বলে খবর। স্থানীয়দের অভিযোগ, পুলিশের অস্থায়ী ক্যাম্প থেকে তোলাবাজি করা হয়। শনিবার সেই তোলাবাজির হাত থেকে রেহাই পেতে জোরে গাড়ি চালিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে ট্রাক্টরটি।

নদী রক্ষার বার্তা তুলে ধরতে শুরু হয়েছে 'তিস্তা-করলা উৎসব'

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২১ ডিসেম্বর ঃ জলপাইগুড়ির ঐতিহ্য তিস্তা ও করলা নদী রক্ষার বার্তা তুলে ধরতে শুরু হয়েছে 'তিস্তা-করলা

উৎসব'। দুই নদীকে নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে উৎসবের মধ্য দিয়ে জমজমাট মেলার আয়োজন করা হয়েছে শহরে। কাশ্মীর সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে স্টল দেওয়া হলেও মেলায় এবার বাংলাদেশের কোনও শিল্প সামগ্রীর ব্যবসায়ীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। জলপাইগুড়ি শহরের মিলন সঙ্ঘ ময়দানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই মেলা। চলবে আগামী ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। শীতের মরশুমে মেলা শুরু হতেই ধীরে ধীরে মানুষের ভিড় বাড়ছে। মেলা কমিটির কর্মকর্তা মিঠুন চৌধুরি বলেন, তিস্তা-করলা উৎসবের মধ্য দিয়ে এবার শিল্প সংস্কৃতি ও বাণিজ্য মেলার আয়োজন করা হয়েছে। মেলায় উত্তরবঙ্গের ও দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ১১০ টি স্টল রয়েছে। সঙ্গে রয়েছে খাবারের বিভিন্ন স্টল ও বাচ্চাদের জন্য বিনোদনমূলক পার্ক। মেলায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের বিভিন্ন শিল্প সামগ্রীর স্টল রয়েছে। মেয়েদের হাতে তৈরি হস্তশিল্পের বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে এসেছেন তারা। তবে অন্যান্য বছর এই মেলায় বাংলাদেশের শাড়ি, গুড়, নোনা ইলিশ সহ বিভিন্ন সামগ্রীর স্টল দেওয়া হলেও, সেখানকার অস্থির পরিস্থিতির জন্য এবার মেলা কমিটির পক্ষ থেকে কোনও বাংলাদেশি ব্যবসায়ীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।

বুদবুদের দেবশালায় ধর্মান্তকরণের চেষ্টার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২১ ডিসেম্বর ঃ বড়দিন পালনের নামে ধর্মান্তকরণের চেষ্টা। খবর পেয়ে ধর্মান্তকরণের অনুষ্ঠান সভা বন্ধ করে দিল গ্রামের যুবকরা। সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বুদবুদের দেবশালা গ্রামে। প্রলোভন দেখিয়ে ধর্মান্তকরণের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে গ্রামবাসীরা। জানা গেছে, কয়েকমাস ধরে আউশগ্রামের জঙ্গলমহলে চিকিৎসার প্রলোভন দেখিয়ে সমাজের অসহায় দুর্বল পরিবারকে হিন্দু ধর্ম থেকে খ্রীষ্টান ধর্মান্তরিত করার কাজ শুরু হয়েছে। আউশগ্রাম-২ নং ব্লকের দেবশালা পঞ্চায়েত এলাকায় বেশীরভাগ সমাজের অনগ্রসর পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের বসবাস। জঙ্গলমহলে বনজ সম্পদ বিক্রি ও দিনমজুর করে জীবিকা নির্বাহ করে। সম্প্রতি বৃহস্পতিবার বিকালে বহিরাগত কয়েকজন খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী গ্রামে বড়দিন পালনের উদ্যোগ নেয়। সেই মতো ত্রিপল টাঙিয়ে মাইক লাগিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বলে অভিযোগ। গ্রামের অসহায় সম্প্রদায়ের বেশ কিছু বাসিন্দাকে সেখানে জড়ো করে। তাদের কেক খাইয়ে চলছিল প্রার্থনা। সেই সময় খবর পেয়ে গ্রামের কয়েকজন যুবক সেখানে হাজির হয়। গ্রামের মানুষ সম্মিলিতভাবে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছে। পুলিশ আধিকারিক জানান এধরনের ঘটনার কোন অভিযোগ আসেনি।

বাংলার সবচেয়ে পরিচিত টেরাকোটা মন্দির হল মন্দির নগরী বিষ্ণুপুরের জোড় বাংলা মন্দির

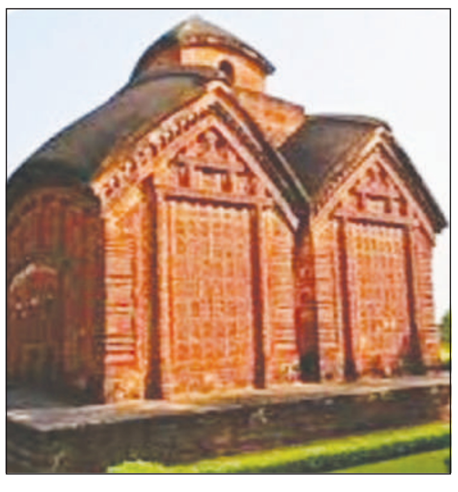

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২১ ডিসেম্বর ঃ ভারতের হাজার বছর ধরে রাজতন্ত্র বয়ে নিয়ে যাওয়া একমাত্র হিন্দু রাজাদের রাজধানী মন্দির নগরী বিষ্ণুপুরে রয়েছে জোড় বাংলা মন্দির। জোড় বাংলা বিষ্ণুপুর শহরের একটি কৃষ্ণ মন্দির। অতীতে, এই মন্দির হিন্দু দেবতা কৃষ্ণ কে কেষ্ট রায় রূপে পূজা করা হত। বর্তমানে জোড় বাংলা মন্দির বাংলার সবচেয়ে পরিচিত টেরাকোটা মন্দির। আজ থেকে প্রায় ৪০০ বছর আগের জোড় বাংলা মন্দির তৈরি করা হয়। দুটো একচালা ঘর যোগ করে দিলে যে রকম হয়, জোড় বাংলা মন্দির সেইরকম। বাংলার আদি বাড়ির ছাঁচে মন্দির। বাংলার চালার আদলেই গড়ে উঠেছে মন্দিরটির চূড়া। মন্দিরটি একটি পাথরের মঞ্চের উপর নির্মিত। বিষ্ণুপুর রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আদি মল্ল। তখন মল্ল রাজাদের রাজধানী ছিল কোতুলপুরের কাছে লাউগ্রাম। তাঁর ছেলে জয় মল্ল রাজা হয়ে জয়পুর থেকে আট মাইল দূরে পদমপুর দুর্গ আক্রমণ করে জয় করেন। পরে সেখানে রাজপাট শুরু হয়। এর কিছুকাল পরে মল্ল রাজধানী বিষ্ণুপুরে স্থানান্তরিত হয়। প্রায় ৮৭০ বছর পর মল্ল রাজ বীর হাম্বীর ১৮৫৬ সালে বিষ্ণুপুরের রাজ সিংহাসনে বসেন। তিনি ছিলেন মুঘল সম্রাট আকবরের সমসাময়িক। কথিত রয়েছে, বৈষ্ণব গুরু শ্রীনিবাস আচার্য বৃন্দাবন থেকে গৌড় যাওয়ার পথে বীর হাম্বীর এর হাতে আক্রান্ত হন। কিন্তু শ্রীনিবাসের মুখে ভাগবত পাঠ শুনে বীর হাম্বীর বৈষ্ণব ধর্মে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তিনি শ্রীনিবাসের কাছে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নেন। সেই থেকে বিষ্ণুপুরের আরেক নাম হয়ে ওঠে গুপ্ত বৃন্দাবন। ঠিক তখন থেকে বিষ্ণুপুর জুড়ে একের পর এক তৈরি হয় রাধা কৃষ্ণের মন্দির। এরপর বীর হাম্বীর ছেলে রঘুনাথ সিংহ মল্লভূমের রাজ সিংহাসনে বসেন। মল্ল রাজা রঘুনাথ সিংহ ১৬৫৫ সালে বিষ্ণুপুরের রাজ দরবারের কাছে পোড়ামাটির কারুকার্য করা জোড় বাংলা মন্দিরটি তৈরি করেন। তাঁর রাজত্বকাল ছিল ১৬২৬ থেকে ১৬৫৬ সাল। জোড় বাংলা স্থাপত্যের বিশেষত্ব অনুযায়ী পাশাপাশি বাংলার দোচালা বাড়ির আদলে বিরাট দুটি মন্দিরকে জুড়ে রয়েছে একটি মাত্র শিখর। তার উপরে রয়েছে চার চালা বিশিষ্ট একটি চূড়া। ভেবে দেখতে গেলে আশ্চর্য এর কারিগরি। জোড় বাংলা মন্দিরে পোড়া মাটির বা টেরাকোটার কারুকার্যময় যে নিদর্শন এখনও রয়েছে তা সত্যিই আশ্চর্য। মন্দিরের দক্ষিণ দিকের দেওয়ালে রয়েছে টেরাকোটার প্লেটের উপর তৈরি কৃষ্ণ লীলা কাহিনী। পশ্চিম দিকের দেওয়ালে রয়েছে রামকথা। জোড় বাংলা মন্দিরের গায়ে রয়েছে পর্তুগিজ যুদ্ধ থেকে মুঘল সামন্তদের আভিজাত্য ও বিলাসব্যসনের নানা ছবি। এছাড়া রয়েছে খোল - করতাল- সহ কীর্তনীয়াদের দৃশ্য।

ঐতিহ্যবাহী বাজার যেন ভাগাড় হয়ে দাঁড়িয়েছে, অভিযোগ বিক্রেতা সহ বাসিন্দাদের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২১ ডিসেম্বর ঃ জলপাইগুড়ি জেলার সাঁকোয়াঝোড়া ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের গয়েরকাটা বাজার দীর্ঘদিনের পুরনো একটি ঐতিহ্যবাহী বাজার। সাপ্তাহিক হাট বসে এ বাজারে। বিভিন্ন ক্রেতা বিক্রেতা ভিড় জমায় এ বাজারে। বর্তমানে সেই বাজার যেন অভিভাবকহীন হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে এই বাজারের মাছ-মাংস ও শুটকি মাছ বিক্রয়ের গোটা জায়গাটি আজ যেন অলিখিত ডাম্পিং গ্রাউন্ড ও ভাগাড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। চারিদিকে নোংরা আবর্জনা, নিকাশী নালার ড্রেনের অবস্থা একেবারে শোচনীয়। আর সেই অবস্থাতেই সেই ডেনের উপরেই বাধ্য হয়েই ব্যবসা করতে হচ্ছে মাছ, মাংস বিক্রেতাদের। একাধিক বার অভিযোগ জানিও হেলদোল নেই প্রশাসনের অভিযোগ ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দাদের। মাছ বাজার সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে জনবসতি, আর সেখানে নোংরা পচাগলা দুর্গন্ধের টেকা দায় স্থানীয় বাসিন্দাদের। প্রত্যেকেই চাইছেন দ্রুত সমস্যার সুরাহা করা হোক। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই সমস্যা আদৌ কি প্রশাসনের নজরে আসছে। কেননা গোটা বিষয় নিয়ে বাজারের মাত্র ঢিলছোঁড়া দূরত্বেই অবস্থিত গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যালয়। সেখানে আমাদের প্রতিনিধি পৌঁছালে যাবতীয় সমস্যা নিয়ে কোনো রকম মুখ খুলতে এমন কি কোন প্রতিক্রিয়া দ্বিতীয় সদিচ্ছা দেখালেন না খোদ প্রধান থেকে উপপ্রধান। তাদের পরিষ্কার জবাব বাজার জেলা পরিষদের বাজারের ড্রেন থেকে নিকাশী নালা এমনকি যাবতীয় কিছু জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে। যা করবে জেলা পরিষদ করবে। অন্যদিকে জেলা পরিষদের আধিকারিকদের সাথে যোগাযোগ করা হলে ব্যস্ততা দেখিয়ে পরবর্তীতে যোগাযোগ করার কথা জানান তারা। সমস্যার শেষ এখানেই নেই, দীর্ঘ একটা লম্বা সময় আগে রাজ্যের মন্ত্রী এই বাজার পরিদর্শন করে দ্রুত ব্যবসায়ীদের স্বার্থে হাট সেট নির্মাণের নির্দেশ দেন।

তারপরেই শুরু হয় বাজারকে আরো ঝা চকচকে এবং ব্যবসায়ীদের সুবিধার জন্য নতুন করে হাট সেট তৈরি করার কাজ। আর যার দরুন ভেঙে ফেলা হয় পুরনো বাজারের হাট সেট গুলি। বর্তমানে দাঁড়িয়ে সেই হাট সেটের কংক্রিটের নির্মাণগুলি ভেঙে ফেলার পর সেই মুখ্য বাজারে বড় স্তূপের আকারে ফেলে রাখা হয়েছে। যার কারণে ব্যবসায়ীদের জায়গা একেবারেই সংকীর্ণ হয়ে গেছে। এই সংকীর্ণ জায়গায় ব্যবসা করতে বিপাকে পড়েছেন ব্যবসায়ীরা। প্রত্যেকের দাবি দ্রুত বাজারের সংস্কার থেকে শুরু করে এই কংক্রিটের ভগ্নদশা নির্মাণসামগ্রী গুলি দ্রুত বাজার থেকে সরিয়ে বাজারকে পরিষ্কার করে ব্যবসা করার সুযোগ করে দেওয়া হোক। রাজনৈতিক তরজা তো লেগেই থাকে সে জায়গায় দাঁড়িয়ে একটা গ্রাম পঞ্চায়েতের মুখ্য কার্যালয়ের ঢিলছোঁড়া দূরত্বেই রয়েছে এই বাজার, অথচ এই বাজারের রক্ষণাবেক্ষণ থেকে শুরু করে বাজার ব্যবসাযীদের সমস্যার কথা শুনতে নারাজ গ্রাম পঞ্চায়েত। কার্যত এই ধরনের ভূমিকায় একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তবে এখন দেখার আমরা সময় কলকাতা চোখে আঙ্গুল দিয়ে গোটা সমস্যা তুলে ধরার পর আদৌ এই বাজারের সমস্যার নিবারণ হয় কিনা সেটাই দেখার।

৩য় বর্ষে নাট্যপার্বণ উৎসব, ২৬ থেকে ৩০ ডিসেম্বর

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিন দিনাজপুর, ২১ ডিসেম্বর ঃ প্রতিবছর দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় নাটকের বিস্তার লাভ করানোর উদ্দেশ্যে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দ্বারা নির্মিত নাট্য উৎকর্ষ কেন্দ্রে নাট্যপার্বণ নামে একটি নাট্য উৎসবের আয়োজন করা হয়ে থাকে। যেখানে জেলার বিভিন্ন প্রান্তের নাট্যদল গুলি তাদের নতুন প্রযোজনা দর্শকদের সামনে তুলে ধরেন। এ বছরও ডিসেম্বর মাসের ২৬ থেকে ৩০ তারিখ পর্যন্ত জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নাট্যপার্বণ নাট্য উৎসবের আয়োজন করা হবে। সেই নাট্য-পার্বণ উপলক্ষ্যে নাট্য উৎকর্ষ কেন্দ্রে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা

প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়। যেখানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা , দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সহকারি সভাধিপতি অম্বরিশ সরকার, অতিরিক্ত জেলাশাসক শুভদীপ মন্ডল সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ বছর থেকে এই নাট্য-পার্বণের নতুন নাম দেওয়া হয়েছে বাংলার নাট্য পার্বণ বলে জেলাশাসক জানান। জেলাশাসক আরো জানিয়েছেন এই নাট্য পার্বণ এ বছর তৃতীয় বর্ষের পদার্পণ করল। এবছর এই অনুষ্ঠানে জেলার কুড়িটি দল অংশগ্রহণ করবে।

জলঙ্গিতে নিখোঁজ ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২১ ডিসেম্বর ঃ রাতভর নিখোঁজ থাকার পর অবশেষে শনিবার সকালে বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে পাড়ার মোড় থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে জলঙ্গির দক্ষিণ ঘোষপাড়ায়। পরিবারের অভিযোগ, বাড়ির ছেলেকে অতিরিক্ত মদ খাইয়ে খুন করা হয়েছে। নেপথ্যে মৃতের কিছু বন্ধু আছে বলে কারও কারও আশঙ্কা। জানা গেছে, মৃত ব্যক্তির নাম হান্নান শেখ। বয়স ৪২ বছর। দক্ষিণ ঘোষপাড়াতেই তাঁর বাড়ি। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, অতিরিক্ত মদ্যপানের জেরে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। তবে ময়নাতদন্তের পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত হবে। মৃতের দাদা কাশেম শেখের অভিযোগ, কেউ বা কারা ভাইকে মদ খাইয়ে বেহুঁশ করার পর মেরে পালিয়েছে। রাত থেকেই ভাই নিখোঁজ ছিল। আমরা খুঁজে পাইনি। এই অবস্থায় লোকমুখে শুনি, পাড়ার মোড়ে মাচার কাছে ভাই মরে পড়ে আছে। পরিবারের সদস্যদের ধারণা, হান্নান শুক্রবার বিকেলে পরাশপুর চরে বেড়াতে গিয়েছিল। যাদের সঙ্গে গিয়েছিল তারাই মেরেছে। তাঁদের আরও দাবি, যাদের সঙ্গে ভাই বেড়াতে গিয়েছিল তারা কেউই বাড়িতে নেই। মৃত্যুর খবর পেয়েও তাদের কেউ ভাইকে দেখতে আসেনি। তা থেকেই আমাদের সন্দেহ দানা বাঁধছে।

Office of the Pradhan
JABARRAH GRAM PANCHAYAT
Vill-Jabarrah, Purulia, West Bengal
NOTICE INVITING e-TENDER
No. 411/2024-25/JGP
For the Jabarrah Gram Panchayat, Hura Dev. Block, Purulia, Pradhan invites e-tender for 3(Three)Nos. similar works. Last date of submission of Bid (online) **08/01/2025 up to 11.00 AM**. Bid Opening Date (Technical) **10/01/2025 at 4:00 PM**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Jabarrah Gram Panchayat

নদীয়ায় পৃথক পথ দুর্ঘটনায় মৃত ১, আহত একাধিক

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২১ ডিসেম্বর ঃ শনিবার নদীয়ায় ১২ নং জাতীয় সড়কে ঘটে গেলো দুটি পৃথক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা! ঘটনায় মৃত্যু হয় একজনের আর গুরুতর আহত একাধিক, আহতদের চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয় জেলা সদর শক্তিনগর হাসপাতালে। প্রথম দুর্ঘটনাটি শনিবার সকালে ঘটে ১২ নং জাতীয় সড়কে কৃষ্ণনগরের তারামা মোড় এলাকায়। নবদ্বীপ বাবলারী গামী যাত্রী বোঝাই বাসের সাথে ডাম্পারের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে, যার ফলে গুরুতর আহত হয় একাধিক বাস যাত্রী। আহতদের চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় কৃষ্ণনগর শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় শনিবার সকালে কৃষ্ণনগর থেকে বাবলারিগামী একটি যাত্রী বোঝাই বাস ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে উল্টো দিকের রুটের রাস্তা ঢুকে পড়ে এবং তারামা মোড় এলাকায় কলকাতা থেকে বহরমপুরগামী একটি ডাম্পার সজোরে ধাক্কা মারে বাসে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন, পুলিশ ও স্থানীয়দের উদ্যোগে আহতদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়। স্থানীয় সূত্রের খবর বাসটি রং-রুটে যাওয়ার কারণেই এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা। স্থানীয়দের দাবী ঘটনার পর থেকেই পলাতক বাস ও ডাম্পারের গাড়ির চালক। সাতসকালে এহেন ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। এ ছাড়াও এদিন নদীয়ায় ঘটে অপর একটি পথ দুর্ঘটনা, যেখানে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হল এক ব্যাক্তির। মৃত ব্যাক্তির নাম চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস, তার বাড়ি নদীয়ার শান্তিপুর কদমপুর পূর্বপাড়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে খবর শনিবার সকালে ব্যক্তিগত কাজে ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক পার হচ্ছিলেন তিনি। রাস্তা পার হওয়ার সময় রানাঘাট থেকে কৃষ্ণনগরের দিকে যাওয়া কোন একটি গাড়ি তাকে সজোরেধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। স্থানীয়দের দাবী ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় চিত্তরঞ্জন বিশ্বাসের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় শান্তিপুর থানার পুলিশ, পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে প্রথমে শান্তিপুর হাসপাতাল ও পরে দেহটি ময়না তদন্তের জন্য রানাঘাট পুলিশ মর্গে পাঠায়। সামগ্রিক ঘটনায় মৃতের পরিবারে নেমেছে শোকের ছায়া।

মণিপুরে মৃত শ্রমিকের দেহ আনা হল রাজগঞ্জে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২১ ডিসেম্বর ঃ জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ ব্লকের পাকরিতলা গ্রামের মণিপুরে শ্রমিকের কাজ করতে যাওয়া এক যুবকের ১৮ ডিসেম্বর দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে। শনিবার তার দেহ পৈতৃক বাড়িতে আনা হয়। মৃতের নাম শুভঙ্কর রায় (২৪)। ঘটনার জেরে রাজগঞ্জ ব্লকের কুকুরজান গ্রাম পঞ্চায়েতের পাকড়িতলা গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মৃত শুভঙ্কর রায়ের বাবা নিরানন্দ রায় জানান, ১৫ ডিসেম্বর শুভঙ্কর মণিপুরে শ্রমিকের কাজে গিয়েছিল। সেখানে একটি কোম্পানির অধীনে টানেল নির্মাণের কাজ চলছিল। ১৯ ডিসেম্বর, তিনি একটি ফোন পান যে তার ছেলে মারা গেছে। ১৮ ডিসেম্বর কাজ করার সময় মাথায় পাথর পড়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে। এদিন ছেলের মৃতদেহ বাড়িতে পৌঁছেছে। এলাকায় শোকের ছায়া।

২৭টি পশু উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২১ ডিসেম্বর ঃ পাচারের আগে ২৭টি গবাদি পশু উদ্ধার করেছে এনজেপি থানার পুলিশ । তবে এই ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার সকালে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়কের ফুলবাড়ি সংলগ্ন চুনাভট্টি এলাকায় অভিযান চালিয়ে একটি কন্টেইনার আটকানো হয়। পলাতক চালক ও সহ-চালক। পুলিশ কন্টেইনারে তল্লাশি চালালে সেখান থেকে ২৭ টি গবাদি পশু উদ্ধার করা হয়। যা একটি কন্টেইনারে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বিহার থেকে অসমে।

MAJDIA SKUS LTD.
Vill-Majdia, P.O.-Charbramanagar, Nabadwip, Nadia
Regd. No. 479(N) Dated 02.07.1966
-ঃ নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি ঃ-
এতদ্বারা মাজদিয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড এর সকল সদস্য ও সদস্যা গণতকে জানানো যাইতেছে যে আগামী ১৯।০১।২০২৫ তারিখে সকাল ১১ টায় সমিতির কার্যালয়ে বিশেষ সাধারণ সভার মাধ্যমে সহকারী রিটার্নিং অফিসার দ্বারা নিম্নবর্ণিত নির্ঘণ্ট অনুসারে ৯ জন পরিচালক মন্ডলীর সদস্য ও সদস্যা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত নির্বাচনে সকল সদস্য ও সদস্যা গণকে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান করা হইতেছে।
Special Officer
Majdia S.K.U.S. Ltd
পরিচালক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচনের নির্ঘণ্ট (৬ জন সাধারণ, ২জন মহিলা ও ১ জন তপশীল জাতি / উপজাতি সদস্য নির্বাচিত হইবে)

ক্রমিক নং	বিষয়	তারিখ	স্থান	সময়
১	মনোনয়ন পত্র বিলি	০২.০১.২০২৫ ও ০৩.০১.২০২৫	সমিতির কার্যালয়ে	১১টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত
২	মনোনয়ন পত্র পেশ	০২.০১.২০২৫ ও ০৩.০১.২০২৫	ঐ	ঐ
৩	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা	০৬.০১.২০২৫	ঐ	বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত
৪	বৈধ মনোনয়ন পত্রের তালিকা প্রকাশ	০৬.০১.২০২৫	ঐ	দুপুর ১টা
৫	মনোনয়ন পত্র ও প্রার্থী পদ প্রত্যাহার	০৯.০১.২০২৫	ঐ	বিকাল ৩টা পর্যন্ত
৬	প্রত্যাহার শেষে চূড়ান্ত প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ	০৯.০১.২০২৫	ঐ	বিকাল ৩টার পর
৭	ভোটগ্রহণের তারিখ, স্থান এবং সময়	১৯.০১.২০২৫	সমিতির কার্যালয়ে	সকাল ১১ টা থেকে ৩ টা
৮	ভোটগণনা	১৯.০১.২০২৫	ঐ	ভোটগ্রহণের শেষে
৯	ফলঘোষণা	১৯.০১.২০২৫	ঐ	ভোটগ্রহণের শেষে

বিদ্রঃ- নমিনেশন ফর্ম বিনামূল্যে সমিতি অফিসে পাওয়া যাবে। প্রার্থী হইতে ইচ্ছুক সদস্য / সদস্যাগন সমিতি অফিস হইতে নমিনেশন ফর্ম সংগ্রহ করিতে পারিবেন। নমিনেশন পেপার এর সাথে প্রস্তাবিত প্রার্থীর যে কোন একটি বৈধ সচিত্র পরিচয় পত্র সংযুক্ত করিতে হইবে।
পরিচালকমন্ডলীর যোগ্যতাঃ- প. ব. সমবায় আইন ২০০৬ এর ৩২(৭) ধারা পর্ব সমবায় নিয়মাবলী ২০১১ এর ৪২ নিয়ম মোতাবেক হইবে।
Asst. Returning officer
Majdia S.K.U.S. Ltd.
&
Inspector of Co-operative Socities
Nabadwip Development Block

আমমোক্তারনামা
আমমোক্তার পত্র নং- ২০০২৪০৬৮১২/২১
আমমোক্তার দাতাঃ- ১) শ্রী গনেশ মন্ডল, পিতা- স্বর্গীয় কালীপদ মন্ডল, সাং- শিবরামপুর, পোঃ- বড়গাছিয়া, থানা- জগৎবল্লভপুর, জেলা- হাওড়া, পিন নং - ৭১১৪০৪, নাগরিক ভারতীয়, জাতি- হিন্দু পেশা- ব্যবসা।
আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির পরিচয়ঃ- মৌজা- বাঁকুল (০০৭), দাগ নং- ১০০৬, খতিয়ান নং- ২২৪৫, ২২৪৬, ২৪৭, পরিমানঃ- ৩.৩০ তিন দশমিক তিন শূন্য শতক বা ০২ দুই কাঠা।
আমমোক্তার গ্রহীতাঃ- সেখ নইম উদ্দিন, পিতা- সেখ কাসেম আলি, সাং- রাজদেড়িয়া, পোঃ ও থানা- জগৎবল্লভপুর, জেলা- হাওড়া, পিন নং- ৭১১৪০৮ উক্ত আমমোক্তার উক্ত দাগটি বিক্রয় করেন, সেখ সাহেব হোসেন, পিতা- সেখ নুর হোসেন, ঠিকানাঃ- ২৪, বাকসারা ফার্স্ট বাইলেন, পোঃ- বাকসারা, জেলা- হাওড়া, পিন নং- ৭১১১১০, Deed No. 050800921/2022, A.D.S.R.O BARGACHIA, Howrah.
প্রকাশ থাকে উক্ত দাগ নম্বরটি এখনো অবধি ১) অলোক কুমার সরকার২) অনুপ কুমার সরকার, উভয়ের পিতা- মৃত রনজিত সরকার, ঠিকানাঃ- ৭৩/৮, কালী প্রসাদ ব্যানার্জ্জী লেন, কদমতলা, হাওড়া, উল্লেখিত ব্যক্তিদের নামেই রেকর্ড আছে।
বর্তমানে উক্ত দাগটি সেখ সাহেব হোসেন মিউটেশন করিবেন, ইহাতে যদি কোন ব্যক্তির কিছু বলার থাকে এই নোটিশটি জারি হওয়ার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে যোগাযোগ করতে হবে। বি. এল. এন্ড বি. এল. আর. ও জগৎবল্লভপুর, হাওড়া।

অনলাইনে স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করার জন্য যাত্রীদের সুবিধার্থে ক্যাম্প এবং ইউপিআই পেমেন্ট -ভিত্তিক টিকিটিং সিস্টেমের প্রচার

কলকাতা, ২১ ডিসেম্বর ঃ মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের সুবিধার জন্য বিভিন্ন ডিজিটাল পেমেন্ট মোড চালু করেছে। এই ডিজিটাল পেমেন্ট মোডগুলি যাত্রীদের কাছে পরিচিত করার জন্য মেট্রো কর্মীরা নিয়মিত বিভিন্ন স্টেশনে ক্যাম্পের আয়োজন করে আসছে। যাত্রীরাও ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন এবং এই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এই নতুন ডিজিটাল ব্যবস্থা তাদের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন না করেই অনলাইনে টিকিট কেনার সুযোগ এবং টেন্ডার ভাড়ার সুবিধা দিয়েছে। ফলস্বরূপ, যাত্রীদের অন-লাইন টিকিট সিস্টেম ব্যবহার করতে

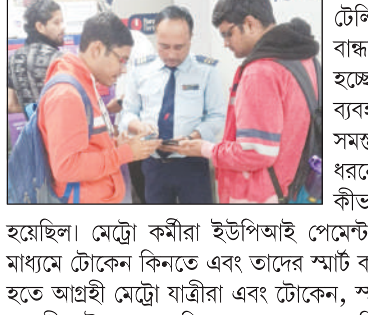

সক্ষম করার জন্য চালু করা 'মেট্রো রাইড কলকাতা' অ্যাপটি জনপ্রিয়তা লাভ করছে। ব্লু লাইন এবং গ্রীন লাইন মেট্রো স্টেশনগুলির প্ল্যাটফর্ম টেলিভিশনগুলিতে বিশেষ প্রচারমূলক চলচ্চিত্র (কিভাবে এই যাত্রী-বান্ধব অ্যাপটি ডাউনলোড এবং ব্যবহার করবেন সে সম্পর্কে) দেখানো হচ্ছে। এই অ্যাপটিকে জনপ্রিয় করতে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিও ব্যবহার করা হচ্ছে। ব্লু লাইন, গ্রীন লাইন-১ এবং গ্রীন লাইন-২-এর সমস্ত স্টেশনে মেট্রো কর্মীদের দ্বারা আজ ২১.১২.২০২৪ তারিখে এই ধরনের বিশেষ ক্যাম্পগুলি মেট্রো ব্যবহারকারীদের এই অ্যাপ এবং এটি কীভাবে ব্যবহার করতে হবে সে সম্পর্কে সচেতন করতে পরিচালিত হয়েছিল। মেট্রো কর্মীরা ইউপিআই পেমেন্ট ভিত্তিক টিকিট সিস্টেমের সাহায্যে যাত্রীদের ASCRM মেশিনের মাধ্যমে টোকেন কিনতে এবং তাদের স্মার্ট কার্ড রিচার্জকিনতেও সাহায্য করেছিল। ডিজিটাল সিস্টেমে স্থানান্তরিত হতে আগ্রহী মেট্রো যাত্রীরা এবং টোকেন, স্মার্ট কার্ড ক্রয় এবং রিচার্জ করার জন্য স্মার্ট উপায় অবলম্বন করতে আগ্রহী এই ক্যাম্পগুলিতে অংশগ্রহণ করেছিল কারণ এই ধরনের ক্যাম্প তাদের জন্য উপকারী হয়েছে। তারা দৃশ্যত খুশি ছিল কারণ মেট্রো কর্মীরা তাদের অ্যাপটি ডাউনলোড করতে সাহায্য করেছিল এবং তাদের এটি ব্যবহার করার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেছিল। আশা করা হচ্ছে যে এই ধরনের ক্যাম্পগুলি মেট্রো যাত্রীদের এই ব্যবহারকারী বান্ধব অ্যাপ এবং ইউপিআই পেমেন্ট ভিত্তিক টিকিট সিস্টেমের সাথে পরিচিত হতে সাহায্য করবে। এটি মেট্রো যাত্রীদের তাদের মূল্যবান সময় বাঁচাতে সাহায্য করছে কারণ তাদের স্মার্ট কার্ড পুনরায় চার্জ করতে বা কেনার জন্য বা টিকিট কেনার জন্য বুকিং কাউন্টারের সামনে লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হবে না।

Office of the
Andharthole Gram Panchayat
Sunukpahari :: Bankura
Notice Inviting e-Tender No-(1) 09/AGP/2024-25, (2) 10/AGP/ 2024-25
Pradhan, Andharthole Gram Panchayat, invites percentage rate e-Tender for 29 (Twentynine)nos. work. Period of Completion 30 Days. Last date of submission of bid(online) **28.12.2024 (27.12.2024 for NIeT-09) at 17:00 Hrs**. Date of Opening of Bid: **31.12.2024(30.12.2024 for NIeT-09) at 10:00 Hrs.** For details visit website **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Andharthole Gram Panchayat

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এস/৫০/এসআর.ডিএমএম/কেআইআর/পিইউবি/ই-টেন্ডার/২০২৪-২৫/০৭, তারিখ ঃ ১৯-১২-২০২৪। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে।
ক্রম নং:১; টেন্ডার নং. : কেটি২৪৫৪৫৪বি;
বন্ধ/খোলার তারিখ ঃ ১৩-০১-২০২৫, পরিমাণ ঃ ৮২৫ টি
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ঃ অ্যানেক্সার-এ-তে টেন্ডার নথিতে সংযুক্ত প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ইন-হোম ডিসপ্লে ইউনিট সহ (মডেল - সিকিউর মেক বা সমতুল্য লিবার্টি ১৫০) (বিআইএস/এসআই মার্ক) ১ ফেজ ২ডব্লিউ প্রিপেইড/পেমেন্ট কিপ্যাড সহ, অ্যাকুরেসি ক্লাস ১.০, ২৪০ভি, ৫-৬০এ, ৫০ হার্জ -এর সরবরাহ।
প্রেরক: ডিইই/কাটিহার, এনএফআর (বিহার)।
দ্রষ্টব্য ঃ- টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরদাতা ওয়েবসাইটে (www.ireps.gov.in) লগ ইন করতে পারেন উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক সম্ভাব্য দরদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হবে এবং যদি তারা ইতিমধ্যেই আইআরইপিএস -এ নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের প্রস্তাব জমা দিতে হবে। যদি তারা আইআরইপিএস -এ নিবন্ধিত না হন, তাহলে তাদের ভারত সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি আইন ২০০০ -এর অধীনে সার্টিফিকেশন সংস্থাগুলি থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে এবং উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
ডিভিশনাল ম্যাটেরিয়ালস ম্যানেজার, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

হকি ইন্ডিয়া লিগ শুরু ২৮ ডিসেম্বর

নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর ঃ বহু প্রত্যাশিত হকি ইন্ডিয়া লিগ রাউরকেল্লায় শুরু হচ্ছে ২৮ ডিসেম্বর থেকে। ৭ বছর বিরতির পর শুরু হচ্ছে এই লিগ। দর্শকরা বিশ্বমানের একটি প্রদর্শনী দেখতে পাবেন। ভারত ও বিদেশের বহু আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন হকি খেলোয়াড় এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেবেন। খেলাটিকে আরও জনপ্রিয় করার জন্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের টিকিট ও হকি ইন্ডিয়া লিগের সমস্ত ম্যাচ বিনামূল্যে দেখতে পাবেন দর্শকরা, এমনই ব্যবস্থা করেছে উদ্যোক্তারা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বলিউড তারকা সারা আলি খান। হকি ইন্ডিয়া লিগের গভর্নিং কমিটির চেয়ারম্যান দিলীপ তিরকি বলেছেন, হকি ইন্ডিয়া লিগকে পুনরায .চালু করতে পারার জন্য আমরা রোমাঞ্চিত।

সতীর্থ অশ্বিনের অবসরে কেন নীরব ধোনি? জল্পনা তুঙ্গে

২১ ডিসেম্বরঃ অশ্বিনের আইপিএল অভিযান শুরু ধোনির নেতৃত্বে। মাহি এখন আর অধিনায়ক না থাকলেও ঘরের দল চেন্নাই সুপার কিংসে ফিরে এসেছেন অশ্বিন। জাতীয় দলেও অশ্বিনের কেরিয়ারের দীর্ঘসময় কেটেছে ধোনির অধিনায়কত্বে। অথচ তাঁর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের সময় নীরব ' সম্প্রতি অশ্বিন যে স্ক্রিনশট পোস্ট করেছেন, তারপর নতুন গুঞ্জন শুরু হয়েছে সোশাল মিডিয়ায়, আদৌ দুজনের সম্পর্ক ঠিক আছে তো? ক্রিকেট দুনিয়াকে চমকে দিয়ে অবসর ঘোষণা করেছেন রবিচঃদ্রন অশ্বিন। প্রিয় ' শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অনেকে। তারপর মজার ছলেই নিজের ফোনের কল রেকর্ডের ছবি সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন তারকা স্পিনার। সেখানেই দেখা যাচ্ছে, অবসর ঘোষণার পর অশ্বিনকে ফোন করেছেন শচীন তেণ্ডুলকর ও কপিল দেবের মতো কিংবদন্তি। অথচ অনেকেই আশা করেছিলেন, ধোনির নাম থাকবে এই তালিকায়। বিশেষ করে আইপিএলে যখন ফের দুজনেই একদলে খেলবেন। এমনিতে ধোনি সোশাল মিডিয়ায় কোনও বিষয়েই সেভাবে বক্তব্য রাখেন না। কিন্তু ব্যক্তিগত স্তরে ফোনও কি করেননি? পরে যোগাযোগ

করেছিলেন কিনা, সেটা আর জানা যায়নি। তবে যেহেতু অশ্বিনের পোস্টে ধোনির নাম নেই, কিংবা ধোনির তরফ থেকেও আলাদা কোনও বার্তা আসেনি, তাই নয়া জল্পনা শুরু হয়েছে। কিছুদিন আগে হরভজন সিং বলেছিলেন, একদলে খেলা সত্ত্বেও ধোনির সঙ্গে কথা বলতেন না। এক্ষেত্রেও কি একইরকম শীতলতা? অশ্বিনের সঙ্গে পেশাদার জগতের বাইরে তাঁর যোগাযোগ আছে কিনা, এই প্রশ্নও তুলছেন অনেকে। তবে এটাও ঠিক, কোনও ঘটনার পেরিপ্রেক্ষিতে জনসমক্ষে সেভাবে বার্তা দেননি মাহি। ইনস্টাগ্রামে ক্রিকেট সম্পর্কিত শেষ দুটি হল ২০২০ সালে নিজের অবসর ও চলতি বছরে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়। সেখানে আলাদা করে ধোনি-অশ্বিন কথা হল কিনা, সেটা নিয়ে মাথা ঘামানো অনুচিত বলেই মনে করছেন অনেকে। আবার এটাও মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ২০২২-এ বিরাট টেস্ট নেতৃত্ব ছাড়ার পর ধোনি ফোন করেছিলেন। তাহলে এবার নয় কেন? সব মিলিয়ে অশ্বিনের অবসর নিয়ে একাধিক বিতর্কের মধ্যে জুড়ে যাচ্ছে ধোনির নামও।

ললিত মোদিকে জরিমানা আদালতের

২১ ডিসেম্বর ঃ বিসিসিআইকে আইনি জটিলতায় জড়াতে গিয়ে নিজেই বিপাকে পলাতক ব্যবসায়ী তথা আইপিএলের স্রষ্টা ললিত মোদি। ভিত্তিহীন দাবিতে মামলা করার জেরে মোদিকে এক লক্ষ টাকা জরিমানা করল বম্বে হাই কোর্ট। বম্বে হাই কোর্ট সাফ বলছে, ইচ্ছাকৃতভাবে যুক্তিহীন দাবিতে আদালতের সময় নষ্ট করেছেন ললিত। আসলে প্রাক্তন আইপিএল কমিশনার একাধিক দুর্নীতির অভিযোগে দুষ্ট। তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত করছে ইডি-সহ একাধিক ভারতীয় তদন্তকারী সংস্থা। এমনই এক দুর্নীতির মামলায় ললিত মোদিকে ২০১৮ সালে ১০ কোটি ৬৫ লক্ষ জরিমানার নির্দেশ দেয় ইডি। প্রাক্তন আইপিএল কমিশনারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি বিদেশি বিনিয়োগ টানতে ফেমা আইন লঙ্ঘন করছেন। পাল্টা ললিতের দাবি ছিল, বিসিসিআইয়ের কাছে মোটা অঙ্কের ক্ষতিপূরণ প্রাপ্য তাঁর। তাই ওই ইডির জরিমানার মিটিয়ে দিক বিসিসিআই। এই মর্মে বোর্ডকে নির্দেশ দেওয়ার দাবিতে বম্বে হাই কোর্টে মামলা করেন তিনি।

ভুরি ভুরি সুযোগ নষ্টের পরও জামেশেদপুরকে হারাল ইস্টবেঙ্গল

ইস্টবেঙ্গলঃ ১ (দিয়ামান্তাকোস)
জামেশদপুরঃ ০

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ ডিসেম্বর ঃ ঝকঝকে পারফরম্যান্স। ঘরের মাঠে জামেশদপুর এফসিকে একপ্রকার অনায়াসেই হারাল ইস্টবেঙ্গল। খেলার ফল ১-০। তবে এদিন কত সুযোগ ইস্টবেঙ্গলের আক্রমণভাগের ফুটবলাররা তৈরি করেছিলেন তাতে অনায়াসে লাল-হলুদ শিবির ৩-৪ গোলে জিততে পারত। খাতায় কলমে ইস্টবেঙ্গল দল হিসাবে যথেষ্ট শক্তিশালী। কিন্তু কার্লেস কুয়াদ্রাতের আমলে যেটা সমস্যা হচ্ছিল, সেটা হল দলের আত্মবিশ্বাস, ফিটনেস এবং রসায়নের অভাব। সেই সঙ্গে লাল-হলুদকে ভোগাচ্ছিল ধারাবাহিকতার অভাব। তত্ত্বসেই লক্ষ্যে শনিবাসরীয় যুবভারতীতে ঝকঝকে ফুটবল খেলে গেলেন ইস্টবেঙ্গল ফুটবলাররা। একের পর এক সুযোগ তৈরি হল। রক্ষণে দুএকার ফাঁকফোকর তৈরি হলেও সামলে নিলেন ইউস্তে, হিজাজি এবং গিল। শনিবার ঘরের মাঠে জামশেদপুর এফসি-র মুখোমুখি হওয়ার আগে সেই ধারাবাহিকতার খোঁজ করছিলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজো। তিনি বলছিলেন, আমরা সবে ছন্দে ফিরেছি। সেটা ধরে রাখতে হবে। ঘরের মাঠে পরপর ম্যাচ জেতার প্রভাব মরশুমের বাকি সময়ের উপরেও পড়বে। সেজন্য জামশেদপুর ম্যাচটা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। ফিরে পাওয়া ছন্দ যাতে নষ্ট না হয়, সেদিকে নজর দিতে হবে। লিগ টেবলে জামশেদপুর আপাতত রয়েছে ছ'নম্বরে, ইস্টবেঙ্গল এগারোয়। কোচ অস্কারের পাখির চোখ লিগ টেবলে প্রথম ছয়ে উঠে আসা। যিনি শুনিয়ে গেলেন, জামশেদপুর প্রথম ছয়ে আছে। আমরাও সেখানে যেতে চাইছি। তবে সেজন্য জয়ের খিদে আর সাফল্যের ইচ্ছে আরও বাড়াতে হবে আমাদের। শেষ ম্যাচে পাঞ্জাব এফসির বিরুদ্ধে শুরুতে দু'গোল খেলেও দ্বিতীয়ার্ধে চার গোল করে ম্যাচ জিতেছে ইস্টবেঙ্গল। ম্যাচ জিতে লিগ টেবলে উঠে আসার জন্য সেই দ্বিতীয়ার্ধের পুনরাবৃত্তি

ঘটাতে হবে বলে বার্তা লাল-হলুদ কোচের। ঘরের মাঠে বছরের শেষ ম্যাচটা জিতলে লিগ টেবলে একধাপ উঠে দশ নম্বর হয়ে যাবে ইস্টবেঙ্গল। ইস্টবেঙ্গলের মতো জামশেদপুরও নিজেদের শেষ ম্যাচে পাঞ্জাবকে হারিয়েছে। সেই পারফরম্যান্স নজর এড়ায়নি অস্কারের। একইসঙ্গে তাঁর দলের মহানাটকীয় জয় যে বিশ্লেষণ করেছেন প্রতিপক্ষ কোচ খালিদ জামিল, তা নিয়েও নিশ্চিত তিনি। স্প্যানিশ হেডস্যরের কথায়, ডেভিড, বিষ্ণুরা শেষ ম্যাচে কী করেছে, সেটা দেখেই খালিদ ওর পরিকল্পনা সাজিয়েছে। আমি ওকে স্পোর্টিং ক্লাব ডি গোয়ার কোচ থাকার সময় থেকে চিনি। ও তখন মুম্বই এফসির কোচ ছিল যতদূর মনে পড়ে। খালিদ ওর দলকে লড়াইয়ের মানসিকতায় তৈরি করে। ও প্রমাণ করে দিয়েছে, আইএসএলে ভারতীয় কোচরাও সাফল্য পেতে পারে।

উথাপ্পার বিরুদ্ধে জারি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা, সমস্যার মুখে পড়লেন প্রাক্তন নাইট তারকা

২১ ডিসেম্বর ঃ ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার রবিন উথাপার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। অভিযোগ তাঁর পরিচালিত কোম্পানি প্রভিডেন্ট ফান্ড নিয়ে প্রতারণা করেছে। যার মোট পরিমাণ ২৩ লক্ষ টাকা। অভিযোগ, কোম্পানির কর্মচারীদের থেকে প্রভিডেন্ট ফান্ডের জন্য টাকা কাটা হলেও তা তাদের অ্যাকাউন্টে জমা করা হয়নি। এই অভিযোগের ভিত্তিতে পিএফ বিষয়ক আঞ্চলিক কমিশনার সদাক্ষরী গোপাল রেড্ডি প্রাক্তন কেকেআর ব্যাটারের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন। একই সঙ্গে পুলকেশিনগরের পুলিশকে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে বলেছেন বলেই জানা যাচ্ছে। বেঙ্গালুরুর পুলকেশিনগরের পুলিশকে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে

বলেছেন। উথাপ্পা সেঞ্চাউরুস লাইফস্টাইল ব্র্যান্ডস নামক একটি কোম্পানির ডিরেক্টর। সেই কোম্পানি প্রভিডেন্ট ফান্ডের ২৩ লক্ষ ৩৬ হাজার ৬০২ টাকা বকেয়া অর্থ জমা করেনি। সেই কারণে তাঁর বিরুদ্ধে ৪ ডিসেম্বর গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়। তবে উথাপ্পার হাতে ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় রয়েছে। যদি তার মধ্যে তিনি বকেয়া অর্থ জমা না করেন, তাহলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে। কিন্তু পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে, যে ঠিকানায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা পাঠানো হয়েছে, সেখানে উথাপ্পা বর্তমানে থাকেন না। গত এক বছর তিনি দুবাইয়ে থাকেন বলেই খবর। উথাপ্পার থেকে এ বিষয়ে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

'এবার নিজের ছন্দে বাঁচো', অশ্বিনকে প্রেমপত্র প্রীতির

২১ ডিসেম্বর ঃ ব্রিসবেন টেস্টের পরই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। সাম্প্রতিক সময়ে ভারতের সেরা অফস্পিনারকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে ক্রিকেটদুনিয়া। এবার কলম ধরলেন অশ্বিনের স্ত্রী প্রীতি নারায়ণন। অবসরের দুদিন পর সোশাল মিডিয়ায় ভিডিও পোস্ট করে আবেগী বার্তা দিলেন অশ্বিনের স্ত্রী। তিনি লিখেছেন, ' দুদিন কীভাবে কেটে গেল, বুঝতেই পারলাম না। তোমার জন্য কী বলতে পারি আমি? আমার সবচেয়ে প্রিয় ক্রিকেটারকে শ্রদ্ধা জানাব? জীবনসঙ্গী হিসেবে তোমাকে দেখার গল্পটা বললেও মন্দ হয় না। নাকি একজন ফ্যানগার্ল হয়ে তোমাকে প্রেমপত্র লিখব? আসলে যেন সব মিলেমিশে যাচ্ছে। যখন তোমার সাংবাদিক সম্মেলন দেখলাম, তখন গত ১৩-১৪ বছরের ছোটব। বহু স্মৃতি মনে পড়ছিল।'তারপর তুলে ধরেছেন অশ্বিনের প্রস্তুতির বহু মূহূর্ত। সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছে হার-জিতের স্মৃতি। প্রীতি লিখছেন, ' বড় ম্যাচে জয় পেয়েছ, কত সিরিজের সেরা হয়েছ। আবার রুদ্ধশ্বাস ম্যাচের পরের নীরবতা। জট পাকানো চিন্তাগুলো পাতা ভরে লিখে গিয়েছ, খেলার পরিকল্পনা তৈরির জন্য টানা ভিডিও দেখেছ। প্রতিটা ম্যাচের আগে যেন ঝড়ের আগের শান্তি, একই গান বারবার করে বেজেই চলেছে। কখনও আনঃেদর কান্নায় ভেসেছি। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনাল, মেলবোর্নে জয়, সিডনির ড্র, গাব্বার জয়, টি-টোয়েন্টিতে কামব্যাক। আবার কখনও হৃদয়ভঙ্গের যন্ত্রণা নিয়ে নীরব হয়ে থেকেছি।' আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের পর অশ্বিনের জীবন কীরকম হবে? সেটাও ঠিক করে রেখেছেন প্রীতি। তিনি লিখেছেন, ' অশ্বিন, আমি জানতাম না কীভাবে খেলার ব্যাগ গোছাতে হয়। সেখান থেকে গোটা বিশ্বের স্টেডিয়ামে তোমার সঙ্গে ঘুরেছি। তোমার থেকে অনেক কিছু শিখেছি। তোমার জন্য ক্রিকেটকে এত ভালোবাসার সৌভাগ্য হয়েছে। দেখেছি কতটা আবেগ, পরিশ্রম ও শৃঙ্খলা থাকা দরকার।

আত্মবিশ্বাসী জাদেজা, মিস করবেন 'অশ্বিনকে'

২১ ডিসেম্বর ঃ প্রথম দুটি টেস্টে প্রথম একাদশে সুযোগ পাননি। কিন্তু তৃতীয় টেস্টে দলে ঢুকেই ম্যাচ বাঁচানো ইনিংস খেলেছেন রবীন্দ্র জাদেজা। গাব্বা টেস্টে ফলো অন বাঁচাতে সাহায্য করেছে জাদেজার লড়াকু ৭৭ রান। কিন্তু তারপরই যে 'দুঃসংবাদ' অপেক্ষা করেছিল। আচমকা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন জাদেজার বোলিং ' রবিচন্দ্রন অশ্বিন। তাঁর অভাব অনুভব করবেন ঠিকই, কিন্তু জাড্ডুর নজরে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বর্ডার গাভাসকর ট্রফিজয়ের হ্যাটট্রিকও। পরের টেস্ট মেলবোর্নে। ইতিমধ্যেই সেখানে অনুশীলন করে দিয়েছেন রোহিত-বিরাটরা। সিরিজের ফলাফল আপাতত ১-১। ব্রিসবেনে ফলো অন বাঁচানোর লড়াইয়ের সঙ্গে শিরোনামে ছিল অশ্বিনের অবসর। জাদেজা ও অশ্বিন একসঙ্গে ৫৮টি টেস্টে তুলেছেন ৫৮৭ উইকেট। ব্যাট হাতেও বহু ম্যাচ জিতিয়েছেন। কিন্তু অশ্বিনের অবসরের ব্যাপারে কিছুই জানতেন না জাদেজা। তিনি বলছেন, অশ্বিনের অবসরের বিষয়টা আমি একেবারে শেষ মুহূর্তে জেনেছি। মাত্র পাঁচ মিনিট আগে জানতে পেরেছি। পুরো চমকে গিয়েছিলাম। অথচ সারাদিন একসঙ্গে কাটিয়েছি। কিন্তু আমাকে কিছুই বুঝতে দেয়নি। আসলে জানি, অশ্বিনের মগজ কীভাবে কাজ করে। আমরা বহু বছর বোলিং পার্টনার ছিলাম। নিজেদের বাহবা দিয়েছি। প্ল্যান অনুযায়ী বল করেছি। সেই সব মিস করব। আশা করি, অশ্বিনের থেকে ভালো কোনও স্পিনার ও অলরাউন্ডার ওর জায়গায় আসবে। ভারতে সব সময়ই নতুন প্রতিভা উঠে আসে। আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

আপাতত সামনে মেলবোর্ন টেস্ট। গত দুবার অস্ট্রেলিয়ার মাটি থেকে বর্ডার গাভাসকর ট্রফি জিতে ফিরেছে টিম ইন্ডিয়া। এবারও হ্যাটট্রিক হবে, জাদেজা আশাবাদী। তিনি বলছেন, আমাদের কাছে সুযোগ আছে টানা তিনবার জেতার। ঠিকভাবে চেষ্টা করলে আমরা এই ম্যাচ জিতব, সেই সঙ্গে সিরিজও। জাদেজাকে আত্মবিশ্বাস দিচ্ছে তাঁর নিজের ফর্মও। তাঁর মতে, প্রথম দুটো টেস্টে খেলিনি। সেই সময়ে অতিরিক্ত অনুশীলন করেছি। পরিবেশের সঙ্গে ভালোভাবে মানিয়ে নিতে পেরেছি। দল আমাকে যে দায়িত্ব দেবে, সেই অনুযায়ী খেলব। ম্যাচের পরিস্থিতি অনুযায়ী খেলা উচিত। সেটাই আত্মবিশ্বাস দিচ্ছে। এবার দেখা যাক জাদেজার আত্মবিশ্বাস ভারতীয় দলকে বক্সিং ডে টেস্টে জয়ের সরণিতে এনে দিতে পারে কিনা?

বিজয় হাজারে ট্রফিতে বাংলা ৬ উইকেটে জয়ী

হায়দ্রাবাদ, ২১ডিসেম্বর ঃ বিজয় হাজারে ট্রফির উদ্বোধনী খেলায় বাংলা ছয় উইকেটে জয়ী। দিল্লির পরাজয়। শনিবার মুখোমুখি হয় দিল্লি ও বাংলা। এই খেলায় টসে জিতে বাংলা তাদের ব্যাটিং করতে ডাকে। বিপক্ষ দিল্লি প্রথম ৫০ ওভারে ৭ উইকেটে ২৭২ রান সংগ্রহ করে। বাংলা দলকে জিততে হলে ২৭৩ রানের টার্গেট দেয় দিল্লি। এর জবাবে বাংলার উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান অভিষেক পোড়েল এর ব্যাটে ভর করে জয় তুলেছে বাংলা। অপরাজিত ১৭০ রানের অনবদ্য ইনিংস উপহার দিতে সে ১৩০ টি বল খেলেছে। ১৮ টি বাউন্ডারি ও ৭ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যেই এই বড় রানের ইনিংস। ৮৬ বলে সে শতরান গড়েছে। এদিনের খেলায় মোট ৪১.৩ ওভারে ৪ উইকেটে ২৭৪ জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ওই খেলায়। অন্যদিকে বাংলা দলের খেলোয়াড়দের ১১জনের নামের তালিকা - সুদীপ কুমার ঘরামি (অধিনায়ক), অভিষেক পোড়েল(উইকেট রক্ষক), অনুষ্টুপ মজুমদার, করন লাল, কৌশিক মাইতি, মুকেশ কুমার, প্রদীপ্ত প্রামাণিক, সাক্ষম চৌধুরী, সায়ন ঘোষ, সুদীপ চ্যাটার্জি ও সুমন গুপ্ত। শনিবার এই খেলায় বাংলার তারকা পেসার মহম্মদ শামি বিশ্রামে। তাঁর পরিবর্তে জোরে বোলার মুকেশ কুমারের এই খেলায় বোলিং গড় ১০-১-৬৬-৪।

ইন্টার কাশির দ্বিতীয়ার্ধের ঝলক, বছরের শেষ ম্যাচে জয়

২১ ডিসেম্বর ঃ কল্যানী স্টেডিয়ামে শুক্রবার অনুষ্ঠিত আই-লিগের শেষ ম্যাচে ইন্টার কাশি দ্বিতীয়ার্ধে দুর্দান্ত খেলে ৩-১ ব্যবধানে শ্রীনিধি

ডেকানকে পরাজিত করে। ইনজুরি থেকে ফেরা মারিও বারকো এদিন জোড়া গোল করে দলের জয় নিশ্চিত করেন। ম্যাচের ৪৭তম ও ৫৯তম মিনিটে বারকোর গোলগুলো ইন্টার কাশিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, এবং শেষ মুহূর্তে জনি কাউকো দলের হয়ে তৃতীয় গোল করেন। ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে খেলতে থাকে শ্রীনিধি ডেকান। ৩৩তম মিনিটে দলের জন্য প্রথম গোলটি করেন ডেভিড কাস্টেনাডা মুনোজ। ফয়সল শায়েস্তেহের কর্নার থেকে দুর্দান্ত হেড করে বল জালে জড়ান তিনি। ম্যাচের ১৮তম মিনিটে ফ্লাডলাইটের সমস্যার কারণে খেলা ২১ মিনিটের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। তবে এই ঘটনাটি যেন ম্যাচের উত্তেজনায় আরও ইন্ধন যোগায়। প্রথমার্ধে পিছিয়ে থাকা ইন্টার কাশি দ্বিতীয়ার্ধে দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়ায়। ৪৭তম মিনিটে এডমুন্ড লালরিন্ডিকার কর্নার থেকে বল পেয়ে স্মার্ট ফ্লিক করেন বারকো, যা প্রতিপক্ষের ডিফেন্স ভেদ করে জালে জড়ায়। ৫৯তম মিনিটে ইন্টার কাশির আক্রমণের ধার আরও বাড়ে। জনি কাউকোর শট শ্রীনিধি গোলরক্ষক উবাইদ সিকে রুখলেও, ফলোআপে লালরিন্ডিকাকে ফাউল করেন এমবোকলাং নংখলাও। পেনাল্টি থেকে নিশ্চিত গোল করেন বারকো, দলকে এগিয়ে দেন ২-১ ব্যবধানে। এই জয়ের ফলে ৬ ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে উঠে এল ইন্টার কাশি। অন্যদিকে, টানা দ্বিতীয় হারের পর ৬ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের ১১তম স্থানে রয়েছে শ্রীনিধি ডেকান। অ্যান্টোনিও লোপেজ হাবাসের দল এই জয়ের মাধ্যমে বছরের শেষটা দুর্দান্তভাবে শেষ করল এবং পরবর্তী ম্যাচগুলির জন্য আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলল।

দর্শকদের জন্য বড়সড় সতর্কতা জারি করে দিল মেলবোর্ন কর্তৃপক্ষ

২১ ডিসেম্বর ঃ বক্সিং ডে টেস্ট শুরুর আর দিন ছ'য়েক বাকি। তার আগে মাঠের দর্শকদের জন্য বড়সড় সতর্কতা জারি করে দিল মেলবোর্ন কর্তৃপক্ষ। সতর্কতা জারি করা হল, মেলবোর্নের ভয়ঙ্কর গরমের পূর্বাভাস নিয়ে। সঙ্গে একগুচ্ছ নির্দেশিকাও আগাম ধরিয়ে দেওয়া হল ক্রিকেট দর্শকদের। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস যা, তাতে আগামী ২৬ ডিসেম্বর থেকে পাঁচ দিন মেলবোর্নের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা চল্লিশ ডিগ্রি ছুঁতে পারে! আর সেটা দেখেই রাতের ঘুম উড়েছে মেলবোর্ন মাঠের ক্রিকেট কর্তাদের। ইতিমধ্যে তাঁরা দর্শকদের উদ্দেশ্যে যে নির্দেশনামা জারি করেছে তা এ রকম- ১) মাঠে খেলা দেখার সময় সঙ্গে সানস্ক্রিন রাখতে হবে।
২) টুপি সঙ্গে করে আনতে হবে।
৩) পর্যাপ্ত পরিমানে জল খেতে হবে।
ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটীয় প্রধান জেমস অ্যালসপ ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন যে, বক্সিং ডে-তে ভারত-অস্ট্রেলিয়া টেস্টে বাড়তি ড্রিঙ্কস ব্রেক রাখা হতে পারে। যাতে প্লেয়ারদের খেলতে অসুবিধে না হয়। আসলে দর্শকদের নিয়ে চিন্তায় পড়া স্বাভাবিক। ঐতিহাসিক ভাবে মেলবোর্নে বক্সিং ডে টেস্টের একটা টিকিটও পড়ে থাকে না। প্রায় এক লক্ষ দর্শক খেলা দেখতে চলে আসেন। এবারও একটা টিকিট পড়ে নেই। ' তো মনে হয়, রেকর্ড দর্শক থাকবেন এবারের বক্সিং ডে টেস্টে। তাই সবাইকে অনুরোধ করা হচ্ছে, গরমের হাত থেকে বাঁচার জন্য যথাযথ সুরক্ষার বন্দোবস্ত করে মাঠে আসবেন। যা তাপমাত্রা থাকবে ভাবছি আমরা, সেটা যদি থাকে শেষ পর্যন্ত, তা হলে প্লেয়ারদের জন্য অতিরিক্ত ড্রিঙ্কস ব্রেকের বন্দোবস্ত থাকবে,'' বলে দিয়েছেন অ্যালসপ। ' মেলবোর্নে সাধারণত গরমটা বাড়ে দুপুরের পর থেকে। তাই ধরে রাখছি, প্রথম দু'টো সেশনে গরম অতটা ভোগাবে না,'' যোগ করেছেন তিনি। দেখা যাক, এবার কী হয়?

১৯৬৬ বিশ্বকাপজয়ী ইংল্যান্ডের ইস্টহাম প্রয়াত

লন্ডন, ২১ ডিসেম্বর ঃ ইংল্যান্ডের ১৯৬৬ বিশ্বকাপ জয়ী দলের সদস্য জর্জ ইস্টহাম ৮৮ বছর বয়সে মারা গেলেন, শুক্রবার তিনি মারা গিয়েছেন বলে তাঁর প্রাক্তন ক্লাব স্টোক সিটি জানিয়েছে। জর্জ ছিলেন মিডফিল্ডার। দুই দশকের পেশাদার ক্যারিয়ারে ইংলিশ টপ-ফ্লাইট লীগে

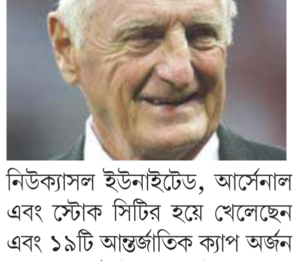

নিউক্যাসল ইউনাইটেড, আর্সেনাল এবং স্টোক সিটির হয়ে খেলেছেন এবং ১৯টি আন্তর্জাতিক ক্যাপ অর্জন করেছেন। ইস্টহাম আট মরসুমে স্টোক সিটির হয়ে ১৯৪টি লীগে অংশগ্রহণ করেন এবং ১৯৭৭-৭৮ সালের মধ্যে ক্লাব পরিচালনা করেন। ফুটবলে তার সেবার জন্য তিনি ১৯৭৩ সালে 'অফিসার অফ দ্য অর্ডার অফ দ্য ব্রিটিশ এম্পাযার' পুরস্কার পান। স্টোক সিটি ফুটবল ক্লাব কিংবদন্তি জর্জ ইস্টহামের মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকাহত। বক্সিং দিবসে লিডস ইউনাইটেডের বিপক্ষে হোম খেলায় ইস্টহামকেও শ্রদ্ধা জানাবে স্টোক সিটি।

বুমরাহর প্রশংসাতেও পঞ্চমুখ অজি কিংবদন্তি

২১ ডিসেম্বর ঃ পারথ টেস্টে জয় পেয়েছিল ভারত। সেখানে নেতৃত্বে ছিলেন জশপ্রীত বুমরাহ। তারপর বাকি দুটি টেস্টে নেতৃত্ব দিয়েছেন রোহিত শর্মা। অ্যাডিলেড ও ব্রিসবেনে প্রত্যাশিত জয় আসেনি। তাহলে কি বুমরাহর হাতেই ছাড়া উচিত ভারতের নেতৃত্ব? সেই বিষয়ে মুখ খুললেন অ্যালান বর্ডার। ' বুমরাহর প্রশংসায় পঞ্চমুখ বর্ডার। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেন, অধিনায়ক হিসেবে ও খুব ভালো কাজ করবে। পারথে ও নিজেকে যথাযথভাবে ব্যবহার করেছে। একজন নেতা হিসেবে ও যেভাবে ফিল্ডিং সাজিয়েছে, তাতে কোনও ভুল খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই সিরিজে এখনও পর্যন্ত ২১টি উইকেট নিয়ে তিনি সর্বোচ্চ উইকেট শিকারী। তাই শুধু অধিনায়ক বুমরাহ নন, বোলার বুমরাহর সমকক্ষ যে এই মুহূর্তে কেউ নেই, সেটাও জানাচ্ছেন অজি কিংবদন্তি। বর্ডার বলছেন, বুমরাহ এখন সেরা ছন্দে রয়েছে। কবজিকে ব্যবহার করে ও যেভাবে বল ছাড়ে, সেটা বাকিদের থেকে আলাদা। হাতকে এত বড় করে ব্যবহার করে যে, বল ছাড়ার

সময় বাকি বোলারদের থেকে তা আলাদা হয়ে যায়। রান-আপও অন্য ধরনের। তারপর সেই কবজির মোচড়। এককথায় অনবদ্য। সব মিলিয়ে বুমরাহ এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে যে ওকে সামলানো যে কোনও ব্যাটারের পক্ষেই মুশকিল। উল্লেখ্য বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির প্রথম টেস্টে বুমরাহর নেতৃত্বে ২৯৫ রানে জয় পেয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। তখন পিতৃত্বকালীন ছুটিতে ছিলেন রোহিত শর্মা। কিন্তু পরের দুটি টেস্টের মধ্যে অ্যাডিলেডে ১০ উইকেটে জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। অন্যদিকে বৃষ্টিবিঘ্নিত ব্রিসবেনে ফলো অন বাঁচিয়ে ড্র করেছে ভারত। সেখানে শুধু বল হাতে নয়, ব্যাট হাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন বুমরাহ।

এফএসএসএআই fssai
স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রালয় MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

একটি শুরু খাদ্য ব্যবসা?
এখন আপনি পেতে পারেন
এফএসএসএআই লাইসেন্স / রেজিস্ট্রেশন তৎক্ষণাত

যারা যোগ্য

- পাইকারী বিক্রেতা
- পরিবেশক
- খুচরা বিক্রেতা
- পরিবহনকারীরা
- ছাড়া স্টোরেজ
- বায়ুমণ্ডলীয়
- নিয়ন্ত্রণ
- খাদ্য বিক্রেতা
- সংস্থাগুলি
- সরাসরি বিক্রেতা
- আমদানিকারক
- বণিক-রপ্তানিকারক
- ক্ষুদ্র খুচরা বিক্রেতা
- হকাররা

ডিজিটাল ভেরিফিকেশন এর মাধ্যমে জিএসটি, আধার এবং প্যান

কিভাবে আবেদন করতে হবে তাৎক্ষণিক লাইসেন্স রেজিস্ট্রেশনের জন্য?

- ভিজিট করুন FoSCoS পোর্টালে যান https://foscos.fssai.gov.in
- 'তৎকাল লাইসেন্স রেজিস্ট্রেশনের জন্য ট্যাবে ক্লিক করুন এবং ধাপগুলি অনুসরণ করুন হোমপেজে।

ভিডিও টিউটোরিয়াল দেখতে নিচের কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন।

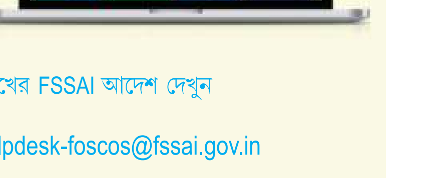

আরও তথ্যের জন্য ১১-০৯-২০২৪ তারিখের FSSAI আদেশ দেখুন
আরও তথ্যের জন্য ১৮০০১১২১০০, helpdesk-foscos@fssai.gov.in

অপেক্ষা করবেন না - এখনই আপনার খাদ্য ব্যবসা শুরু করুন

fssaiindia fssai fssai_safefood fssaiindia fssai_india
cbc 17163/13/0012/2425

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com